প্রসিদ্ধ দস্যুদলপতি

তান্তিয়া ভীল

বা

প্রতিমূর্ত্তি সহিত তান্তিয়া ভীলের

বিস্তৃত জীবনী।

"A fig for those by law protected
Liberty's a glorious feast !
Courts for cowards were erected,
Churches built to please the priest !
What is title ? What is treasure ?
What is reputation's care ?
If we had a life of pleasure,
'Tis no matter how or where !"

Burns,

কলিকাতা ডিটেক্‌টীভ্ পুলিশের কর্ম্মচারী এবং "আদরিণী,"
"ডিটেক্‌টিভ্ পুলিশ," "পাহাড়ে মেয়ে" প্রভৃতির প্রণেতা।

শ্রীপ্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায়

প্রণীত।

কলিকাতা।

সন ১২৯৬ সাল।

বিজ্ঞাপন।

বহু অনুসন্ধান, যত্ন, পরিশ্রম ও ব্যয় স্বীকার করিয়াও তান্তিয়ার জীবনী যে সম্যক সংগ্রহ করিতে সমর্থ হইয়াছি তাহা বলিতে পারি না; কিন্তু যতদূর সংগৃহীত হইয়াছে, তাহা-দ্বারাই যদি পাঠকগণকে কিছু মাত্র সন্তুষ্ট করিতে পারি, তাহা হইলেই আমার সংকল্প সিদ্ধ হইয়াছে মনে করিয়া যত্ন, পরিশ্রম, ও ব্যয় সার্থক জ্ঞান করিব। তান্তিয়ার কার্য্যকলাপ, তান্তিয়ার বীর্য্য, তান্তিয়ার সাহসিকতা প্রভৃতি বিষয়ে অনেক কথা বলিবার আছে, অনেক কথা লিখিতে ইচ্ছা হয়; কিন্তু সময় ও স্থানের অভাব বশত সে সম্বন্ধে আমি নিজে কিছু না বলিয়া বিলাতের সর্ব্ব প্রধান টাইমস (Times) পত্রিকা যাহা বলিয়াছেন তাহা হইতে একটু উদ্ধৃত করিয়া দিলেই পাঠকগণ তান্তিয়া-চরিত্রের একটু আভাস প্রাপ্ত হইবেন। টাইমস পত্রিকা বলেন :—

In the presence of this cloud of testimony the prisoner has not cared to persist in his endeavour to prove an *alias*. He must from the first have been reluctant to dissemble his name and glory. An Oriental of this class and character takes pride in the terrorism he has created, and is happy at obtaining an occasion for publishing his history abroad. Tantia has made a full and triumphant con-

fession, of which our Calcutta corrspondent sent us a summary yesterday. Born a villager, he had too much spirit to stay in his old home, and at 35 settled elsewhere as a farmer. Whether from misfortune or from native unruliness, he soon fell out with the law, and underwent two terms of confinement successively in Nagpore and Jubbulpore gaols. Thenceforward he became a habitual criminal. On his exit from the prison at Jubbulpore he migrated to Holkar's territory. Very soon he was accused—he alleges, unjustly—of robbery,and was obliged to take to the jungle. His depredations were for a year on an insignificant scale, and the local police, when they arrested him, did nct consider him sufficiently important for them to guard him carefully. He made his escape from prison, at once with a sense of contempt for the officers of justice and a betermination to suffer hereafter if at all, for acts worth their penalties. A company of desperadoes like himself gathered round him. He burnt villages. He cut off Policemen's noses. He avenged the treachery of women in the same manner. His followers, without fear of chas-

-tisement by him, did not scruple to commit murder, though, he declares, he himself never took life. No efforts were too heavy for his strength and activity. A dozen years ago, he could go sixty miles in a single march. He was wherever plunder was to be had. The rapidity of his movements baffled pursuit. Like a wise general, he understood the supreme value of accurate information, and spared no money to acquire it. He had Magistrates themselves in his pay, like Rajaram, who has just been convicted of complicity, and has received the not too severe sentence of imprisonment for seven years and a fine of five thousand rupees. By his munificent bounty he won popular sympathy, which must have been more useful than bought official indulgence. Remembering his own troubles as a farmer, he would often bestow a team of bullocks upon an impoverished peasant. Last year he distributed six thousand rupees among the destitute villagers on the Nerbudda. His principle, like Robin's of old, was that it is a duty to rob the rich for the benefit of the poor.

"So long as he confined his labours to Native territory, continued to be accepted by the population as the adjuster of the inequalities of fortune performed the functions alone, and retainud in perfection all the physical conditions for their due accomplishment, there was no particular reason why he should not go on in his occupation of volunteer almoner indefinitely. But that is a large collection of hypothesis; and the chances of a gap in the assortment always and necessarily have been many. Anglo-Indian Administration is intolerant of Robin Hood or Rob Roy revivals, and Tantia had occasionally to trespass on the jurisdiction of the Central Provinces. Then, again, within the dominion of Indore persons with incomes are not invariably patient at being shorn for the advantage of persons without. In no case is the contingency of the loss of a nose agreeable, whether to capitalists or to proletarians. Moreover, en example like the valiant Beil's is contagious and Tantia has had plenty of plagiarists. Although it is not his fault, and rather, he complains, a wrong to his property in the idea, a multiplication

of levies of blackmail, which Rajputs might have endured when there was but a single collector, becomes an intolerable scourge upon industry. Finally, and as Tantia himself has perceived for some two years, he is himself no longer the man he was. Twenty miles is not much of a day's course for one who has two armies of Police on his track: and Tantia can do no more, to be alert and sturdy at the end. At fifty he is old and broken for a profession which is as inexorable as cricket in demanding the utmost fineness of nerve and muscle. Notwithstanding all the *merits of thirty-five*, as set forth in Mrs. Thrale's honour by Dr. Johnson, it is rather late for commencing freebooter. With indispensable allowances for episodes of gaol, a short dozen years are left for an active career of spoliation, and, after them, a long monotony of carpetweaving,* or the gallows. An inevitable drawback to the excellences of middle age is that it is not adapted for wild life. In a state of civilisation, at least for the civilised in it, fifty in many respects is the prime. The incidental defects do not matter. It is a short of testimony to a physician's,

Barrister's, merchant's, or politician's right to confidence, and the resulting emoluments and pleasures, that he wears spectacles and thinks twenty miles a day in the Alps a feat. As travellers, sociologists, hunters of big game and compilers of criminal statistics are aware, the noble savage, the tiger, the burglar, the brigand, is in middle age superannuated and despised. The Lord of the forest becomes, as years creep on, a contemptible man-eater. Some convenient way is devised for terminating the existence of the middle aged Papuan, and the violent law-breaker of cities turns into a begging letter-writer or a receiver. No such resource is open to a robber chief in Hindustan after legs and eyes have begun to fail. The jungle ceases to be a pleasant habitation when fifty brings suggestions of rheumatism. Robin Hood himself apparently tired of camping under the greenwood tree, or he would not have met his death. Tantia has only experienced the common fate of his kind in discovering that the pleasures of dacoity are brief; and probably he is more comfortable in his resumed Jubbulpore cell than he has been for most of the thirteen or fourteen years since he quitted it.

এই পুস্তক অতি দ্রুত ভাবে লিখিত ও নিতান্ত কম সময়ের মধ্যে মুদ্রিত হওয়া প্রযুক্ত ইহার স্থানে স্থানে অনেক ভুল বিদ্যমান রহিয়াছে। এই নিমিত্ত পাঠকগণের নিকট সানুনয়ে নিবেদন, তাঁহারা যেন অনুগ্রহ পূর্ব্বক গ্রন্থকর্ত্তার ও ছাপাখানার এরূপ দোষ মার্জ্জনা করেন। কারণ দ্বিতীয় সংস্করণ ভিন্ন এই সকল ভুল সংশোধনের আর উপায় নাই।

৮৮।১ সার্পেন্টাইন লেন
কলিকাতা।
শকাব্দা ১৮০১।

শ্রীপ্রিয়নাথ শর্ম্মা।

সাধারণের নিকট নিবেদন।

তান্তিয়ার জীবন বৃত্তান্ত যতদূর সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি তাহা এই পুস্তকে বিবৃত হইল ; ইহা ব্যতিত আরও কোন বিষয় যদি কেহ অবগত থাকেন তাহা হইলে তিনি অনুগ্রহ পূর্ব্বক সেই সকল বিষয় নিম্ন স্বাক্ষরকারীর নিকট লিখিলে নিতান্ত অনুগৃহীত হইব ও দ্বিতীয় সংস্করণে তাহা পুস্তকে সন্নিবিষ্ট করিয়া দিব। বলা বাহুল্য, যিনি যে সকল বিষয় সংগ্রহ করিয়া দিবেন তাহার নিম্নে সংগ্রহকারীর নামও মুদ্রিত হইবে এবং বিনা মূল্যে তাঁহাকে এক খণ্ড পুস্তকও প্রদত্ত হইবে।

শ্রীপ্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায়,
৬৩ নম্বর কলেজষ্ট্রীট, কলেজ লাইব্রেরী।
শ্রীযুক্ত বাবু মাধবচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের নিকট।

প্রসিদ্ধ দস্যু-দলপতি

তাঁন্তিয়া ভীল।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

তান্তিয়ার বাল্য-জীবন।

মধ্য প্রদেশের মধ্যে নিমার জেলার অন্তর্গত খাটাকেরির নিকটবর্ত্তী বিরদা-গ্রামে তান্তিয়ার জন্মস্থান। তান্তিয়ার পিতার নাম ভাও সিং। সেই প্রদেশীয় হিন্দু-ভীলদিগের মধ্যে গোপ-জাতীয় একপ্রকার বংশ আছে। ইনি সেই বংশে ইংরাজী ১৮৪২ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। ভাও সিং একজন সামান্য লোক ছিলেন, কৃষি-কার্য্য দ্বারা আপনার জীবনধারণ ও পরিবার-প্রতিপালন করিতেন। তাঁহার পরিবার-মধ্যে, কেবল তাহার স্ত্রী ও একমাত্র পুত্র তান্তিয়া। তান্তিয়া যখন নিতান্ত বালক, সেই সময় তাঁহার মাতা পরলোক গমন করেন। সেই সময় হইতে তাঁহার পিতাই তাঁহাকে প্রতিপালন করিতেন। বাল্যকাল হইতেই তান্তিয়া অতিশয় বুদ্ধিমান ছিলেন, এবং তাঁহার শরীরে অসাধারণ ক্ষমতা ছিল। বাল্যকালে যখন তিনি সেই গ্রামের অন্যান্য বালকদিগের সহিত ক্রীড়া করিতেন; সেই সময় হইতেই তিনি উহাদিগের উপর আপন প্রাধান্য

দেখাইতেন; সকল বালকগণই তাঁহার আজ্ঞানুবর্ত্তী হইয়া চলিত। যদি কোন বালক তাঁহার কোন আদেশ লঙ্ঘন করিত, তাহা হইলে তিনি তাহাকে উত্তমরূপে প্রহার দিতেন। তাঁহার প্রহারের নিমিত্ত সকলেই তাঁহাকে ভয় করিত। সকল বালক তাঁহাকে ভয় করিত বলিয়াই যে ভক্তি করিত না, তাহা নহে। বালকমাত্রেই যেমন তাঁহাকে ভয় করিত, সেইরূপ ভক্তিও করিত। সেই সময় হইতেই তান্তিয়ার একটী গুণ সকলে অবগত ছিলেন। তিনি যখন অন্য বালকের সহিত দলবদ্ধ হইয়া জঙ্গলের ভিতর খেলিয়া বেড়াইতেন, সেই সময় কোন বৃক্ষে যদি কোন আহার-উপযোগী ফল দেখিতে পাইতেন, তাহা হইলে তিনি নিজে সেই স্থানে দাঁড়াইয়া অন্য বালক-গণের দ্বারা উহা পাড়াইতেন। পাড়িবার সময় যদি কোন বালক বাল-স্বভাব-প্রযুক্ত তাহার একটী ভক্ষণ করিত, তাহা হইলে তাহার আর নিস্তার থাকিত না। সে যথোপযুক্ত-রূপে তিরস্কৃত ও অবমানিত হইত। সেই সকল ফল পাড়া শেষ হইলে তিনি উহা তুল্যরূপে নিজ-হস্তে ভাগ করিয়া সকলকে প্রদান করিতেন; আর তাঁহার সহচর যে সকল বালক সেই সময় উপস্থিত না থাকিত, তাহাদিগের অংশ অগ্রে অন্য বালক দ্বারা পাঠাইয়া দিয়া, তাহার পর আপনার অংশ গ্রহণ করিতেন।

বাল্যকাল হইতেই তান্তিয়া অস্ত্র-শস্ত্রের সহিত ক্রীড়া করিতে ভাল বাসিতেন। কিন্তু অন্য অস্ত্র-শস্ত্র তাঁহার কিছুই ছিল না, বা কোন প্রকারে তিনি সংগ্রহ করিতেও পারিতেন না; তবে যে অস্ত্র ভীলদিগের প্রত্যেকের ঘরেই আছে সেই তীর

ধনুক লইয়াই তিনি ক্রীড়া করিতেন এবং সর্ব্বদা লাঠি হাতে করিয়া বেড়াইতেন। তিনি কখনও কাহার নিকট লাঠি-চালনা শিক্ষা করেন নাই, কিন্তু স্বভাবতঃই তিনি এরূপ লাঠি-চালনা করিতে পারিতেন যে, সকলেই তাঁহার লাঠি-খেলা দেখিয়া বিস্মিত হইত। তাঁহার হাতের নিসানও অতি অদ্ভূত ছিল; তিনি ধনুকে তীর-যোজনা করিয়া দ্রুতগামী উড্ডীয়-মান পক্ষীগণকে অনেক দূর হইতে লক্ষ্য করিয়া তীরক্ষেপ করিতেন, দেখিতে দেখিতে সেই পক্ষীও সেই স্থানে পতিত হইত।

ডাকাইত হইবার পূর্ব্বে তান্তিয়ার অনেক বীরত্ব-সূচক ঘটনা প্রায় অনেকেই অবগত আছেন। কিন্তু তাহা সমস্ত বিবৃত না করিয়া একদিবসের কার্য্যের কথা এই স্থানে বলিলে সকলেই তাঁহার বীরত্ব অনুভব করিতে পারিবেন।

তান্তিয়া যখন সাংসারিক কর্ম্মের উপযুক্ত হইয়া উঠিলেন, তখন তাঁহার পিতা তাঁহাকে কৃষিকার্য্যে নিযুক্ত করিলেন। তাহার পর হইতে তিনি নিজ-হস্তে লাঙ্গল ধরিয়া ভূমি-কর্ষণ করিতেন। যখন তাঁহার বয়ক্রম ২৫ বৎসর, সেই সময় এক-দিবস তিনি তাঁহার ক্ষেত্রে আরও ৪।৫ জন কৃষকের সহিত হল-চালনা করিতেছেন; এমন সময় তাঁহার গ্রামের দিকে একটী ভয়ানক গোলযোগ উপস্থিত হইল। সেই গোলযোগ শুনিয়া, তিনি হল-চালনা স্থগিত করিলেন; কিসের গোলমাল, জানিবার নিমিত্ত গ্রামের দিকে চকিত নেত্রে চাহিয়া রহিলেন, ও কি গোলমাল হইতেছে তাহাই বুঝিবার নিমিত্ত কাণ পাতিয়া এক-মনে শ্রবণ করিতে লাগিলেন। এমন সময় সেই গ্রামের দিক

হইতে একটী লোককে আসিতে দেখিলেন, এবং তাহাকে দেখিয়া ঐ গোলমালের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। ক্রমে তাহার নিকট হইতে অবগত হইলেন যে,—সেই গ্রামের ভিতর একটী প্রকাণ্ড মহিষ ক্ষিপ্ত অবস্থায় প্রবেশ করিয়াছে, ও যাহাকে সম্মুখে দেখিতেছে তাহাকেই তাহার ভয়ানক শৃঙ্গ দ্বারা বিদীর্ণ করিয়া দিতেছে। আর, তাহাকে মারিবার নিমিত্ত গ্রামস্থ সমস্ত লোক একত্রিত হইয়া তাহার পশ্চাৎ ধাবিত হইতেছে। এই নিমিত্ত গ্রামের ভিতর এত গোলযোগ।

এই কথা শ্রবণ মাত্র তাস্তিয়া সেই স্থানে তাঁহার লাঙ্গল-গরু রাখিয়া, ঊর্দ্ধশ্বাসে গ্রামের দিকে ছুটিলেন। হস্তে কোন প্রকার অস্ত্র নাই, কেবল-মাত্র দেড় হস্ত লম্বা ও আঙুলের মত সরু হল-চালনের উপযোগী একগাছি 'পাঁচনি'। তিনি তাহাই হস্তে করিয়া গমন করিতে লাগিলেন।

তিনি যখন গ্রামের নিকটবর্ত্তী হইলেন, সেই সময় দেখিলেন, ঐ ক্ষিপ্ত মহিষ ঊর্দ্ধশ্বাসে দৌড়িয়া গ্রামের বাহিরে আসিতেছে; আর, গ্রামস্থ সমস্ত লোক অস্ত্র-শস্ত্র লইয়া তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছুটিতেছে। তাস্তিয়াকে সেই মহিষের সম্মুখে দেখিয়া সকলেই উচ্চৈঃস্বরে পলাইতে কহিলেন; কিন্তু তাস্তিয়া সেই সকল কথায় ভ্রূক্ষেপও না করিয়া আপনার হস্তের সেই সামান্য 'পাঁচনি' সেই স্থানে পরিত্যাগ-পূর্ব্বক মহিষের সম্মুখীন হইয়া একদৃষ্টে দণ্ডায়মান হইলেন। দেখিতে দেখিতে সেই ভয়ানক ক্ষিপ্ত মহিষ আসিয়া তাস্তিয়ার সম্মুখে উপনীত হইল; তাস্তিয়াকে সম্মুখে দেখিয়া রোষকষায়িত লোচনে শৃঙ্গ বিস্তার করিয়া, তাঁহাকে মারিবার নিমিত্ত তাঁহার দিকে ছুটিল।

ক্রমে মহিষ গিয়া তান্তিয়ার উপর পড়িল দেখিয়া, সকলেই ভাবিলেন, এখনই তান্তিয়াকে শৃঙ্গ দ্বারা খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিবে। তান্তিয়া কিন্তু কিছুমাত্র ভীত না হইয়া দুই হস্ত দ্বারা সেই মহিষের শৃঙ্গদ্বয় এরূপ জোর করিয়া নোয়াইয়া ধরিলেন যে, সে আর তাহার মস্তক উঠাইতে পারিল না; বে-কায়দায় পড়িয়া গোঁ গোঁ শব্দে তান্তিয়ার চতুষ্পার্শ্বে ঘুরিতে লাগিল। তান্তিয়াও কোন রূপে তাহার শৃঙ্গ না ছাড়িয়া, মহিষের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া আপনিও ঘুরিতে লাগিলেন; এবং জোর করিয়া তাহার ঘাড় বাঁকাইতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। এইরূপে উভয়ে প্রায় ৫ মিনিট কাল সেই স্থানে আপন আপন বিক্রম দেখাইলেন। সেই স্থানের তৃণাদি যে কোথায় গেল, তাহা কেহ দেখিতে পাইল না। পরিশেষে মহিষ পরাস্ত হইয়া সেই স্থানে যেমন পড়িয়া গেল, অমনি গ্রামস্থ সমস্ত লোক অস্ত্র-শস্ত্র দ্বারা তাহাকে আঘাত করিয়া মারিয়া ফেলিলেন। তান্তিয়ার এই অসাধারণ বীর্য্য দেখিয়া সকলেই বিস্মিত, মোহিত ও স্তম্ভিত হইলেন। সেই দিবস হইতেই তান্তিয়ার পরাক্রম সকলে অবগত হইতে লাগিলেন।

যে গ্রামে ভাও সিং বাস করিতেন, সেই স্থানে তাঁহাদিগের কোন সম্পত্তি ছিল না। সেই গ্রাম হইতে কিয়দ্দূর ব্যবধানে 'পোশ্বার' গ্রামে তাঁহাদিগের কতক জমি ছিল। ঐ সকল জমি সেই গ্রামের শিবা পেটেলের সহিত একত্রে চাষ হইত। বিরদা গ্রামের যে সকল জমি তান্তিয়ার পিতা চাষ করিতেন, তাহা তাঁহার নিজের সম্পত্তি নহে; অন্যের জমিতে নিরূপিত

মালগুজারি দিয়া তিনি আবাদ করিতেন। যখন তান্তিয়ার বয়ক্রম ৩০ বৎসর, সেই সময় তান্তিয়ার পিতা পরলোক-গমন করেন। তাঁহার পরলোক-গমনের সময় বিরদা গ্রামের জমির অনেক মালগুজারি বাকী পড়িয়াছিল; কাজেই তাঁহার মৃত্যুর পর, যাঁহার জমি, তিনি উহা কাড়িয়া লইলেন। তান্তিয়া তাঁহার নিকট অনেক অনুনয়-বিনয় করিলেন, কিন্তু কিছুতেই তিনি তাহা শুনিলেন না। তখন, তান্তিয়া অনন্যোপায় হইয়া, ঐ গ্রাম পরিত্যাগ-পূর্ব্বক, যে স্থানে তাঁহার নিজের কিঞ্চিৎ বিষয় ছিল সেই পোখার গ্রামে গিয়া বাস করিতে লাগিলেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

তান্তিয়ার বদমাইসী ও কারাবাস।

তান্তিয়া পোখার গ্রামে গিয়া বাস করিতে লাগিলেন। শিবা পেটেলের সহিত একত্রে যে জমির চাষ-আবাদ হইত, সেই জমিতেই চাষ-আবাদ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তান্তিয়া ভাবিয়াছিলেন শিবা পেটেল যখন তাঁহার পিতার সময় হইতে তাঁহাদিগের সহিত একত্রে কর্ম্ম-কাজ করিয়া আসিতেছেন তখন তাঁহার পিতার অবর্ত্তমানেও তাঁহার নিকট সেইরূপ সহায়তা ও উপকার প্রাপ্ত হইবেন। কিন্তু কার্য্যে তাহার বিপরীত ফল ফলিল; শিবা পেটেল তাঁহার সহিত ক্রমে অসৎ ব্যবহার করিতে লাগিলেন। অন্যান্য লোকের পরামর্শে ও সাহায্যে, সেই জমি হইতে তান্তিয়াকে ক্রমে বঞ্চিত করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন ও পরিশেষে তাহাকে

কৃতকার্য্যও হইলেন। শিবা পেটেল সেই স্থানের মধ্যে প্রধান ছিলেন; কাজেই গ্রামের সকলেও তাঁহার পক্ষ অবলম্বন করিয়া তান্তিয়ার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইল। একে তান্তিয়া একাকী, তাহাতে আর কাহারও সহায়তা না পাইয়া, তিনি রাজার আশ্রয় লইলেন; সেই জমির জন্য শিবা পেটেলের নামে আদালতে নালিস করিলেন। শিবা পেটেলও তাহার যোগাড় দেখিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তান্তিয়া কপর্দ্দকশূন্য, কিন্তু শিবা ধনবান। কাজেই তান্তিয়ার হার হইল। তিনি তাঁহার চিরকালের পৈত্রিক সম্পত্তি হইতে বঞ্চিত হইলেন। বিনা কারণে প্রাণাপেক্ষা প্রিয় পৈতৃক সম্পত্তি হইতে বঞ্চিত হওয়ায়, তখন তাঁহার অতিশয় কষ্ট হইল; তাঁহার চাষ-আবাদের পথ রুদ্ধ হইল। তখন কাজেই তিনি তাঁহার সাম্যমূর্ত্তি পরিত্যাগ পূর্ব্বক জোর করিয়া আপন জমি দখল করিবার বন্দোবস্ত করিলেন; লাঠি লইয়া তাঁহার সেই জমির নিকটে গিয়া উপস্থিত হইলেন। জমির নিকট শিবা পেটেলের যে সকল লোকজন ছিল, তাহাদিগকে উত্তম মধ্যম দিয়া সেই স্থান হইতে তাড়াইয়া দিলেন। এবং যে ব্যক্তি তাঁহাকে কোনরূপে এই জমি হইতে বঞ্চিত করিবার চেষ্টা করিবেন, তাঁহাকে একেবারে এজন্মের মত শিক্ষা দিবেন—এই বলিয়া সকলকে ভয় প্রদর্শন করিতে লাগিলেন। তাঁহার ভয়ে, তখন সকলেই অস্থির হইয়া উঠিলেন; সকলেই তাঁহাকে "বদমাইস" বলিয়া ধার্য্য করিয়া দিলেন।

তান্তিয়ার এই সকল বিষয়, ক্রমে সেই স্থানের পুলিশের গোচর হইল। তখন তাঁহারা উহাঁকে জব্দ করিতে মনস্থ

করিলেন। পোনের বৎসর অতীত হইল, একদিবস পুলিশ আসিয়া বদমাইসি অপরাধে তান্তিয়াকে ধৃত করিলেন; তাঁহার বিচারের নিমিত্ত তাঁহাকে মাজিষ্ট্রেট সাহেবের নিকট পাঠাইয়া দিলেন। মাজিষ্ট্রেট সাহেবের নিকট তান্তিয়ার বদমাইসী প্রমাণিত হইলে, তিনি তাঁহাকে কঠিন পরিশ্রমের সহিত এক বৎসরের নিমিত্ত কারাগারে প্রেরণ করিলেন। এই-ই তান্তিয়ার প্রথম কারাগারদর্শন। তিনি নাগপুর সেণ্ট্রাল জেলের ভিতর এই এক বৎসর কাল অতিকষ্টে যাপন করিলেন।

জেল হইতে খালাস পাইয়া, তান্তিয়া পুনরায় পোখার গ্রামে আসিয়া উপনীত হইলেন। সেই স্থানে এই বার তিন মাস কাল থাকিতে না থাকিতে তাঁহার চরিত্রের উপর সকলেই সন্দেহ করিতে লাগিলেন। সেই গ্রামে কতকগুলি রজপুত বাস করিতেন। শিবা পেটেলের কন্যা যশোদার সহিত তান্তিয়া প্রণয়ে আবদ্ধ হইয়াছেন—এই কথা ক্রমে তাঁহারা প্রকাশ করিলেন। শিবাও তান্তিয়াকে এই কার্য্যে সন্দেহ করিয়া, উপযুক্তরূপ দণ্ড দিবার সুযোগ অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। তান্তিয়া যখন দেখিলেন, গ্রামের প্রায় সমস্ত লোক একত্রিত হইয়া তাঁহার বিপক্ষ হইয়াছে—শিবার সহিত মিলিত হইয়া তাঁহাকে বিপদ-জালে জড়িভূত করিবার চেষ্টা দেখিতেছে, তখন তাঁহার মনে ভয় উপস্থিত হইল। তিনি সেই গ্রাম পরিত্যাগ পূর্ব্বক হিরপুর গ্রামে গমন করিলেন ও সেই স্থানেই বাস করিতে লাগিলেন। তিনি সেই গ্রামে প্রায় ১৮ মাস বাস করিয়াছিলেন। সেই সময়ে

উঁহার নিকটবর্ত্তী বারিগ্রামে একটী চুরি হয়, এবং পুলিশ এই চুরি মকদ্দমার অনুসন্ধান করেন। তান্তিয়া 'বদমাইসির' নিমিত্ত একবার কারারুদ্ধ হইয়াছিলেন, কাজেই এই চুরি মকদ্দমায় পুলিশ তাঁহাকেই সন্দেহ করেন; এবং খাজোড়া গ্রাম নিবাসী বিজনিয়া ভীলের উপরও তাঁহাদের সন্দেহ হয়। তান্তিয়া ও বিজানিয়া উভয়েই এই মকদ্দমায় ধৃত হন।

তাঁহারা যখন ধৃত হন, সেই সময় ধৃতকারী পুলিশ-কর্ম্মচারির উপর তাঁহারা অতিশয় অসন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। তাঁহারা যে কেন অসন্তুষ্ট হইয়াছিলেন, তাহা জানি না; কিন্তু কেহ কেহ বলেন তাঁহারা বিনা দোষে এই মকদ্দমায় ধৃত হন বলিয়াই অসন্তুষ্ট হইয়াছিলেন; এবং পুলিশ-কর্ম্মচারিকে হত্যা করিবার নিমিত্ত আপন-আপন অসি উন্মোচিত করিয়াছিলেন। কিন্তু একবারে হত্যা না করিয়া কেবলমাত্র তাঁহাকে গুরুতররূপে আঘাত করিয়াছিলেন।

তাঁহারা উভয়েই চুরি ও পুলিশকে আঘাত করা অপরাধে বিচারকের নিকট প্রেরিত হন। চুরি-মকদ্দমা প্রমাণ না হওয়ায়, সে অপরাধ হইতে তাঁহারা অব্যাহতি পান। কিন্তু পুলিশকে আঘাত করা অপরাধে তাঁহারা উভয়েই তিনমাস কালের নিমিত্ত কঠিন পরিশ্রমের সহিত কারাগারে প্রেরিত হন। উভয়কে এক জেলের ভিতর না রাখিয়া, পৃথক পৃথক জেলে রাখা হয়। তান্তিয়া জব্বলপুরের জেলের ভিতর ও বিজনিয়া খান্দোয়া জেলের ভিতর এই তিন মাস বিশেষ কষ্টের সহিত অতিবাহিত করেন।

তিনমাস অতীত হইলে, তান্তিয়া জেল হইতে খালাস পান।

কিন্তু এবার ইংরাজ-রাজত্বের ভিতর বাস না করিয়া হোলকার মহারাজের রাজত্বের ভিতর সেওয়াগ্রামে গিয়া আপনার বাসস্থান স্থাপিত করেন, ও পুনরায় কৃষিকার্য্য অবলম্বন করিয়া আপনার জীবিকা-নির্ব্বাহ করিতে থাকেন।

সেই সময় পোখার গ্রামের সেই রাজপুতগণের ষড়যন্ত্রে তাঁন্তিয়া পতিত হন। এই ষড়যন্ত্র ও জেলের কঠোর ব্যবহারই, তাঁন্তিয়ার ডাকাইত হইবার একটী প্রধান কারণ।

এই সময়ে পোখার গ্রামে শুভন ভীলের বাটীতে চুরি হইয়া তাহার কতকগুলি দ্রব্যাদি চুরি যায়। পুলিশে এই সংবাদ দেওয়া হইলে তাঁহারা আসিয়া তদারকে নিযুক্ত হন ও বহু অনুসন্ধানের পর সেই সকল চোরা দ্রব্যের সন্ধান পান। সেই স্থানের জালিম নামীয় এক ব্যক্তির ঘর হইতে ঐ সকল দ্রব্যাদি বাহির হয়। ঐ গ্রামের সেই সকল রাজপুতগণ ও শিবা পেটেল পরামর্শ করিয়া জালিমকে বাঁচাইবার নিমিত্ত এক পরামর্শ দেন। সেই পরামর্শের গুণেই জালিম এই কথা বলেন যে, তাঁহার ঘরে যে সকল চোরামাল বাহির হইয়াছে, তাহার সমস্তই তাঁন্তিয়া ভীল প্রদান করিয়াছে। কেবলমাত্র এই কথা বলিয়াই তিনি নিশ্চিন্ত থাকেন না; তাহার সপক্ষতায় দুই-একজন সাক্ষিও উপস্থিত করেন।

এই কথা শুনিয়া, দুইবারের মেয়াদ খালাসী (কাজেই বদমায়েস!) তাঁন্তিয়াকে ধরিবার নিমিত্ত পুলিশ কর্ম্মচারিগণ হোলকার মহারাজের এলাকায় সেওনা গ্রামে আগমন করেন। তাঁন্তিয়া পূর্ব্বেই এই সংবাদ প্রাপ্ত হন; "যেরূপ মোকদ্দমার যোগাড় হইয়াছে তাহাতে তাঁহার আর কোন রূপেই নিস্তার নাই, তাতে"

আবার তিনি দুইবার মেয়াদও খাটিয়াছেন। জেলের সেই ভয়ানক কষ্ট আর কোন প্রকারে সহ্য করিতে পারিবেন না” ভাবিয়া আপন ঘর দরজা পরিত্যাগ পূর্ব্বক পুলিশের ভয়ে তিনি পলায়ন করেন, এবং জঙ্গল আশ্রয় করিয়া নানা স্থান ভ্রমণ পূর্ব্বক পুলিশের হস্ত ও জেলের কঠোর শাস্তি হইতে আপনার প্রাণ রক্ষা করেন।

তান্তিয়া এইরূপে এক স্থান হইতে অন্য স্থানে, এক জঙ্গল হইতে অন্য জঙ্গলে পরিভ্রমণ করিয়া এক বৎসরকাল অতিবাহিত করিলেন। সেই সময়ে তিনি আপনার পেটের অন্নের সংস্থান করিবার নিমিত্ত কয়েক জনের নিকট হইতে কিছু কিছু কাড়িয়া লইতে আরম্ভ করেন। পেটের জ্বালায় সামান্য সামান্য চৌর্য্যবৃত্তিও অবলম্বন করেন। এই সময়ে পোথার গ্রামের শিবা পেটেল ও রাজপুতগণকে উপযুক্ত দণ্ড বিধান করিবার জন্য ক্রমে ক্রমে তাঁহার দল পরিপুষ্ট করিতে প্রবৃত্ত হইলেন, এবং উহাদিগের অন্নের সংস্থান করিবার নিমিত্ত ক্রমে ক্রমে তিনি ডাকাইতি ব্যবসা অবলম্বন করিলেন, ও তাঁহার শত্রু পক্ষীয়দিগের বাটীতে ক্রমে ডাকাইতি করিয়া আপনার অনুচরবর্গের খরচের সংস্থান করিতে লাগিলেন।

তান্তিয়া পোথার গ্রামের লোকের উপর এরূপ বিরক্ত ছিলেন যে, সুযোগ পাইলে তিনি সেই গ্রামের কাহাকেও দণ্ড দিতে ছাড়িতেন না। একদিবস তিনি জঙ্গলের ভিতরস্থিত একটী সঙ্কীর্ণ রাস্তা দিয়া গমন করিতেছেন, এমন সময় সেই পোথার গ্রামের ভিকা পেটেলের ভ্রাতা কালুকে দেখিতে পান। তাহাকে দেখিবামাত্রই তান্তিয়া তাহাকে ধৃত করিয়া লইয়া

যান এবং ছয় দিবস পর্য্যন্ত কয়েদ অবস্থায় সেই জঙ্গলের ভিতর রাখিয়া দেন। তাহার পিতা সরদার পেটেল এই সংবাদ পাইয়া প্রথমে পুলিশে সংবাদ দেন। পূর্ব্ব হইতেই পুলিশ তান্তিয়ার অনুসন্ধানে ছিলেন; এই সংবাদ পাইয়া, যদিও বিশেষ চেষ্টা করিতে আরম্ভ করেন, কিন্তু কোনও সন্ধান করিতে পারিলেন না। তখন অনন্যোপায় হইয়া সরদার পেটেল নেহাল নামক এক ব্যক্তির দ্বারা তান্তিয়ার নিমিত্ত একশত টাকা পাঠাইয়া দিলে তিনি কালুকে ছাড়িয়া দেন।

নেহাল তান্তিয়ার সেই গ্রামের একমাত্র মিত্র, তান্তিয়া নেহালকে অতিশয় বিশ্বাস করিতেন বলিয়াই সরদার তাহার দ্বারা ঐ টাকা তান্তিয়ার নিকট পাঠাইয়া দেন।

এই ঘটনার অতি অল্প দিবস পরেই পোখার গ্রামের মোহন পেটেল নামীয় এক ব্যক্তি সেওয়া গ্রামে আগমন করেন; সেই স্থানের নিকটবর্ত্তী একটী জঙ্গলের ভিতর তাহার সহিত তান্তিয়ার সাক্ষাৎ হয়। তিনি তান্তিয়াকে দেখিয়াই কাঁদিয়া ফেলেন ও বলেন যে,—"তিনি তাঁহার পিতা মাতা কর্ত্তৃক অতিশয় অপমানিত হইয়াছেন, তাঁহাদিগের কর্ত্তৃক নির্দ্দয় রূপে প্রহারিত হইয়া পলায়ন-পূর্ব্বক তান্তিয়ার নিকট আগমন করিয়াছেন। ইচ্ছা করিয়াছেন, তিনি আর তাঁহার পিতার নিকট গমন না করিয়া তান্তিয়ার নিকটেই থাকিবেন।" এই কথায় তান্তিয়া একেবারে গলিয়া গেলেন। তাঁহার দুঃখে দুঃখ করিলেন, ধূর্ত্ত শিরোমণি মোহনের অভিসন্ধির বিষয় অবগত না হইয়াই বিশেষ যত্নে ৪ দিবস পর্য্যন্ত তাঁহাকে আপনার নিকটেই রাখিলেন। পরিশেষে মোহনের ইচ্ছা অনুযায়ী

উভয়ে একত্রে খাজোড়া গ্রামে বিজনিয়ার বাটীতে গমন করিলেন। বিজনিয়া তাঁহাদিগকে অতিশয় সমাদর পূর্ব্বক আহারাদি করাইলেন। তৎপর খাজোড়া পরিত্যাগ করিয়া সন্ধ্যার সময় তাঁহারা পোখারে গিয়া উপস্থিত হইলেন; সেই স্থানে তান্তিয়া তাঁহার সেই বিশ্বস্ত বন্ধু নেহালের বাটীতে গিয়া রাত্রি অতিবাহিত করিলেন। নেহাল তাঁহাকে বিশেষ আগ্রহের সহিত আপন বাটীতে রাখিলেন ও তাঁহার বিরুদ্ধে যে সকল চক্রান্ত হইয়াছিল তাহাও বলিয়া দিলেন।

তান্তিয়ার সেই স্থানে আগমনের সন্ধান পাইয়া পরদিবস প্রাতঃকালে সরদার পেটেল, মোহন ও হিরবাল নামক অপর দুই ব্যক্তিকে সঙ্গে করিয়া তান্তিয়ার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন; তান্তিয়াকে নানারূপ মিষ্ট কথায় ভুলাইয়া, তিনি যে এত দিবস জঙ্গলে জঙ্গলে ভ্রমণ করিয়াছেন তজ্জন্য অনেক দুঃখ করিলেন, এবং যে মোকদ্দমায় পড়িয়া তিনি এইরূপ কষ্ট ভোগ করিতেছেন সেই মোকদ্দমা হইতে তাঁহাকে বাঁচাইবার নিমিত্ত বিশেষ চেষ্টা করিবেন, এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়া তাঁহাকে আপনার বাড়ীতে লইয়া গেলেন। আর ইহাও বলিলেন যে তিনি ইষ্টাম্প কাগজে লেখা পড়া করিয়া দিবেন যে তিনি (তান্তিয়া) তাহার পুত্রকে কখন ভুলাইয়া লইয়া যান নাই।

সরল প্রকৃতি তান্তিয়া সরদারের কথায় বিশ্বাস করিয়া তাহার বাটীতে গমন করিলেন। তাহার বাটীর ভিতর পুলিশ লুক্কায়িত ভাবে ছিল; তান্তিয়া যেমন সরদারের বাটীর ভিতর প্রবেশ করিলেন, অমনি পুলিশগণ একত্রিত হইয়া হটাৎ তান্তিয়াকে ধরিল। তান্তিয়া অনায়াসেই ধৃত হইলেন এবং সরদার

পেটেলের বিশ্বাসঘাতকতার বিষয় মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন; পুলিশগণ তান্তিয়াকে দৃঢ় রূপে বাঁধিয়া খান্দোয়ায় লইয়া গেল, ও জেলের ভিতর তাঁহার বাসস্থান নির্দ্দেশ করিয়া দিল।

সেই দিবস তান্তিয়ার একজন অনুচর দৌলিয়া ভীল ধৃত হইয়া সেই স্থানে প্রেরিত হইলেন; এবং তাহার পরদিবস তাঁহার সেই প্রধান সঙ্গী বিজনিয়াও আনীত হইলেন। তাঁহারা তিন জন একত্রে খান্দোয়া জেলের হাজত গৃহে আবদ্ধ থাকিয়া দিন যাপন করিতে লাগিলেন।

১৮৭৮ খৃষ্টাব্দ।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

নিমার বিচারালয়।

যে তান্তিয়া ভীল এতকাল পর্য্যন্ত স্বাধীনভাবে বিচরণ করিয়া আসিতেছিলেন, আজ কিনা তিনি ইংরাজ বিচারকের নিকট গুরুতর অভিযোগে অভিযুক্ত! আমরা যাহাকে গুরুতর বলিতেছি, ভয়ানক ভাবিতেছি, তাহাকে তান্তিয়া কি বলিয়া থাকেন জানি না, কি ভাবিয়া থাকেন বুঝিনা।

যে স্থানে আজ তান্তিয়ার বিচার হইতেছে সেটী মধ্য-প্রদেশের নিমার জেলার বিচারালয়; ইহা ইষ্টক-নির্ম্মিত মধ্যম গোছের একটী একতালা বাড়ী। মধ্যের ঘরটী লম্বা ও প্রশস্ত; এইটীতে বসিয়াই বিচারক বিচার কার্য্য সমাপন

করেন। এই ঘরের পূর্ব্ব ও পশ্চিম দুই পার্শ্বে দুইটী অপেক্ষাকৃত ছোট ছোট ঘর; ইহাকে আপীস বা দপ্তরখানা কহে। এই স্থানে সমস্ত কাগজ পত্র থাকে ও কেরাণী প্রভৃতি কর্ম্মচারীগণ এই স্থানে বসিয়াই লেখা পড়ার কার্য্য সমাপন করেন। এই ঘরটী যে স্থানে স্থাপিত, সেই স্থানে দূরে দূরে পৃথক পৃথক আরও কয়েকটী ঘর আছে। সকলগুলিই বিচারালয়, সকল গুলিতেই পৃথক পৃথক বিচারক আছেন। কিন্তু একরূপ মকদ্দমার বিচার সকল স্থানে হয় না; মকদ্দমার অবস্থা, মকদ্দমার গুরুত্বের তারতম্য অনুসারে পৃথক পৃথক স্থানে বিচার কার্য্য সমাপন হয়। সমস্ত বিচারালয় গুলি বৃহৎ, প্রশস্ত, ও পরিষ্কার রাজবর্ত্মের দ্বারা সংযুক্ত। উহার দুই পার্শ্বে সারি সারি বৃহৎ বৃহৎ ঝাউবৃক্ষ সকল সগর্ব্বে শিরোত্তলন করিয়া যেন মনের উল্লাসে সর্ব্বদা শোঁ। শোঁ। শব্দে ইংরাজের বিজয়-কীর্ত্তি ঘোষণা করিতেছে।

২০ শে নবেম্বর তারিখ তান্তিয়ার বিচারের দিন। আজ বিচারালয় লোকে লোকাকীর্ণ, দর্শকমণ্ডলীকে ঠেলিয়া তাহার মধ্যে সহজে প্রবেশ করে কাহার সাধ্য! দর্শকমণ্ডলীর মধ্যে অন্য কোন জাতীয় লোক দৃষ্টিগোচর হয় না; সমস্তই ভীল। আমরা যাহাদিগকে অসভ্যজাতি বলিয়া ঘৃণার চক্ষে দেখিয়া থাকি, ইহারাই সেই ঘোর কৃষ্ণকায় ভীল। ইহাদিগের শরীরের অধিকাংশ অনাবৃত; অধিকাংশ লোকের পায়ে পাদুকা নাই, শরীরে আবরণ নাই, মস্তকে উষ্ণীষ নাই। কিন্তু ইহাদিগের অন্তরে সহানুভূতি আছে, একতা আছে, জাতীয় লোকের প্রতি মমতা আছে। তান্তিয়া প্রভৃতি কয়েকজন স্বজাতীয় ভীলের

আজ কি হয়, তাহাই দেখিবার নিমিত্ত ইহারা নানা গ্রাম হইতে আগমন করিয়াছে। বিলম্বে আসিলে পাছে ঘরের ভিতর দাঁড়াইবার স্থান না পায়, এই ভয়ে সকাল সকাল আসিয়া বিচারালয় পূর্ণ করিয়াছে। বিচারকের চাপরাসিগণ তাহাদিগের অধিকারস্থল সেই বিচারালযের ভিতর ভীলদিগের উপর একাধিপত্য করিতেছে। কাহাকে চুপ করিতে বলিতেছে, কাহারো মস্তকে চপেটাঘাত করিয়া সেই স্থানে বসাইয়া দিতেছে, আর যাহার নিতান্ত দুর্ভাগ্য, তাহার গলদেশে ধরিয়া বিচারালয়ের বাহির করিয়া দিতেছে। তাহারা কি করে, চাপরাসিগণের হুকুম মান্য করিয়া ক্ষুণ্ণ মনে বাহিরে গমন করিতেছে, আবার সুযোগ পাইলে তাহাদিগের অলক্ষিতে ঘরের ভিতর প্রবেশ করিয়া স্থির ভাবে এক স্থানে গিয়া এরূপভাবে দাঁড়াইতেছে যে তাহাকে দেখিলে বোধ হয়, সে পূর্ব্ব হইতেই ঐ স্থানে দাঁড়াইয়া আছে।

পূর্ব্বে যে বিচার গৃহের কথা বলিয়াছি, তাহার ভিতর কাষ্ঠ নির্ম্মিত উচ্চ সিংহাসনের উপর একজন ইংরাজ হাকিম বসিয়া আছেন। তাঁহার সম্মুখে টেবিলের উপর একখানি কাগজ রহিয়াছে, দক্ষিণ হস্তে একটী অস্থিনির্ম্মিত লেখনী; বামহস্তে বাম গণ্ডদেশ স্থাপনপূর্ব্বক টেবিলের উপর বাম কনুইর ভর দিয়া মস্তক ঈষৎ বক্র করতঃ সম্মুখে অথচ দক্ষিণ পার্শ্বে সাক্ষ্য-বাক্সের উপর দণ্ডায়মান একজন সাক্ষীর কথাগুলি বিশেষ মনোযোগের সহিত শ্রবণ করিতেছেন, ও উহা তাঁহার সেই সম্মুখস্থিত কাগজে লিখিতেছেন। মধ্যে মধ্যে, কি জানি কি ভাবিয়া, তাঁহার দক্ষিণ হস্তস্থিত লেখনীর অগ্রভাগ অল্প অল্প

চিবাইতেছেন। হাকিমের লাল মুখের উপর আরও যেন একটু লাল আভা পড়িয়াছে, গম্ভীর মুখ যেন আরও গম্ভীর বোধ হইতেছে, কিন্তু চক্ষুর কোণে যেন ঈষৎ রোষভাব প্রকাশ পাইতেছে। মধ্যে মধ্যে বক্রদৃষ্টিতে আসামীগণের উপর এক একবার দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেছেন। বিচারকের বামপার্শ্বে দুই জন সেই দেশীয় ব্যক্তি বসিয়া আছেন; তাঁহাদের পোসাক পরিচ্ছদ দেখিয়া বোধ হয়, তাঁহারা সেই প্রদেশের গন্য মান্য লোক। তাঁহারা বিচার কার্য্য শুনিতেছেন, কি চক্ষু বুজিয়া বসিয়া আছেন, বা অল্প অল্প নিদ্রাই যাইতেছেন, তাহা স্থির করা সহজ নহে; কিন্তু তাঁহারা যে সেই স্থানে উপস্থিত আছেন, তাহার আর কিছু মাত্র ভুল নাই।

বিচারকের সম্মুখে অথচ একটু নীচে, বিচারকের দিকে মুখ করিয়া একজন মুসলমান মুন্সী বসিয়া লিখিতেছেন। কি লিখিতেছেন, তাহা তিনিই জানেন। কিন্তু মধ্যে মধ্যে সাক্ষী বা আসামীগণ যাহা বুঝিতে পারিতেছেন না তাহাই তাহাদিগকে বুঝাইয়া দিতেছেন।

সিংহাসনের নীচে বিচারকের সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়া সাক্ষীর দিকে তাকাইয়া এক ব্যক্তি ধীরে ধীরে প্রশ্ন করিতেছেন। ইহার পরিধানে ঢিলে পা-জামা, গায় চাপকান, মস্তকে পাগ্ড়ি। বোধ হয় ইনি সরকারী উকীল। আসামীগণের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়া তাহাদিগের সর্ব্বনাশের চেষ্টা করিতেছেন। কোন্‌টী মিথ্যা, কোন্‌টী সত্য তাহা বিচারককে বুঝাইতেছেন; তাঁহার উভয় পার্শ্বে আর ও সেইরূপ বেশধারী কয়েকজন ব্যক্তি বসিয়া স্থিরভাবে দেখিতেছেন, শুনিতেছেন,

এবং তাহার মধ্যে কেহ বা উঠিয়া দণ্ডায়মান উকীলের কাণে আস্তে আস্তে কি বীজ মন্ত্র বলিয়া দিয়া আবার স্থিরভাবে বসিতেছেন।

ইহাঁদিগের পশ্চাৎ ভাগের দৃশ্য অতি ভয়ানক। এই স্থানে ১৷৷৹ হস্ত পরিমিত প্রশস্ত ও ৫ হস্ত পরিমিত লম্বা একখানি অনুচ্চ তক্তপোস; তাহার চতুস্পার্শ্ব ৩ হস্ত পরিমিত লম্বা কাষ্ঠ রেল দ্বারা বেষ্টিত। তাহার ভিতর বিচারকের দিকে মুখ করিয়া তিনজন মনুষ্য দণ্ডায়মান আছেন। ইহাঁদিগের দক্ষিণ বাম ও পশ্চাৎ ভাগে অস্ত্র-শস্ত্রে সুসজ্জিত প্রহরীগণ সারি সারি দণ্ডায়মান হইয়া বিশেষ সতর্কতার সহিত ইহাঁদিগকে রক্ষা করিতেছেন। ইহাঁদিগের তিন জনেরই বর্ণ ঘোর কৃষ্ণ, বক্ষ সুবিশাল, হস্ত সুদীর্ঘ, ললাট প্রশস্ত, শরীর বলিষ্ঠ, উরুদেশ স্থুল, মুখ গম্ভীর, চক্ষু আরক্ত। মুখশ্রী দেখিয়া বোধ হইতেছে, কিছুতেই যেন ইহাঁদিগের ভ্রূক্ষেপ নাই, সমস্তই যেন তাচ্ছিল্যের চক্ষে দেখিতেছেন। উত্তর পার্শ্বে যিনি দাঁড়াইয়া আছেন, তাঁহার বয়ঃক্রম পঁয়ত্রিশ বৎসরের অধিক হইবে না; কিন্তু ইহাঁর অবয়ব বিশেষ মনোযোগের সহিত দেখিলে, মনের ভিতর যুগপৎ ভয় ও ভক্তির উদয় হয়। ইহাঁরই নাম তান্তিয়া ভীল। সিংহ-শাবক স্বাধীনভাবে পরিভ্রমণ করিতে করিতে হটাৎ স্তূপীকৃত প্রস্তর বা বৃক্ষের দ্বারা কোনরূপ প্রতিবন্ধক পাইলে ক্ষণকালের নিমিত্ত দাঁড়াইয়া অবহেলায় যেমন একবার সেই স্থান দেখিয়া লয়, আজ তান্তিয়াও এই স্থানে দাঁড়াইয়া অবহেলার চক্ষে সেইরূপ দেখিতেছেন। এইরূপ প্রতিবন্ধক পাইলে সিংহশাবক কোন্ পথ অবলম্বন করিবে তাহা যেমন

ক্ষণকালের নিমিত্ত ভাবিয়া লয়, আজ তান্তিয়ার মুখ দেখিয়া বোধ হইতেছে—তিনিও যেন সেইরূপ কি ভাবিতেছেন মধ্যে মধ্যে বক্রনয়নে এক এক বার তাঁহার সঙ্গীদ্বয়ের প্রতি লক্ষ্য করিতেছেন, ও মুখ টিপিয়া মৃদু মন্দ হাসিতেছেন। আবার থাকিয়া থাকিয়া এক এক বার তাঁহার মুখের ভাব পরিবর্ত্তিত হইতেছে—লাল চক্ষু আরও রক্তবর্ণ ধারণ করিতেছে, তিনি রোষকষায়িত লোচনে এক এক বার সেই সাক্ষীর প্রতি দৃষ্টিক্ষেপ করিতেছেন।

তান্তিয়ার বামপার্শ্বে যিনি দাঁড়াইয়া আছেন, ইহাঁর বয়ঃক্রম ৩০ বৎসরের কম হইবে না। ইহাঁর মূর্ত্তি ভয়ঙ্কর—দেখিলেই মনে ভয় উপস্থিত হয়। ইহাঁরই নাম বিজ্‌নিয়া ভীল। ইহাঁকে দেখিয়া বোধ হইতেছে—ইহাঁর শরীর বিজাতীয় রাগে পূর্ণ হইয়াছে, ইনি সেই রোষভাব গোপন করিবার চেষ্টা করিতেছেন। ভস্মের ভিতর অগ্নিকে লুকাইয়া রাখা যায় বটে, কিন্তু তাহা অধিককাল লুক্কায়িত থাকে না, সহজেই প্রকাশিত হইয়া পড়ে।

তৃতীয় ব্যক্তির বয়সও ৩০ এর কম হইবে না, ইনিই দৌলিয়া ভীল।

ইহার পশ্চাৎ হইতেই ভীলগণের ভিড় আরম্ভ হইয়াছে। ইহার ভিতর হইতে কোন্ ব্যক্তি পরিচিত, কোন্ ব্যক্তি অপরিচিত তাহা বাছিয়া লওয়া বড় সহজ ব্যাপার নহে।

যিনি সাক্ষ্যশ্রেণীতে দণ্ডায়মান, তাহার নাম হিমত পেটেল। ইনি নিমার জেলার অন্তর্গত তিনপান নামক স্থানের একজন বর্দ্ধিষ্ণু জমীদার।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

তান্তিয়ার বিচার।

হিমত পেটেলের সাক্ষ্য দেওয়া শেষ হইয়া গেল; তখন বিচারক তান্তিয়ার প্রতি একটু হাসিমিশ্রিত কটাক্ষপাত করিয়া কহিলেন—"তান্তিয়া! তোমরা শুনিলে, হিমত পেটেল তোমাদিগের বিপক্ষে কিরূপ সাক্ষ্য প্রদান করিল। এখন হিমত পেটেলকে যদি তোমাদিগের কোন কথা জিজ্ঞাসা করিবার থাকে তাহা জিজ্ঞাসা করিতে পার।" এই কথা শুনিয়া তান্তিয়া একটু দম্ভের সহিত উত্তর করিলেন—"এই স্থানে দাঁড়াইয়া যে ইচ্ছা-পূর্ব্বক রাশি রাশি মিথ্যা কথা বলিল তাহাকে আর কি জিজ্ঞাসা করিব? তবে যখন আপনি বলিতেছেন তখন দুই একটী কথা উহাকে পুনরায় জিজ্ঞাসা করিয়া দেখি, এই পামর আর কতগুলি মিথ্যা কথা কহে।"

এই বলিয়া তান্তিয়া হিমত পেটেলের দিকে রোষকষায়িত লোচনে চাহিয়া কহিলেন—"হিমত! তুমি এখন শপথ করিয়াছ, মিথ্যা কথা বলিবে না বলিয়া বিচারকের সম্মুখে দণ্ডায়মান আছ, এখনও তুমি প্রকৃত কথা বল; তান্তিয়া তোমার নিকট অনুগ্রহ প্রার্থনা করে না, তান্তিয়া কাহারও অনুগ্রহ-প্রার্থী নহে। তান্তিয়া ডাকাইতি করে সত্য, কিন্তু মিথ্যা কথা সহ্য করিতে পারে না। তুমি মিথ্যা কথা পরিত্যাগ করিয়া সত্য কথা বল; কেন মিথ্যা কথা বলিয়া ইহকাল পরকাল নষ্ট কর।" এই বলিয়া তান্তিয়া নিরস্ত হইলে হিমত পেটেল তদুত্তরে কহিলেন,—

"আমি যাহা বলিয়াছি তাহা প্রকৃত কথাই বলিয়াছি, মিথ্যা কথা বলি নাই. বা বলিবার বাসনাও করি না।"

হিম্মত পেটেলের এই কথা শুনিবামাত্র তান্তিয়া সিংহের ন্যায় গর্জ্জিয়া উঠিলেন ; তাঁহার সেই চক্ষুর্দ্বয় অলক্তরাগ ধারণ করিয়া শরীর হইতে যেন বিচ্ছিন্ন হইয়া হিমত পেটেলের উপর গিয়া পড়িল! ওষ্ঠদ্বয় কাঁপিতে লাগিল, সেই প্রকাশ্য আদালতের ভিতর তখন উচ্চৈঃস্বরে কহিলেন—"হিমত, তুমি বুঝিতে পারিলে না যে আজ তুমি কাহার সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়া অবলীলাক্রমে মিথ্যা সাক্ষ্য দিয়া পার পাইলে। এখন যদি তুমি বিচারকের সম্মুখে না থাকিতে, আর আমিও যদি এইরূপ বন্দীভাবে না থাকিতাম, তাহা হইলে এই মুহূর্ত্তেই সমস্ত দর্শকমণ্ডলী দেখিত যে, তান্তিয়া তোমার দশা কি করিত! এখন আর তোমাকে কি বলিব ? কিন্তু তুমি মনে রাখিও—আমি তান্তিয়া, আর তুমি সেই তান্তিয়ার বিপক্ষেও মিথ্যা সাক্ষ্য দিলে। আর তোমার গুরু, যে গুরুর পরামর্শে তুমি অবলীলাক্রমে মিথ্যা সাক্ষ্য দিয়া আপন ধর্ম্ম নষ্ট করিলে, তাহাকেও বলিও 'আমার নাম তান্তিয়া'।

এই কয়েকটী কথা বলিতে না বলিতেই বিচারালয়ের সমস্ত লোক একেবারে স্তম্ভিত হইয়া গেল! বিচারক তান্তিয়ার উপর ভয়ানক রোষভাব প্রকাশ করিলেন। হিমত পেটেল আস্তে আস্তে সাক্ষীস্থান হইতে নামিয়া একজন প্রহরীর পশ্চাৎভাগে গিয়া দাঁড়াইলেন। তান্তিয়া আর কোন কথা বলিলেন না, কেবল মাত্র রোষকষায়িত লোচনে দুই একবার হিমত পেটেলের উপর দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন।

বিচারে আসামীগণের উপর "মনুষ্য চুরি", 'বদমাইসি' ও "ঘর ভাঙ্গা" অপরাধ প্রমাণ হইল। তখন বিচারক আসামী গণকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন—'আমার বিবেচনায় তোমাদিগকে দোষী বলিয়া বোধ হইতেছে, এখন তোমরা ইহাতে কি বলিতে চাও?"

এই কথা শুনিয়া তান্তিয়া কহিলেন—"যখন আপনার বিবেচনায় আমরা দোষী হইয়াছি, তখন আর কি বলিব? আমরা যে ডাকাইত, ডাকাতি যে আমাদিগের ব্যবসা, ডাকাতি করিয়াই যে আমরা জীবন ধারণ করি, তাহাতে আর কিছু মাত্র ভুল নাই। কিন্তু এই নীচাশয় হিমতের মিথ্যা কথায় আমার সর্ব্ব শরীর জ্বলিতেছে, বিজাতীয় প্রতিহিংসা প্রবৃত্তি আসিয়া আমার হৃদয় অধিকার করিতেছে; আমরা সামান্য ডাকাইত, কিন্তু মিথ্যা কথাকে অতিশয় ঘৃণা করি। সত্য কথা বলিলে যদি আমাদিগের জীবনের অনিষ্ট হয়, প্রাণের মায়া পর্য্যন্তও পরিত্যাগ করিতে হয়, তথাপি আমরা মিথ্যা কথা বলি না। এই মকদ্দমায় আমরা যে দোষী তাহাতে আর কিছু ভুল নাই, কিন্তু এই পাপিষ্ঠ যাহা বলিল তাহা সমস্তই মিথ্যা। আমি এখন আর কিছুই বলিতে চাই না, তবে যদি কখন সময় পাই তখনই আমার কথা সকলে জানিতে পারিবে।" এই বলিয়া তান্তিয়া পুনরায় হিমত পেটেলের প্রতি দুই একবার রাগভরে চাহিয়া নিরস্ত হইলেন। বিজ্‌নিয়া ও দৌলিয়া কোন কথাই কহিলেন না। মৌন ভাবে থাকিয়া দুই একবার হিমত পেটেলের উপর দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন।

বিচারালয় একবারে নিস্তব্ধ হইয়া গেল; বোধ হইতে

লাগিল—সে ঘরের ভিতর কেহই নাই! সকলেই বিচার ফল শুনিবার নিমিত্ত সোৎসুকে বিচারকের দিকে এক দৃষ্টে চাহিয়া রহিলেন। সাহেব মস্তক অবনত করিয়া একাগ্র মনে কি লিখিতে লাগিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে তিনি আপন মস্তক উত্তোলন করিয়া বাম হস্তে তাহার শ্মশ্রু কণ্ডূয়ন করিতে করিতে কহিলেন—"আসামীগণ! আজ কয়েক দিবস হইতে তোমাদিগের এই মকদ্দমার বিচার হইয়া আজ তাহার শেষ হইয়া গেল। কিন্তু আমার বিবেচনায় তোমরা সম্পূর্ণরূপে দোষী; আর এখন তোমরা একরূপ স্পষ্টই স্বীকার করিলে যে তোমরা এই মকদ্দমায় দোষী; আমি তোমাদিগের কাহাকেই কম দোষী বিবেচনা করি না। যাহা হউক আজ তোমরা পুনরায় হাজতে গমন কর, পরে তোমাদিগের উপর আদালতের যে আদেশ হয় তাহা জানিতে পারিবে।"

এই কথা শুনিবামাত্র আদালত গোলযোগ পূর্ণ হইয়া গেল; তখন চাপরাসীগণ দর্শক মাত্রকেই সেই স্থান হইতে বাহির করিয়া দিতে লাগিলেন, কেহ কেহ বা আপনিই বাহির হইয়া চলিয়া গেল।

আসামীগণ দ্বিরুক্তি মাত্র না করিয়া চুপ করিয়া রহিলেন। প্রহরীগণ তাঁহাদিগের প্রত্যেকের হাতে হাতকড়ি দিয়া সেই স্থান হইতে লইয়া প্রস্থান করিল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

তান্তিয়ার হাজত।

তান্তিয়ার যেরূপ অসাধারণ বল-বীর্য্য ও ক্ষমতা, তাহাতে আবার যখন তাঁহার অনুচরদ্বয় তাঁহার সঙ্গে, তখন তিনি শৃঙ্খলে আবদ্ধ থাকিলেও মনে করিলে প্রহরীর চক্ষে ধূলি দিয়া অনায়াসেই রাস্তা হইতে পলায়ন করিতে পারিতেন। কিন্তু তিনি তাহা না করিয়া স্থিরভাবে অনুচর দ্বয়ের সহিত খান্দোয়া জেলের ভিতর প্রবেশ করিলেন।

খান্দোয়া জেল নিতান্ত ছোট জেল নহে। এই জেল যিনি কখন দেখিয়াছেন, তাঁহাকেই স্বীকার করিতে হইবে,—ভারতবর্ষের ভিতর যতগুলি বড় বড় জেল আছে ইহা তাহার মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ না হউক সর্ব্ব নিকৃষ্ট স্থান নহে। জেলের কেবল একমাত্র প্রবেশ পথ। উহাতে পরে পরে লোহার দুইটী প্রকাণ্ড ফটক; এই ফটকদ্বয় কখনও এক সময়ে খোলা হয় না। ফটকদ্বয়ের ভিতর একজন প্রহরী চাবি হস্তে সর্ব্বদাই উপস্থিত আছে। যদি কোন ব্যক্তিকে জেলের ভিতর লইতে হয়, তাহা হইলে তিনি প্রথমে সম্মুখের ফটকের চাবি খুলিয়া লৌহ নির্ম্মিত দরজা একটু সরাইয়া দেন। তাহার মধ্যে সেই মনুষ্য প্রবেশ করিলে সেই ফটকের চাবি বন্দ করিয়া অন্য ফটকের চাবি খুলিয়া দেন তখন সেই মনুষ্য জেলের ভিতর গমন করিতে পারে,। সে যেমন জেলের ভিতর গমন করে অমনি দ্বিতীয় দরজায় চাবি বন্ধ হয়। কোন ব্যক্তিকে জেলের ভিতর হইতে বাহির করিতে হইলেও এইরূপ উপায়ে বাহির

করিতে হয় অর্থাৎ প্রথমে ভিতরের দরজা খুলিয়া তাহাকে জেলের ভিতর হইতে আনা হয়, ও সেই দরজা বন্ধ করিয়া তাহার পর বাহিরের দরজা খুলিয়া দেওয়া হয়, তখন সে বাহিরে যাইতে পারে। এই জেলের চতুষ্পার্শ্ব উত্তমরূপ পলস্তারা করা বিংশ ফিট উচ্চ প্রাচীরের দ্বারা বেষ্টিত। প্রাচীরের উপর স্থানে স্থানে একটী একটী ছোট ছোট স্থান আছে, সেই স্থানে দণ্ডায়মান হইয়া প্রহরীগণ রাত্রি দিন বিশেষ সতর্কতার সহিত পাহারা দিয়া থাকেন। জল হউক, ঝড় হউক, শীলাপাত হউক, ইহাদিগকে সেই স্থানে পাহারা দিতেই হইবে, সেই স্থানে থাকিতেই হইবে, কোনরূপ ইহার অন্যথা হইবার যো নাই। এই স্থান গুলি যদিও প্রাচীরের উপর, কিন্তু জেল বা প্রাচীরের সহিত ইহাদিগের কোন সংস্রব নাই। জেলের বহির্ভাগ হইতে এই স্থান নির্মিত এবং বহির্ভাগ হইতে এই স্থানে উঠিবার রাস্তা।

জেলের ভিতরকার স্থান সকল প্রাচীর দ্বারা নানা অংশে বিভক্ত। ঐ প্রাচীর গুলিও নিতান্ত কম উচ্চ নহে, বোধ হয় পনের ফিটের কম হইবে না, ইহাদিগকে ওয়ার্ড কহে। প্রত্যেক ওয়ার্ডে নিয়মিত সংখ্যায় কয়েদী থাকে, সংখ্যার অতিরিক্ত কয়েদী কখন এক ওয়ার্ডে থাকিতে পারে না এই স্থানকে কয়েদীর বাসস্থান বলিলেও বলা যায়। সমস্ত দিবস কয়েদীগণ তাহাদিগের নির্দ্দিষ্ট পরিশ্রম করিয়া সন্ধ্যার সময় আপন আপন ওয়ার্ডে গমন করে, সেই স্থানের প্রহরী বা ওয়ার্ডার উহাদিগকে গণিয়া উহাদিগের নাম খাতার সহিত মিলাইয়া, তাহাদিগের শয়ন ঘরে উহাদিগকে বন্ধ করে। এই ঘরটী

লম্বা চৌওড়ায় কম নহে। ওয়ার্ডে যতগুলি কয়েদী থাকিবার নিয়ম, এই ঘরের ভিতর ততগুলি শয়নের স্থান নির্ম্মিত। কয়েদীগণ সন্ধ্যার পর সেই স্থানে গিয়া রাত্রির মত আপন আপন স্থান অধিকার করিয়া শয়ন করে।

শয়ন স্থানগুলি দেখিতে ও মন্দ নহে। ইহা ১॥ হস্ত পরিমিত প্রশস্ত, ৩॥০ হস্ত পরিমিত লম্বা ও অর্দ্ধ হস্ত উচ্চ, ইষ্টক নির্ম্মিত ও উত্তমরূপে পলস্তারা করা বেদী বিশেষে এক এক ফুট অন্তরে সারি সারি স্থাপিত। ইহাই কয়েদীদিগের পালঙ্ক; ইহাতে ইষ্টক নির্ম্মিত এক একটী উপাধানও আছে, আর তাহার উপর এক এক খানি কম্বল; ইহাই কাহার গদির কার্য্য করে, কাহার বা লেপের কার্য্যে ব্যবহৃত হয়। সন্ধ্যার পর কয়েদী-গণ আপন আপন স্থানে গমন করিলে প্রহরী সেই ঘরের লৌহ রেল নির্ম্মিত দরজায় চাবি বন্ধ করিয়া দেয় ও ওয়ার্ডের দরজা বন্ধ করিয়া সেই স্থানে পাহারায় নিযুক্ত থাকে।

জেলের ভিতর একস্থানকে কর্ম্ম স্থান কহে। এই স্থানে কয়েদীগণ দিবাভাগে তাহাদিগের নিরূপিত কর্ম্মে নিয়োজিত হয়। এখানে সকল প্রকার কর্ম্মেরই পৃথক পৃথক্ বন্দোবস্ত আছে। কোন স্থানে সারি সারি ঘানি গাছ—কয়েদীগণকে এই স্থানে গরুর কার্য্যে নিযুক্ত হইয়া এই সকল ঘানিগাছে সরিষা ভাঙ্গিয়া তৈল বাহির করিতে হয়। কোন স্থানে স্তূপাকার প্রস্তর সকল রহিয়াছে, কয়েদীগণকে এই স্থানে বসিয়া ঐ প্রস্তর ভাঙ্গিতে হয়। কোন স্থানে ছাপাখানা, কোন স্থানে চটের কারখানা, কোন স্থানে মৃত্তিকা খনন করিবার নিমিত্ত বাগান ইত্যাদি।

ইহার নিকটবর্ত্তী একস্থানে রন্ধনশালা। নিয়মিত সময়ে আহার করিবার ঘণ্টা হইলেই সকলে তাহাদিগের আপন আপন লৌহ নির্ম্মিত ছোট ছোট থালা লইয়া গিয়া সেই স্থানে সারি সারি উপবেসন করে। জেলের নিরূপিত খাদ্য সেই থালায় করিয়া ভোজন করে, জলও সেই থালায় করিয়া পান করে।

পূর্ব্বে যে দুইটী ফটকের কথা বলিয়াছি, তাহার ভিতর দুই পার্শ্বে ২টী করিয়া ৪টী কামরা আছে ইহাই জেলের আপীস। এই স্থানে বসিয়া কর্ম্মচারিগণ সদা সর্ব্বদা আপন আপন কর্ম্মে ব্যস্ত থাকেন; কিন্তু তাঁহাদিগের থাকিবার স্থান জেলের ভিতর নহে, জেলের অনতিদূরেই তাঁহারা বাস করিয়া থাকেন।

তাত্তিয়া বিজনিয়া ও দৌলিয়া জেলের ভিতর গমন করিলেন। তাহাদিগের পিতার নাম, বাসস্থান, জাতি, কত উচ্চ, শরীরে কোন প্রকার দাগ প্রভৃতি আছে কি না, এবং কি প্রকার অপরাধে অভিযুক্ত তাহা বিবৃত করিয়া জেলের খাতায় লেখা হইল। ঐ খাতা জেলের আপীসেই থাকিল; তখন তাহারা ওয়ার্ডারের জিম্মায় ৭ নম্বর ওয়ার্ডে গমন করিলেন। এইটীই এই জেলের হাজত গৃহ। সে দিবস তাহাদিগকে কোন কর্ম্মই করিতে হইল না, কেবল কয়েদীর অবস্থায়, কয়েদীর শয্যায় শয়ন করিয়া রহিলেন।

এই জেলের ভিতর তাত্তিয়ার অনুচর ভীলকয়েদী দশজন ছিল; তাহারা কোন ডাকাইতি মকদ্দমায় ধৃত হইয়া কারাবাস ভোগ করিবার নিমিত্ত দণ্ডিত হয়। তাহারা

হটাৎ আজ তাঁহাদিগের সর্দার স্বয় ও দলপতিকে এই স্থানে দেখিতে পাইয়া তাঁহাদিগের নিকট আগমন করিল ও তাঁহাদিগকে অভিবাদন করিয়া অতিশয় দুঃখ প্রকাশ করিতে লাগিল। তান্তিয়া তাহাদিগের কুশল প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন ও তাহাদিগকে সান্ত্বনা করিয়া কহিলেন,—

"আমাদিগের নিমিত্ত তোমাদিগের দুঃখ করা উচিত নহে, কারণ যদিও আমরা বন্দীরূপে এই স্থানে প্রেরিত হইয়াছি, কিন্তু তোমরা জানিও আমরা বন্দী নহি, তোমাদিগকে দেখিবার নিমিত্তই আমাদিগের মন অস্থির হইয়াছিল, প্রাণ কাঁদিয়াছিল তাই পরমেশ্বর সদয় হইয়া আমাদিগের সে সাধ পূর্ণ করিয়াছেন — আজ আমাদিগকে এই স্থানে পাঠাইয়া দিয়াছেন। তোমাদিগকে উদ্ধার করিবার নিমিত্ত আমরা এখানে আসিয়াছি; যে কয়দিবস ইচ্ছা হইবে, ইহার ভিতর থাকিব, পরিশেষে তোমাদিগকে সঙ্গে লইয়া এই স্থান হইতে চলিয়া যাইব।"

তান্তিয়ার এই কথা শুনিয়া সকলেই তাঁহাকে ধন্যবাদ দিতে লাগিল। সঙ্গীদিগকে দেখিবার নিমিত্ত যিনি আপন প্রাণকে তুচ্ছ জ্ঞান করিতে পারেন, আপনার অনুচরবর্গের নিমিত্ত যিনি হাসিতে হাসিতে অগাধ সলিলে ঝাঁপ দিতে পারেন, তাঁহাকে আমারা সামান্য মানবশ্রেণীর মধ্যে পরিগণিত করিব কি না বুঝি না।

তান্তিয়া কয়েদী অবস্থায় জেলের ভিতর যে কয়দিবস ছিলেন সে কয়দিবস তাঁহার কোন বিষয়েই কোন কষ্ট হয় নাই।

একজন ওয়ার্ডার এক দিবস তাস্তিয়াকে কিছু রূঢ় কথা বলিয়াছিল, সেই দিবসেই তাঁহাকে আহত অবস্থায় এক স্থানে পাওয়া যায়। কিন্তু কে যে তাহাকে আঘাত করিল তাহা স্থির হইল না। কয়েদীমাত্রই সাক্ষ্য দিল, তাহারা কিছুই অবগত নহে, যে কে উহাকে মারিয়াছে! কেবল ওয়ারডার মনে মনে জানিল, কাহার দ্বারায় এবং কি নিমিত্ত তাহার এইরূপ দশা হইয়াছিল।

এই সকল অবস্থা ক্রমে জেলের কর্তৃপক্ষীয়গণের গোচর হইতে লাগিল; তখন তাস্তিয়া যাহাতে কাহারও দ্বারা কোন প্রকার সাহায্য পাইতে না পারে, তাহার বন্দোবস্ত হইবার প্রস্তাব হইল। কিন্তু পরিশেষে সেই প্রস্তাবের ভীষণ ফল ফলিল।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

তাস্তিয়ার পলায়ন।

২৪ শে ডিসেম্বর তারিখে সন্ধ্যার পুর্ব্বে তাস্তিয়া প্রথম জানিতে পারিলেন যে তাঁহার বিপক্ষে ষড়যন্ত্র হইতেছে। এই সংবাদ পাইবামাত্র সর্দার দ্বয়ের সহিত নিভৃতে একটু পরামর্শ করিলেন। কিন্তু কি পরামর্শ করিলেন, তাহা কেহ জানিতে পারিল না। কেবল সেই জেলের ভিতরস্থিত ভীল কয়েদীদিগের মন যেন আহ্লাদে ভাসমান হইল! সকলকেল যেন নব উৎসাহে পূর্ণ বোধ হইতে লাগিল।

প্রত্যহ যেমন তাঁহারা সন্ধ্যার সময় আপন ওয়ার্ডে প্রত্যাগমন করেন, আজও সেইরূপ আসিলেন। তাঁহারা সকলে সেই ঘরের ভিতর প্রবেশ করিলে প্রহরী নিয়মিতরূপ সকলকে দেখিয়া বাহির হইতে ঐ ঘরের দরজায় তালা বন্ধ করিয়া আপনার নিয়মিত স্থানে প্রস্থান করিল। ক্রমে রাত্রি অধিক হইল, অন্যান্য ওয়ার্ডের সকল কয়েদীই ঘুমাইয়া পড়িল।

সেই সময় দোলিয়া আপন পরিধেয় বস্ত্র খুলিয়া সেই ঘরের ভিতরস্থিত উচ্চ কড়িকাষ্ঠের উপর ফেলিয়া দিলেন ও কৌশলক্রমে তাহা সেই কড়ি-কাষ্ঠের সহিত দৃঢ়রূপে বন্ধন করিয়া তাহার উপর উত্থিত হইলেন। দেওয়ালের যে স্থানে কড়িকাষ্ঠ সংলগ্নছিল সেই স্থান কড়ির পার্শ্বে অল্প পরিসর ফুকর ছিল।

দোলিয়ার সহিষ্ণুতাকে ধন্যবাদ দিতে হয়! তাহার দৃঢ় নখের প্রশংসা করিতে হয়! তিনি সেই স্থানে উঠিয়া ধৈর্য্যসহকারে আপন নখ ও একটী ছোট পেরেক দ্বারা সেই স্থানের চুনবালি অল্পে অল্পে ভাঙ্গিয়া ফেলিলেন; ক্রমে ক্রমে এক একখানি করিয়া কয়েকখানি ইষ্টক ও খুলিয়া দিলেন; তখন তাঁহারা তিনজনেই সেই স্থান দিয়া কাপড়ের সাহায্যে একে-একে বাহির হইয়া ওয়ার্ডের ভিতর পড়িলেন।

৭ নম্বর ওয়ার্ডের গায়েই ৮ নম্বর ওয়ার্ড। সেই ওয়ার্ডে অন্যান্য ভীল কয়েদীগণ থাকিত; তাহার পর আর ওয়ার্ড নাই। জেলের বেষ্টিত প্রাচীরই ঐ ৮ নম্বর ওয়ার্ডের একদিকের প্রাচীরের কার্য্য করে। ওয়ার্ডের ভিতর কোন প্রহরীই থাকে না, তাহারা সেই ১৫ ফিট উচ্চ প্রাচীরে বেষ্টিত

ওয়ার্ডের দরজায় তালা দ্বারা বন্ধ করিয়া সেই দরজার বাহিরে পাহারায় নিযুক্ত থাকে, ওয়ার্ডের ভিতর কোনরূপ ঘটনা ঘটিলে তাহাদিগের সহজে জানিবার যো নাই।

তাহারা তিনজন আপনাদিগের ঘর হইতে বহির্গত হইয়া যে দিকে ৮ নম্বর ওয়ার্ড আছে সেই দিকে প্রাচীরের নিকট গমন পূর্ব্বক উপর্য্যুপরি তিনব্যক্তি প্রাচীর ধরিয়া ক্রমে দণ্ডায়মান হইলেন; অর্থাৎ একজন সোজা হইয়া দাড়াইলেন, আর একজন উঠিয়া প্রথম ব্যক্তির মস্তকের উপর দুই পা দিয়া প্রাচীর ধরিয়া সোজা হইয়া দাঁড়াইলেন। তৃতীয় ব্যক্তি ও ঐ রূপে উঠিয়া দ্বিতীয় ব্যক্তির মস্তকে পা দিয়া দাঁড়াইলে ঐ ১৫ ফিট উচ্চ প্রাচীরের অগ্রভাগ অনায়াসেই হাতে পাইলেন। তখন তিনি ঐ প্রাচীরের উপর উঠিয়া প্রাচীরের শিরোভাগে আপনার হাটুদ্বয় বাঁকা করিয়া বাধাইয়া দিয়া নীচের দিকে মস্তক করত চিত হইয়া শুইয়া পড়িলেন; তাঁহার হস্তদ্বয় দ্বিতীয় ব্যক্তি দৃঢ়রূপে ধরিলেন। তখন প্রথম ব্যক্তি তাঁহার স্থান হইতে সরিয়া গেলেন। দ্বিতীয় ব্যক্তি তৃতীয়ের হস্ত ধরিয়া ঝুলিতে লাগিলেন। এখন প্রথম ব্যক্তি আসিয়া ক্রমে দ্বিতীয় ব্যক্তির পদদ্বয় ধরিলেন, ক্রমে পদ ছাড়িয়া কোমর ধরিলেন, কোমর ছাড়িয়া মস্তক ধরিলেন, মস্তক ছাড়িয়া তৃতীয় ব্যক্তির হস্ত ধরিলেন, হস্ত ছাড়িয়া ক্রমে কোমর ধরিলেন, ক্রমে কোমর ছাড়িয়া প্রাচীরে উঠিলেন। এইরূপে দ্বিতীয় ব্যক্তি তৃতীয় ব্যক্তির হাত ছাড়িয়া কণুই ধরিলেন, কণুই ছাড়িয়া মস্তক ধরিলেন, মস্তক ছাড়িয়া ক্রমে কোমর ধরিলেন, এইরূপে পরিশেষ প্রাচীরের উপর উঠিলেন, তখন

তাঁহারা উভয়ে তৃতীয় ব্যক্তির পা ধরিলে তিনি আপনি উঠিয়া প্রাচীরের উপর বসিলেন। তাঁহারা যদিও এইরূপ উপায়ে সেই প্রাচীরের উপর উঠিলেন, কিন্তু তাঁহাদিগের আপন আপন কম্বল আনিতে ভুলিলেন না। তৃতীয় ব্যক্তি যখন দ্বিতীয় ব্যক্তির মস্তকের উপর উঠেন তখন তিনি কম্বল তিনখানি আপন মস্তকের উপর রাখিয়া উঠিয়াছিলেন এবং যেমন প্রাচীর হাতে পাইলেন, অমনি অগ্রে কম্বল তিনখানি প্রাচীরের উপর এক স্থানে রাখিয়া তাহার পর আপনি সেই প্রাচীরের উপর উত্থিত হইলেন। এখন ইহাঁরা তিনজনেই প্রাচীরের উপর উঠিয়া ঐ কম্বলত্রয় লম্বালম্বি একত্রে বন্ধন করতঃ তাহার এক প্রান্ত ৮ নম্বর ওয়ার্ডের ভিতর লম্বমান করিয়া দিলেন। একজন প্রাচীরের উপর বসিয়া সেই কম্বলের অপর প্রান্ত ধরিয়া রাখিলেন, তখন সেই কম্বল ধরিয়া এক এক করিয়া দুইজন ৮ নম্বর ওয়ার্ডের ভিতর নামিয়া পড়িলেন। সেই সময় প্রাচীরের উপর যিনি কম্বলের একপ্রান্ত ধরিয়াছিলেন তিনি ও ঐ কম্বল তাহাদিগের নিকট ফেলিয়া দিলেন। তাঁহারা দুইজনে তখন ঐ কম্বলের প্রান্ত খুলিয়া উহা বিস্তীর্ণ করিলেন ও তিনখানি উপর্য্যুপরি একত্রিত করিয়া দুই প্রান্ত দুইজনে বিস্তৃত করিয়া সেই প্রাচীরের নিকট ধরিলেন। তখন প্রাচীরের উপরস্থিত ব্যক্তি সেই কম্বলের উপর ঝম্প দিয়া পড়িলেন। ওয়ার্ডের ভিতর অনুসন্ধান করিতে করিতে দেখিতে পাইলেন, তাহার একপ্রান্তে কয়েকখানি লৌহখণ্ড পড়িয়া রহিয়াছে! বিজনিয়া সেই স্থান হইতে একখণ্ড লৌহ আপন সঙ্গে করিয়া আনিলেন। তখন তাঁহারা ৮ নম্বর ওয়ার্ডের শয়ন ঘরের তালা সেই লৌহখণ্ডের

দ্বারা ভাঙ্গিয়া ফেলিলেন, ও তাহাদিগের অনুচর ভীল কয়েদী মাত্রকেই বাহির করিয়া লইয়া পূর্ব্ব কথিতরূপ উপায়ে এক ব্যক্তি কম্বল লইয়া প্রাচীরের উপর উঠিলেন, এবং কয়েকখানি কম্বল একত্র বাঁধিয়া এক প্রান্ত ধরিয়া অপর প্রান্ত ওয়ার্ডের ভিতর লম্বমান করিয়া দিলেন। সেই কম্বল ধরিয়া সকলেই প্রাচীরে উঠিলেন। এবং প্রাচীরের উপর হইতে পুনরায় কম্বল-সাহায্যে সেইরূপ একে একে সকলেই জেলের বাহির হইয়া পড়িলেন।

সকল কয়েদীই যখন একে একে জেলের বাহিরে আসিয়া উপনীত হইলেন, তখন কেবলমাত্র তান্তিয়া জেলের সেই প্রাচীরের উপর দণ্ডায়মান। তিনি দেখিলেন, সকলেই বিনা ক্লেশে জেলের বাহির হইয়া গিয়াছেন, কিন্তু এখন পর্য্যন্ত কোন প্রহরীই তাহার বিন্দু বিসর্গও জানিতে পারে নাই। তখন তান্তিয়া সেই স্থানে দাঁড়াইয়া প্রহরীদিগের উদ্দেশে উচ্চৈঃস্বরে কহিলেন,—"জেলের প্রহরীগণ। তোমারা দেখ, তান্তিয়া তাহার অনুচরবর্গ সমভিব্যাহারে জেল হইতে পলায়ন করিতেছে। চোরের মত পলায়ন করা অবৈধ বলিয়াই তোমা-দিগকে বলিয়া যাইতেছি, তোমরা শীঘ্র গিয়া জেলের অন্যান্য কর্ম্মচারিগণকে সংবাদ দেও ■ আমাদিগকে ধরিবার চেষ্টা কর।" এই বলিয়া তিনি সেই প্রাচীরের উপর হইতে জেলের বহির্ভাগে বিস্তৃতকরিয়াধৃত কম্বলের উপর লম্ফপ্রদান করিলেন, ও সকলে মিলিয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে দৌড়িতে আরম্ভ করিলেন।

এই দুঃসাহসিক কার্য্য অতি শীঘ্র শীঘ্র সমাপন হইয়া গেল। এমন কি, প্রথমে ওয়ার্ডের বাহির হওয়া হইতে জেলের বাহিরে

সকলে উপনীত হওয়া পর্যন্ত বোধ হয় পাঁচমিনিটের অধিক সময় লাগে নাই।

তান্তিয়ার এই কথা শুনিয়া কয়েকজন প্রহরী অতিশয় গোলমাল করিয়া উঠিলেন তাঁহাদিগের সেই ভয়ানক শব্দে জেলের সমস্ত কর্ম্মচারিগণ সেই স্থানে আসিয়া উপনীত হই-লেন। প্রহরীর নিকট সমস্ত কথা শুনিলেন। আট নম্বর ওয়ার্ডের নিকটবর্ত্তী প্রাচীরের উপর যে প্রহরী ছিল তাহার অনু-সন্ধান করিলেন, কিন্তু তাহাকে দেখিতে পাইলেন না। জেলের বাহিরে তাহার অনুসন্ধান করিলেন, কিন্তু কোন সন্ধানই পাই-লেন না। তখন পলাতক কয়েদীদিগের অনুসন্ধান করিবার নিমিত্ত জেলের চতুর্দ্দিকে লোক পাঠাইলেন, অনেকেই দৌড়া দৌড়ি করিয়া কয়েদীগণের অনুসন্ধানে ছুটিল। জেলর্ সাহেব তখন কয়েকজন অনুচরমাত্র সঙ্গে করিয়া জেলের ভিতর প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, ওয়ার্ডের দরজা সকল নিয়মিতরূপ বন্ধ আছে এবং ওয়ার্ডের প্রহরীগণ পাহারায় নিযুক্ত আছে। প্রথম নম্বর হইতে আরম্ভ করিয়া সমস্ত ওয়ার্ডের দরজা সকল খুলিয়া দেখিতে লাগিলেন, কিন্তু কোন ওয়ার্ডের কোনরূপ ব্যতিক্রম দেখিলেন না। এইরূপে ক্রমে ক্রমে ৬ নম্বর ওয়ার্ড পর্য্যন্ত দেখিলেন। পরিশেষে যখন ৭ নম্বর ওয়ার্ডের ভিতর গমন করিলেন, তখন দেখিলেন যে সেই ওয়ার্ডের আসামীগণের শয়ন ঘরের ভিতর প্রাচীরের গাবে একটী প্রকাণ্ড সিঁদ কাটা রহিয়াছে! এই অবস্থা দেখিয়া ওয়ার্ডারের প্রাণ শুকাইয়া গেল, সে থর থর করিয়া কাঁপিতে লাগিল! জেলর্ সাহেবের মনে মনেও অতিশয় ভাবনা হইল। তখন সেই ওয়ার্ডের আসামীগণকে দেখিতে

গিয়া, জানিলেন কেহই নাই। তান্তিয়া নাই, বিজনিয়া নাই, আর নাই, দৌলিয়া। জেলর্ সাহেব যখন দেখিলেন যে তান্তিয়া নাই, তখন তাঁহার একগুণ ভয় চতুর্গুণ বৃদ্ধি হইল, তিনি মস্তকে হাত দিয়া চুপ করিয়া দাঁড়াইলেন।

পরে ৮ নম্বর ওয়ার্ডের দরজা খোলা হইল; তাহার অবস্থা দেখিয়াও তিনি অবাক হইলেন। দেখিলেন, কয়েদীগণের শয়ন ঘরের তালা ভগ্ন অবস্থায় পড়িয়া রহিয়াছে, দরজাও খোলা! তখন তিনি সেই ঘরের কয়েদীগণকে গণিয়া দেখিলেন, দশজন নাই; কোন কোন্ দশ ব্যক্তি নাই, জানিবার নিমিত্ত রেজেষ্টরি কেতাবের সহিত প্রত্যেক কয়েদীর নাম মিলাইয়া দেখিলেন, যে দশজন ভীল কয়েদী এই ঘরে ছিল তাহারাও সকলে পলায়ন করিয়াছে! ঐ ওয়ার্ডের ভিতর এক স্থানে দেখিলেন, সেই প্রহরী অচৈতন্য অবস্থায় পড়িয়া রহিয়াছে, কিন্তু মরে নাই। তখনই তাহাকে উঠাইয়া হাস-পাতাল পাঠাইয়া দিলেন, সেই স্থানে তাহার চিকিৎসা হইতে লাগিল। এই গোলযোগের সময় অনবধানতা বশতঃ হটাৎ এই ২০ ফিট উচ্চ প্রাচীর হইতে পড়িয়া এই ব্যক্তি অতিশয় আঘাত প্রাপ্ত হইয়াছিল, মস্তকের এক স্থান কাটিয়া গিয়াছিল।

এই সকল অবস্থা দেখিয়া জেলর্ অতিশয় চিন্তিত হইয়া অন্যান্য ওয়ার্ড সকল ও দেখিলেন। পরিশেষে স্থির হইল, কেবল ১৩ জনমাত্র ভীল কয়েদীই পলায়ন করিয়াছেন।

তাহাদিগের অনুসন্ধানের নিমিত্ত চারিদিকে লোক প্রেরিত হইল। কেহবা পদব্রজে, কেহ বা দ্রুতগামী অশ্বে আরোহণ

করিয়া ছুটিলেন। নিকটবর্ত্তী সমস্ত থানায় সংবাদ দেওয়া হইল ও জেলের প্রকাণ্ড ডঙ্কা প্রায় ৬ ঘণ্টা পর্য্যন্ত ভয়ানক রবে বাজিতে লাগিল, ঐ ডঙ্কা শব্দ শুনিয়া প্রত্যেক থানার ডঙ্কাও সেইরূপে ধ্বনিত হইতে লাগিল, চতুর্দ্দিকে বিশ ক্রোশের মধ্যে সকলেই সেই বাত্রে জানিতে পারিল যে জেল হইতে কয়েদী পলাইয়া গিয়াছে। কিন্তু কিছুতেই কিছু ফল হইল না, কেহ ধরা পড়িল না।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

তাঁতিয়ার বিশ্রাম ও বেশ পরিবর্ত্তন।

তাঁতিয়া সদলবলে জেল হইতে বহির্গত হইয়া কম্বল প্রভৃতি সেই স্থানে পরিত্যাগ পূর্ব্বক ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিতে লাগিলেন। তখন যে তাঁহারা কোথায় যাইতেছেন তাহার স্থিরতা নাই। সম্মুখে যে দিক পাইলেন সেই দিক লক্ষ্য করিয়া ক্রমাগত দৌড়িতে লাগিলেন। গ্রাম, প্রান্তর, জঙ্গল, পর্ব্বত, নদী প্রভৃতি লক্ষ্য নাই, কেবল প্রাণপণে যাইতে লাগিলেন। ইচ্ছা, যত শীঘ্র পারেন জেলের নিকট হইতে সুদূরে গমন করিবেন, এইরূপে গমন করিতে করিতে, এক স্থানে রাত্রি প্রভাত হইল। রাত্রি যখন ১২টা সেই সময় তাঁহারা জেল হইতে বহির্গত হইয়াছেন—

এখন পূর্ব্বাহ্ন ৬টা। এই ৬ ঘণ্টা কাল তাঁহারা অনবরত চলিয়াছেন; কোন স্থানে তিলার্দ্ধ বিশ্রাম না করিয়াই ক্রমাগত দৌড়িয়াছেন। তাঁহারা যে স্থানে আসিয়া এখন উপনীত হই-লেন, উহা নিমার জেলার অন্তর্গত ভাণ্ডারার নিকটবর্ত্তী একটী স্থান, জেল হইতে প্রায় ৩০ ক্রোশ ব্যবধান। আসিবার কালীন তাঁহারা মধ্যে মধ্যে পশ্চাৎ ভাগেও দৃষ্টি করিয়া দেখিয়াছেন, কিন্তু তাঁহাদিগকে ধরিবার নিমিত্ত কেহ যে তাঁহাদিগের অনুসরণ করিয়াছে, তাহা বুঝিতে পারেন নাই।

পূর্ব্বাকাশে দিনমণি আসিয়া উদয় হইলেন; সেই সময়ে কয়েদীর পরিচ্ছদ-পরিহিত অনুচরবর্গের সহিত গমন করিলে সকলে চিনিতে পারিবে, এই ভাবিয়া, প্রান্তরের মধ্যস্থিত একটী নিবিড় জঙ্গলের ভিতর তাঁহারা অবস্থা করিতে লাগিলেন। সেই স্থানে বসিয়া কয়েদীগণ তাঁহাদিগের গলদেশ বেষ্টিত লৌহনির্ম্মিত হাঁসুলি সকল ভাঙ্গিয়া ফেলিলেন, মস্তকের টুপি ও শরীরের পিরাণ সকল ছিঁড়িয়া ফেলিলেন। লজ্জানিবা-রণের নিমিত্ত কেবল মাত্র জাঙ্গিয়া অবশিষ্ট রহিল। জঙ্গলের ভিতর আহারোপযোগী কিছু ফল সংগ্রহ করিয়া তাহা দ্বারাই সকলে সে দিবসের ক্ষুধা কিয়ৎ পরিমাণে নিবারণ করিলেন।

ক্রমে সন্ধ্যা হইলে তাঁহারা সেই জঙ্গল হইতে বহির্গত হইয়া পুনরায় চলিতে আরম্ভ করিলেন। ক্রমে রাত্রি ৯টা বাজিল, তখন তাঁহারা এক খানি গ্রামের নিকট গমন করিয়া সকলেই গ্রামের বাহিরে একস্থানে অবস্থান করিতে লাগি-লেন; কেবল মাত্র দোলিয়া জনৈক অনুচর সমভিব্যাহারে

সেই গ্রামের ভিতর প্রবেশপূর্ব্বক জানিতে পারিলেন যে, সেই স্থানে এক জন বস্ত্রব্যবসায়ীর বাসস্থান। দৌলিয়া কৌশল পূর্ব্বক তাহার বাড়ী জানিয়া লইলেন ও সেই স্থানে গমন করিয়া সেই বস্ত্রব্যবসায়ীকে কহিলেন—"কিছু বস্ত্রের নিমিত্ত তান্তিয়া আমাদিগকে তোমার নিকট পাঠাইয়া দিয়াছেন ও বলিয়া দিয়াছেন,—যদি তুমি সহজে আমাদিগের আবশ্যকীয় বস্ত্র প্রদান কর, তাহা হইলেই তোমার মঙ্গল, নতুবা তিনি স্বয়ং আসিয়া তোমার সহিত সাক্ষাৎ করিবেন।"

বস্ত্রব্যবসায়ী তান্তিয়ার নাম জানিত; সে তাহার নাম শুনিবামাত্রই একেবারে অধীর হইয়া পড়িল ও আপনার স্ত্রীর সহিত কি পরামর্শ করিয়া পরিশেষে কহিল—"মহাশয় আমি সামান্য বস্ত্রব্যবসায়ী, আমি যে তান্তিয়ার পরিধানোপযোগী বস্ত্র দিতে পারি, সে ক্ষমতা আমার নাই।" এই বলিয়া সে দৌলিয়াকে আপন বাটীর ভিতর লইয়া গেল, ও যে স্থানে তাহার বস্ত্রের একটী ক্ষুদ্র মোট থাকিত সেই স্থানে তাঁহাকে বসাইল। সেই মোটটী তাঁহার সম্মুখে রাখিয়া কহিল—"আমার যাহা আছে তাহা এই, ইহা হইতে যাহা আপনার অভিরুচি হয় তাহা লউন; আর সমস্তই লইতে চাহেন তাহাও লইয়া যাউন।"

বস্ত্র-বিক্রেতার কথা শুনিয়া দৌলিয়া অতিশয় সন্তুষ্ট হইলেন এবং কিছু না বলিয়া সেই বস্ত্রের মধ্য হইতে ১৩ জনের পরিধান উপযোগী বস্ত্র লইয়া প্রস্থান করিবার উদ্‌যোগ করিতেছেন, এমন সময়ে সেই ব্যবসায়ীর স্ত্রী সেই স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইল ও দৌলিয়াকে সম্বোধন করিয়া কহিল—"মহাশয়! আপনার অবস্থা দেখিয়া বোধ হইতেছে, আপনি অতিশয় ক্ষুধার্ত্ত ও তৃষ্ণার্ত্ত।

যদি অনুমতি হয় তাহা হইলে আমার ঘরে যে কিছু সামান্য খাদ্যসামগ্রী আছে তাহা আনয়ন করি।"

দৌলিয়া সেই স্ত্রীলোকের কথায় আরও সন্তুষ্ট হইলেন এবং বলিলেন,—"তুমি যাহা অনুমান করিয়াছ তাহা সত্য,কিন্তু আমি একাকী নহি। আমরা ১৩ জন প্রকৃতই ক্ষুধা ও তৃষ্ণায় কাতর। যখন সকলেই উপবাসী, তখন আমি একাকী আহার করিয়া কি করিব।" এই কথা শুনিয়া বস্ত্র ব্যবসায়ীর স্ত্রী তখন তাহার ঘরের ভিতর প্রবেশ করিল ও ৫।৭ জনের উপযোগী কিছু আহারীয় দ্রব্য আনিয়া দৌলিয়ার সম্মুখে রাখিয়া দিয়া কহিল—"আমার আর ইহার অধিক আহারীয় দ্রব্য নাই; যাহা ছিল সমস্তই আনিয়াছি, ইহা আপনি লইয়া যাউন।" দৌলিয়া ক্ষুধায় নিতান্ত কাতর ছিলেন, কাজেই তিনি ঐ আহারীয় দ্রব্যের লোভ সম্বরণ করিতে না পারিয়া তাঁহার অনুচরের সাহায্যে উহা লইয়া গেলেন। তাস্তিয়ার সম্মুখে ঐ আহারীয় দ্রব্য ও বস্ত্র রাখিয়া দিয়া, বস্ত্রব্যবসায়ী ও তাহার স্ত্রীর সমস্ত কথা তাঁহার নিকট বিবৃত করিলেন। তাস্তিয়া আনুপূর্ব্বিক সমস্ত কথা শ্রবণ করিয়া সেই দরিদ্র বস্ত্রব্যবসায়ীর ব্যবহারে অতিশয় সন্তুষ্ট হইলেন ও পরিশেষে ঐ আহারীয় দ্রব্য সকল তুল্যাংশে বিভাগ পূর্ব্বক আহার করিয়া ক্ষুধার কতক নিবৃত্তি করিলেন।

তাস্তিয়ার এই একটী মহৎ গুণ ছিল যে, যে ব্যক্তি তাঁহার উপকার করিত, তাহা তিনি কিছুতেই ভুলিতেন না; অন্যপক্ষে, যে ব্যক্তি তাঁহার অপকার করিত, সময় পাইলে তিনি তাহার প্রতিশোধ লইতেও ছাড়িতেন না। এই

ঘটনার প্রায় ৪ বৎসর পরে কোন গতিকে তান্তিয়া পুনরায় এই গ্রামে আগমন করিয়াছিলেন। সেই সময়ে তিনি ঐ বস্ত্রব্যবসায়ী ও তাহার স্ত্রীর সহিত সাক্ষাৎ করেন। তাহাদিগের দ্বারা তিনি যেরূপ উপকৃত হইয়াছিলেন, তাহা তিনি তাহাদিগকে বলেন এবং প্রত্যুপকার স্বরূপ তিনি তাহাদিগকে এরূপ ভাবে সাহায্য করিয়া যান যে তাহাতেই সেই সামান্য বস্ত্রব্যবসায়ীর চির দিবসের কষ্ট দূর হয়।

ক্ষুন্নিবৃত্তি করিবার পর তান্তিয়া সেই সকল বস্ত্র তাঁহার অনুচরবর্গকে প্রদান করিলে, তাঁহারা সেই সকল বস্ত্র পরিধান করিলেন, এবং তাহাদিগের পরিহিত জেলের জাঙ্গিয়া সকল খুলিয়া টুকরা টুকরা করিয়া একটী নদী-গর্ভে বিসর্জন দিলেন।

তাঁহারা সেই স্থানে আর তিলার্দ্ধ বিলম্ব না করিয়া চলিতে লাগিলেন। সমস্ত রাত্রি চলিলেন, তাহার পর সমস্ত দিবসও চলিলেন; তখন দেখিলেন যে, তাঁহারা জেল হইতে বহুদূরে আসিয়া পড়িয়াছেন ও একেবারে নিরাপদ হইয়াছেন। এখন জঙ্গলের ভিতর আর রাত্রি অতিবাহিত করেন না, যে স্থানে রাত্রি উপস্থিত হয় তাহার নিকটবর্ত্তী কোন গ্রামে গমন করিয়া রাত্রি যাপন করেন। গ্রামের ভিতর গিয়া উপস্থিত হইবামাত্র যেমন অধিবাসীগণ জানিতে পারে যে, তান্তিয়া স্বদলবলে আসিয়া সেই স্থানে উপস্থিত হইয়াছেন, অমনি গ্রামস্থ আবালবৃদ্ধবনিতা প্রভৃতি সমস্ত ভীলগণ আসিয়া তাঁহাকে অভ্যর্থনা করে, এবং যাহার যে রূপ সামর্থ্য, সে সেইরূপ উপহার আনিয়া তান্তিয়ার সম্মুখে উপস্থিত করে। তান্তিয়া বিশেষ আনন্দের সহিত সেই সকল উপহার গ্রহণ করিয়া, মিষ্টবচনে

তাহাদিগকে ভুলাইয়া বিদায় দেন। সেই গ্রামের ভিতর যদি কোন ভীল অন্নকষ্ট সহ্য করিতেছে শুনিতে পান, অমনি নিজে গিয়া সেই স্থানে উপস্থিত হন ও তাঁহার সেই উপহারপ্রাপ্ত দ্রব্যাদির দ্বারা তাহার দুঃখ নিবারণের বিশেষ বন্দোবস্ত করিয়া দেন।

এইটী তাস্তিয়ার মহৎ গুণ। তিনি ভুলক্রমে বা রোষপরবশ হইয়াও তাঁহার স্বজাতি ভীলের প্রতি কখন কোনরূপ অত্যাচার করিতেন না; কিন্তু যতদূর সম্ভব তাহাদিগের কষ্ট দূর করিবারই চেষ্টা করিতেন। এই নিমিত্তই তাস্তিয়ার এত মান, এই নিমিত্তই ভীল মাত্রেই তাঁহাকে দেবোপম মান্য করিয়া থাকে—এই নিমিত্তই তিনি দস্যু হইয়াও ভীল প্রজাবর্গের নিকট রাজা সদৃশ সমাদৃত হইয়া থাকেন।

এইরূপে তাস্তিয়া এক গ্রাম হইতে অন্য গ্রামে, এক জঙ্গল হইতে অন্য জঙ্গলে ভ্রমন করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। যে স্থানেই তিনি গমন করিতে লাগিলেন সেই স্থানের ভীলেরাই তাহাকে প্রাণের মত দেখিতে লাগিল।

যে সময় তাস্তিয়া ধৃত হন, তাহার পূর্ব্বেই তিনি পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হইয়াছিলেন, এবার গ্রামে আসিয়া প্রথমেই তিনি তাহার প্রণয়িনীর সহিত সাক্ষাৎ করিলেন, তাহার অন্নের সংস্থান করিয়া দিয়া পুনরায় সেই স্থান হইতে অন্তর্হিত হইলেন;

১৮৭৯—খৃষ্টাব্দ।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

তান্তিয়ার মিত্রদর্শন।

১৮৭৯ সালের ৬ এপ্রেল তারিখে তান্তিয়া তাঁহার কয়েক জন মাত্র সর্দ্দার ও অনুচরপরিবেষ্টিত, অস্ত্র শস্ত্র পরিশোভিত হইয়া নিমার জেলার অন্তর্গত খান্দোয়ার বাজার অভিমুখে রাত্রি যোগে গমন করিলেন।

কেবল মাত্র বঙ্গদেশের মধ্যে যাঁহাদিগের জ্ঞান সীমাবদ্ধ, যাহারা ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশে কখন পদার্পণ করেন নাই—তাঁহারা যেন না ভাবেন যে, সকল দেশের ডাকাইতই বঙ্গ দেশীয় আধুনিক ডাকাইতদিগের মত সমস্ত দিবস কৃষিকার্য্য বা অন্য কোন কর্ম্মাদি নির্ব্বাহ করিয়া রাত্রিযোগে ৫।৭ জন একত্র দলবদ্ধ হইয়া ২।১ খানি লাঠি লইয়া ডাকাইতি কার্য্য নির্ব্বাহ করে। আমি যে প্রদেশের কথা বলিতেছি, সেই মধ্য প্রদেশে আজ পর্য্যন্তও আমাদিগের দেশীয় সেই "বৈদ্যনাথ" "বিশ্বনাথের" মত শত শত সহস্র ডাকাইত দৃষ্টি গোচর হয়। ইহাদিগের ব্যবসাই ডাকাতি; ইহারা রাত্রি দিনই বীরবেশে সুসজ্জিত হইয়া অসি চর্ম্ম লইয়া পর্য্যটন করিয়া থাকে, এবং ইচ্ছা হইলেই ডাকাইতি করিয়া সকলকে আপন আপন পরাক্রম দেখাইতে ত্রুটি করে না। ইংলিস গবর্ণমেণ্ট ইহাদিগকে লইয়া আজও ব্যতিব্যস্ত! ইহাদিগকে ধরিবার জন্য সাধ্যমত চেষ্টা করিয়া আসিতেছেন; কিন্তু ইচ্ছানুযায়ী ফল প্রাপ্ত হইতেছেন না—ইহাদিগকে প্রকৃতরূপ শাসন করিতে কোন ক্রমেই সমর্থ হইতেছেন না।

তান্তিয়া অনুচরবর্গ সমভিব্যাহারে যে রাস্তা দিয়া খান্দোয়া বাজার অভিমুখে গমন করিতেছেন তাহা মৃত্তিকানির্ম্মিত একটী প্রশস্ত রাজবর্ত্ম, কিন্তু তাহার অধিকাংশ স্থলের দুই পার্শ্বই নিবিড় জঙ্গলে আচ্ছন্ন। এই রাজবর্ত্ম মধ্যে মধ্যে কোন কোন ক্ষুদ্র পল্লীকে দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া গমন করিয়াছে। এই রাস্তায় অধিক লোকজন দেখিতে পাওয়া যায় না; কখন কখন পথিকগণ উষ্ট্র বা শকটে আরোহণ করিয়া এই স্থান দিয়া গমনাগমন করিয়া থাকে।

তান্তিয়া গমন করিতে করিতে দূরে একখানি শকট দেখিতে পাইলেন, উহাতে বারদী গ্রাম নিবাসী সরদার ও রামজী নামীয় দুই ব্যক্তি আরোহী ছিল। ইহারা কোন কার্য্য উপলক্ষে খান্দোয়ার বাজারে গমন করিয়াছিল, সেই স্থানের কার্য্যাদি সমাপন করিয়া আজ প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছে। তাহারা দূর হইতে সুসজ্জিত কয়েকজন অস্ত্রধারী পুরুষকে তাহাদিগের দিকে আগমন করিতে দেখিল এবং উহাদিগকে দস্যু বিবেচনায় ভয়প্রযুক্ত আপন আপন প্রাণের মায়া করিয়া সমস্ত দ্রব্যাদি সহ শকট ফেলিয়া দূর হইতেই পলায়ন করিল। চালক বিবর্জ্জিত শকট আস্তে আস্তে চলিতে লাগল ও উহা ক্রমে আসিয়া তান্তিয়ার দলের ভিতর প্রবেশ করিল। তান্তিয়া ঐ শকটের এইরূপ অবস্থা দেখিয়া উহার ভিতরস্থিত সমস্ত দ্রব্যগ্রহণ পূর্ব্বক আপনার অনুচরবর্গের ভিতর নিয়মিত রূপে বণ্টন করিয়া দিলেন।

এই সকল দ্রব্যাদি লইয়া তাঁহারা খান্দোয়া বাজারে গিয়া উপনীত হইলেন। সে দিবস সেই স্থানে বিশ্রাম করিয়া

পরদিবস পুনরায় গমন করিতে আরম্ভ করিলেন। এবার তান্তিয়া ডাকাইতি করিবার অভিপ্রায়ে বহির্গত হন নাই। তান্তিয়া ধৃত হইয়া জেলের ভিতর আবদ্ধ হইয়াছেন, এই সংবাদে তাঁহার অনুগত ভীলগণ অতিশয় দুঃখিত আছেন বলিয়াই তান্তিয়া, কেবল তাহাদিগের সহিত সাক্ষাৎ করিবার অভিপ্রায়ে, একস্থান হইতে অন্য স্থানে, এক গ্রাম হইতে অন্য গ্রামে ভ্রমণ করিতেছেন।

তান্তিয়া নানা দেশ পর্য্যটন করিয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। পুনরায় সেই খান্দোয়া বাজারে আসিয়া উপনীত হইলেন, কিন্তু এবার সেই স্থানে বিশ্রাম না করিয়া আপন স্থানে শীঘ্র উপস্থিত হইবার মানসে ক্রমাগত চলিয়া আসিতে লাগিলেন।

১৬ই জুন তারিখে খান্দোয়া বাজার ছাড়াইয়া তিনি অনুচরবর্গ সহ অনেক দূরে আসিয়া উপনীত হইলেন। কয়েক দিবস অনবরত চলিয়া তাঁহারা অতিশয় ক্লান্ত হইয়াছেন—ক্ষুধায় জঠরানল জ্বলিতেছে, কিন্তু উপযুক্তরূপ স্থান না পাওয়ায় কোন স্থানে বিশ্রাম করিতে পারিতেছেন না, বিশেষ তাঁহাদিগের সমভিব্যাহারে কোনরূপ আহারীয় দ্রব্য সামগ্রীও নাই। রাস্তায় এমন একটী লোকও দেখিতে পাইতেছেন না যে, তাহাকে জিজ্ঞাসা করিয়া আহারাদির সংস্থান হইতে পারে এমন কোন নিকটবর্ত্তী গ্রামের সন্ধান জানিয়া লন।

তাঁহারা নানাপ্রকার ভাবিতে ভাবিতে, নানারূপ পরামর্শ করিতে করিতে গমন করিতেছেন, এমন সময় দেখিতে পাইলেন, তাঁহারা যে দিকে যাইতেছিলেন তদভিমুখে আর একখানি শকট তাঁহাদিগের সম্মুখ দিয়া যাইতেছে। ঐ শকট

দেখিয়া তাঁহারা দ্রুতপদে চলিতে আরম্ভ করিলেন ও ক্রমে গিয়া তাহার নিকট উপস্থিত হইলেন। দেখিলেন, উহাতে দুইজন আরোহী। আরুদ গ্রামের নানা ও ভগবান কোন কার্য্যোপলক্ষে খান্দোয়া বাজারে গমন করিয়াছিলেন, সেই কার্য্য সমাপনান্তে এখন তাহার আপন গ্রামে প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছেন।

তান্তিয়ার একজন অনুচর ঐ গাড়ীর নিকট গমন করিয়া আরোহীদ্বয়ের মধ্যে একজনকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন,—"আপনি বলিতে পারেন এই স্থানের নিকটবর্ত্তী এমন কোন গ্রাম আছে, যে স্থানে আমাদিগের আহারাদির সংস্থান হইতে পারে?" এই কথা শুনিয়া শকটারোহী যেন একটু বিরক্তিভাব প্রকাশ করিয়া কহিল—"কি জানি কোথায় আহারীয় দ্রব্য পাওয়া যায়। প্রয়োজন হয় যাইয়া খুঁজিয়া লও না কেন?" ইহাতে সেই অনুচর কহিলেন "আমি যদি জানিতাম, তাহা হইলে তোমাকে জিজ্ঞাসা করিতাম না। তুমি জান না জান পরিস্কার বলিলেই পার, এরূপ কথার প্রয়োজন কি?"

"কিরূপ কথা? আমি তোর চাকর নই যে তোর জন্য আমি এখন আহারের যোগাড় করিয়া বেড়াইব।"

"তুমি চাকর নহ, তাহা জানি; কিন্তু মনে করিলে এখনই তুমি চাকর অপেক্ষাও নিকৃষ্ট হইয়া পড়িবে। তুমি জান, আমি কাহার অনুচর? সেই তান্তিয়ার নাম কখন শুনিয়াছ কি?"

"নে—নে—জানি তোর তান্তিয়াকে। অমন কত তান্তিয়াকে আমি দেখিয়াছি।"

তান্তিয়া সেই স্থানেই উপস্থিত ছিলেন, এই বাক্য শ্রবণ মাত্রই তিনি অতিশয় রাগান্বিত হইলেন; কোনরূপে সে ক্রোধ সম্বরণ করিতে পারিলেন না। একে বীরপুরুষ, বীরশোণিতে শরীর প্লাবিত, তাহাতে অস্ত্র শস্ত্র লোকজনে শোভিত; তান্তিয়া কি এইরূপ অপমানসূচক-বাক্য-প্রদীপ্ত ক্রোধকে নিবারণ করিতে পারেন? তখনই তিনি উহাদিগের উপযুক্ত প্রতিফল দেওয়ার আদেশ প্রদান করিলেন। আদেশ পাইবামাত্র তাঁহার অনুচর বর্গ তাহাদিগের যথাসর্ব্বস্ব সেই স্থানেই লুণ্ঠন করিয়া লইল; কিন্তু কাহারও প্রাণের উপর হস্তক্ষেপ করিল না।

ভগবানও একজন নিতান্ত দুর্ব্বল লোক নহেন, দেশের মধ্যে তাহার একটু নাম ডাক ছিল, অনেকেই তাহাকে ভয় করিত—লাঠি চালনায় তিনি অতিশয় দক্ষ বলিয়া সকলে জানিত। ভগবান সহজে আপনার দ্রব্যাদি পরিত্যাগ করিলেন না; শকট হইতে নামিয়া লাঠি হস্তে সকলের সম্মুখে দণ্ডায়মান হইলেন, সাধ্য মতে ডাকাইতদিগের সহিত কিছুক্ষণ লাঠি-যুদ্ধ করিলেন, কিন্তু তাঁহার সেই লাঠি অপর পক্ষীয় তীক্ষ্ণ তরবারির আঘাতে খণ্ড খণ্ড হইয়া গেল। তখন পরাস্ত হইয়া সমস্ত দ্রব্যাদি পরিত্যাগ পূর্ব্বক পলায়ন করিল; কিন্তু সে প্রথমেই ডাকাইতিদিগের মধ্যে এক ব্যক্তিকে এরূপ সজোরে এক লাঠি মারিয়াছিল যে তাহার দাগ তাহার অদৃষ্টদোষে অনেক দিবস পর্য্যন্ত বিদ্যমান ছিল।

এই ডাকাইতি মকদ্দমায় পুলিশও যথেষ্ট পরিশ্রম করিয়াছিলেন; সেই লাঠির দাগের অনুসন্ধান করিয়া পুলিশ ক্রমে ক্রমে ৬ জন লোককে ধৃত করেন। তাহার মধ্যে সকলেই

প্রকৃত দোষী ছিল কি না জানি না; কারণ, প্রমাণ অভাবে মাজিষ্ট্রেট সাহেব সকলকেই ছাড়িয়া দেন।

এই সময় এক দিবস রাত্রে পোখার গ্রামে হটাৎ ভয়ানক অগ্নিকাণ্ড উপস্থিত হইল। শিবা পেটেল, সরদার পেটেল ও রাজপুত প্রভৃতি সকলের গৃহই দ্রব্যাদির সহিত ভস্মে পরিণত হইল। কেবল মাত্র সেই গ্রামের এক জনের গৃহ পুড়িল না, ঈশ্বর যেন স্বয়ং আসিয়া তাহা রক্ষা করিলেন।

এই ঘটনার কিছু দিন পরে তান্তিয়া স্বদল বলে একটী গ্রামে গিয়া উপস্থিত হইলেন। সেই স্থানে এক জন মধ্যবিৎ লোকের আবাস স্থান ছিল। তান্তিয়া তাঁহার নিকট এই বলিয়া পরিচয় দিলেন যে, তাঁহারা সরকারি সিপাহি, বিশেষ কার্য্যোপলক্ষে বোম্বাই প্রদেশে গমন করিতেছেন; কিন্তু তাঁহাদিগের নিকট উপযুক্ত পরিমাণ রসদ না থাকায় তাঁহার নিকট আগমন করিয়াছেন, এখন এই প্রার্থনা যে তিনি তাঁহাদিগের আহারাদির বন্দোবস্ত করিয়া দেন। তান্তিয়ার এই কথা শুনিয়া তিনি তাহাই বিশ্বাস করিলেন ও তাঁহাদিগের আহারাদির উত্তম বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন। তান্তিয়ার সহিত যখন তাঁহার কথাবার্ত্তা হইতেছিল, তখন ভিনপান গ্রামের সেই হিমত পেটেল সেই স্থানে উপস্থিত ছিলেন; তিনি তান্তিয়ার কথা শুনিয়াই তাঁহাকে চিনিতে পারিলেন ও কাহাকেও কিছু না বলিয়া ভীত মনে সেই স্থান হইতে আস্তে আস্তে প্রস্থান করিলেন। তান্তিয়া ইহা দেখিলেন, দেখিয়া মনে মনে একটু হাসিলেন, কিন্তু কাহাকেও কিছু না বলিয়া আহারান্তে স্বদল বলে সেই স্থান হইতে প্রস্থান করিলেন।

নবম পরিচ্ছেদ।

তান্তিয়ার প্রতিহিংসা।

পূর্ব্ব কথিত ঘটনার অতি অল্প দিন পরেই রাত্রি দ্বিপ্রহ-রের সময় তান্তিয়া স্বদল বলে ভিনপান গিয়া উপস্থিত হই-লেন। হিমত পেটেল সেই স্থানের এক জন প্রধান জমি-দার। লোক-বল, অর্থবল প্রভৃতি কিছুরই অভাব নাই; তাহার উপর স্থানীয় পুলিশ তাঁহার প্রতি বিশেষ সদয়। তিনি তান্তিয়ার মকদ্দমার বিপক্ষগণের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিয়াছিলেন বলিয়া, তাঁহার যখন যে প্রকার বিপদ উপস্থিত হয়, পুলিশ তখনই তাহার প্রতিবিধানের বিশেষ চেষ্টা করিয়া থাকেন।

অদ্য রাত্রে হিমত পেটেলের বাটীর ভিতর ভয়ানক গোলযোগ উপস্থিত হইল। তাহার বাড়ীর দরজা জানালা প্রভৃতি ভাঙ্গিয়া শত শত লোক তাহার বাড়ীর ভিতর প্রবেশ করিল! বাড়ীর ভিতর ভয়ানক রব উত্থিত হইতে লাগিল, সেই রব শুনিয়া গ্রামস্থ সমস্ত লোক হাহাকার করিতে লাগিলেন। কেহ কেহ বা অতিশয় ভীত হইয়া গ্রাম হইতে পলায়ন করিলেন; কোন কোন ব্যক্তি হিমত পেটেলকে সাহায্য করিবার নিমিত্ত আগমন করিয়া তাঁহার লোক জনের সহিত মিলিত হইলেন, কিন্তু ভীলগণের বীরত্বসূচক ভয়ানক আক্রমণে, পরিশেষে, সকলেই পরাভূত হইয়া প্রাণ লইয়া পলায়ন করিলেন। ভীলগণ হিমতের বাড়ীর ভিতর প্রবেশ করিয়া তাঁহার যথা সর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করিতে আরম্ভ করিল।

সেই সময় তান্তিয়া তাহার অনুচরবর্গকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন "দেখ বীরগণ! আমাদিগের নিকট হিমত অতিশয় অপরাধী বলিয়াই আজ আমরা তাহার প্রতিফল প্রদান করিতে আসিয়াছি। কিন্তু উহার স্ত্রী-পুত্র বা পরিবারবর্গ আমাদিগের নিকট কোনরূপে দোষী নহে, দেখিও, তাহাদিগের উপর কোন ক্রমেই যেন অত্যাচার করা না হয়। কিন্তু উহাদিগের দ্রব্যাদি এরূপ ভাবে লুণ্ঠন করিয়া লও, যাহাতে উহাদিগের একমুষ্টি অন্নের সংস্থানও না থাকে; কল্য হইতে যেন সকলকে ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করিতে হয়। হিমত পেটেল আমাদিগকে অতিশয় কষ্ট দিয়াছে, অতএব তাহাকে ধরিয়া আমার নিকট লইয়া আইস, আমি সেই পাপাত্মার উপযুক্ত দণ্ডের বিধান করিব।"

তান্তিয়ার এই কথা শুনিবামাত্র "তাহাই হইবে" বলিয়া ৬।৭ জন দ্রুত পদে হিমতের ঘরের দিকে ধাবিত হইল। হিমত যে ঘরে শয়ন করিয়াছিলেন সেই ঘরের দ্বার তাহাদিগের ভীষণ পদাঘাতে ঝন্ ঝন্ শব্দে শব্দিত হইতে লাগিল। উহা যদিও নিতান্ত জীর্ণ বা পুরাতন ছিল না বটে, কিন্তু তাহাদিগের সেইভীষণ পদাঘাত সহ্য করিতে না পারিয়া তখনই ভাঙ্গিয়া গেল।

তাহারা দ্রুত বেগে ঘরের ভিতর প্রবেশ করিল হিমতের বিছানার নিকট গিয়া দেখিল—বিছানা শূন্য, হিমত নাই! সেই অন্ধকার ঘরের ভিতর আলোর সাহায্যে অনেক অনুসন্ধান করিল, কিন্তু কোন স্থানে হিমতকে দেখিতে পাইল না। পরিশেষে বহু অনুসন্ধানের পর সেই ঘরের এক প্রান্তস্থিত একখানি

অত্যুচ্চ খাটের নীচে হিমতকে দেখিতে পাইল। একখানি কম্বল দ্বারা আপনাকে ও আপনার স্ত্রীকে আবৃত করিয়া হিমত সেই স্থানে লুক্কায়িতভাবে ছিল। ভয়ে তাহার সংজ্ঞা শূন্য হইয়া গিয়াছিল; তাঁহাকে মৃত দেহের ন্যায় বোধ হইতেছিল। তাহার স্ত্রীর কোলে একটি নিতান্ত শিশু সন্তান ঘুমে অচেতন অবস্থায় ছিল।

দস্যুগণ এই অবস্থা দেখিয়া হিমত পেটেলের স্ত্রীর হস্ত ধরিয়া সেই স্থান হইতে সজোরে বাহির করিল। একে স্ত্রীলোক সহজেই ভীত, তাহাতে এই বিপদের সময় দস্যু কর্তৃক সজোরে আকৃষ্ট হইয়া উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিয়া উঠিল। ক্রোড়স্থিত শিশুটীও তাহার ক্রোড় হইতে পড়িয়া কাঁদিতে লাগিল। তখন দস্যুগণ তাহাকে স্ত্রীলোক বলিয়া জানিতে পারিল, তাঁহাদিগের দলপতি তাস্তিয়ার আদেশ মনে আসিল, সুতরাং তাহাকে পরিত্যাগ করিল। সে তাহার মর্দ্দিতকান্তি সন্তানকে ক্রোড়ে লইয়া অর্দ্ধ উন্মোচিত পরিধেয় বস্ত্রের দ্বারা শরীর আবৃত করিয়া ঘরের এক প্রান্তে দণ্ডায়মান হইল। তখন দস্যুগণ হিমত পেটেলকে ধরিয়া সেই স্থান হইতে বাহির করিয়া লইয়া আসিল। তাঁহাকে ছাড়িয়া দিয়া তাহার সমস্ত ধন সম্পত্তি লইয়া যাইবার নিমিত্ত হিমত কতবার দস্যুগণকে অনুরোধ করিলেন, কিন্তু কেহই তাঁহার কথা না শুনিয়া তাঁহাকে বন্ধন পূর্ব্বক সেই স্থান হইতে লইয়া গেল, ও যে স্থানে তাঁস্তিয়া দণ্ডায়মান ছিলেন, সেই স্থানে গিয়া উপস্থিত হইল।

হিমত পেটেলকে সম্মুখে দেখিয়া তাস্তিয়ার ক্রোধ যেন অতিশয় ঘোরতর বোধ হইতে লাগিল, তাঁহার চক্ষুতে যেন

প্রতিহিংসা অনল প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠিল। তিনি হিমত পেটেলকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন—"হিমত! তুমি জান আমি কে?— তুমি মিথ্যা সাক্ষ্য দিয়া যে তান্তিয়াকে জেলে দিযাছিলে, আমি সেই তান্তিয়া। তুমি ভাবিয়াছিলে, যে তান্তিয়া আর কখন জেলের বাহির হইবে না, আমি সেই তান্তিয়া। যে তান্তিয়ার নিমিত্ত তুমি রাশি রাশি মিথ্যা বলিয়া ইহকাল পরকাল নষ্ট করিয়াছিলে, আমি সেই তান্তিয়া। এখন একবার তোমার চক্ষু উন্মীলিত করিয়া সেই ডাকাইতি মকদ্দমার আসামী তান্তিয়াকে দেখিয়া লও। এখন একবার ভাবিয়া লও যে, মিথ্যা বলিলে তাহার কি পরিণাম হয়—তান্তিয়ার বিপক্ষে সাক্ষ্য প্রদান করিলে তাহার কি প্রতিফল হয়। তুমি এতদূর নিরাশয় যে, তুমি সামান্য লোভে পড়িয়া—পুলিশের মোহিনী মায়ায় ভুলিয়া, অবলীলাক্রমে আমার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিলে। আমি ভ্রূকুটী দেখাইলেও আমার সম্মুখে দাড়াইয়া আমার সর্ব্বনাশের চেষ্টা করিয়াছিলে! তুমি জান, যে তান্তিয়ার বিপর্জ্জয় ক্রোধ একবার উদ্দীপ্ত হইলে তাহার আর নিবৃত্তি হয় না—তাহার হৃদয়ে একবার প্রতিহিংসা প্রবৃত্তির ছায়া পড়িলে সে ছায়া আর মিলায় না। বিচারকের সম্মুখে যখন আমি তোমাকে সত্য কথা বলিতে বলিয়াছিলাম, তখনও যদি তুমি একবার আমার কথা শুনিতে—ঈশ্বরের প্রতি ভয় করিয়া সত্য কথা বলিতে,তাহা হইলে আজ তোমাকে এরূপ বিপদগ্রস্থ হইতে হইত না। এখন তোমাকে আর অধিক বলা নিষ্প্রয়োজন। এখন তোমার যে সহায় আছে তাহাকে ডাক, সে আসিয়া আজ আমার এই করাল হস্ত হইতে

তোমাকে উদ্ধার করিয়া লউক, এই ভীষণ তরবারিকে তাহার বহুদিবসের রুধির-পান-লালসা হইতে নিবৃত্ত করুক! আর তুমি যে নিচাশয় পুলিশকর্ম্মচারীকে পরম বন্ধু মনে করিয়া কাহাকেও গ্রাহ্য কর নাই, সেই পামরকে একবার স্মরণ কর—যাহার কথায় ভুলিয়া তোমার বুদ্ধি লোপ পাইয়াছিল, তাহাকে একবার ভাবিয়া লও, ও মনে মনে তাহার নিকট হইতে আপাততঃ বিদায় গ্রহণ কর!" এই বলিয়া তিনি তাহার প্রধান সরদার বিজনিয়ার প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন। বিজানিয়া বন্দুক হস্তে আপন দলপতির পার্শ্বে দণ্ডায়মান ছিলেন। তিনি দলপতির আদেশ বুঝিতে পারিলেন, তাঁহার আজ্ঞা প্রতিপালন করিলেন।

দেখিতে দেখিতে হিমতের ইহজন্মের সমস্ত খেদ মিটিল, স্ত্রী পরিবারের মায়া হৃদয় হইতে অন্তর্হিত হইল—অর্থ সঞ্চয়ের বলবতী ইচ্ছা দূরে পলাইল, দাস দাসী জমিদারী প্রভৃতির মায়া হৃদয় হইতে খসিয়া পড়িল। পুলিশের মিষ্ট কথায় ভুলিয়া, তাঁহাদিগকে যে রূপ সাহায্য করিয়াছিলেন, তাহার উপযুক্ত ফল পাইলেন। দেখিতে দেখিতে সেই হতভাগ্য হিমত পেটেল সেই স্থানে অনন্ত শয্যায় শুইয়া অনন্ত নিদ্রা অনুভব করিতে লাগিলেন।

তান্তিয়া তাঁহার বলবতী প্রতিহিংসা প্রবৃত্তি নিবৃত্তি করিয়া হিমতের যথা সর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করিলেন ও তাঁহার পরিবার বর্গকে পথের ভিখারী করিয়া ভীষণ রবে গ্রামকে প্রতিধ্বনিত করিতে করিতে সেই স্থান হইতে প্রস্থান করিলেন।

দশম পরিচ্ছেদ।

আবার নরহিংসা।

তান্তিয়া স্বদলবলে গ্রাম হইতে বহির্গত হইবার অব্যবহিত পরেই এই ভয়ানক সংবাদ থানায় গিয়া পৌঁছিল। তাঁহাদের বন্ধু সেই হিমত পেটেলের এইরূপ নিদারুণ হত্যার কথা শুনিবামাত্রই পুলিসের সকলে শিহরিয়া উঠিলেন। নিম্ন কর্ম্মচারী হইতে উদ্ধতম কর্ম্মচারী পর্য্যন্ত এই খুন সংযুক্ত ডাকাইতি মকদ্দমার অনুসন্ধানে বিশেষ উৎসাহের সহিত নিযুক্ত হইলেন। তাঁহাদের এই প্রতিজ্ঞা হইল যে, যেরূপে হউক এই মকদ্দমার কিনারা করিতেই হইবে—তান্তিয়া ভীলকে ধরিয়া তাহার প্রতিফল দিতেই হইবে। যদি এই মকদ্দমার কিনারা না হয়, আর দস্যুগণ যদি উপযুক্ত রূপ দণ্ড না পায়, তাহা হইলে পুলিশের অনুসন্ধান কার্য্য একেবারেই বন্ধ হইয়া যাইবে, কারণ, পুলিশকে সাহায্য করিয়া যখন পরিণামে এই হইল, তান্তিয়ার বিপক্ষে সাক্ষ্য প্রদান করিয়া যখন এইরূপ প্রতিফল পাইল, তখন আর কোন্ ব্যক্তি পুলিশের সাহায্য করিবে? কোন্ ব্যক্তি আর তান্তিয়ার বিরুদ্ধে কোন কথা বলিতে সাহসী হইবে?" এই ভাবিয়া যদিও পুলিশ কর্ম্মচারিগণ প্রাণপণে এই মকদ্দমার অনুসন্ধান করিয়া সকল বিষয় প্রকাশ করিলেন, সত্য, কিন্তু যাহার নিমিত্ত এই সকল অনিষ্টের সূত্রপাত, সেই তান্তিয়ার কোন সন্ধানই পাইলেন না, সেই দলের কেহই ধৃত হইল না!

এই সময় হইতেই কর্ত্তৃপক্ষীয়গণ তান্তিয়াকে ধরিবার নিমিত্ত বিশেষ চেষ্টা ও যত্ন করিতে লাগিলেন—নানা স্থান

হইতে বাছিয়া বাছিয়া সাহসী পরিশ্রমী এবং বুদ্ধিমান পুলিশ কর্ম্মচারিগণ একত্রিত করিয়া সেই কার্য্যে নিযুক্ত করিলেন; প্রকৃত প্রস্তাবে বলিতে গেলে, তান্তিয়াকে ধরিবার নিমিত্ত একটী স্বতন্ত্র পুলিশ স্থাপিত হইল, তাহার নাম হইল—'তান্তিয়া পুলিশ।'

এই প্রদেশের অনেক স্থান গবর্ণমেন্টের খাস দখল; প্রজার নিকট হইতে জমির খাজনা প্রভৃতি গবর্ণমেন্ট নিজেই আদায় করিয়া থাকেন; উহা আদায় করিবার নিমিত্ত এক এক স্থানে এক এক জন কর্ম্মচারী আছেন, উঁহাদিগকে মালগুজার কহে।

এক দিবস রাত্রি ১২ টার সময় একজন মালগুজার তান্তিয়ার কোন সন্ধান পাইলেন। একে তিনি সরকারি কর্ম্মচারী, তাহাতে তান্তিয়াকে ধরিয়া দিতে পারিলে গবর্ণমেণ্ট হইতে বিশেষ পারিতোষিক পাইবেন—এই আশায় তিনি "তান্তিয়া পুলিশের" একজন প্রধান কর্ম্মচারীর নিকট ঊর্দ্ধশ্বাসে গিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহাকে কহিলেন—"মহাশয়! আমি তান্তিয়ার সন্ধান পাইয়াছি—তিনি ১৩।১৪ জন অনুচরের সহিত একটী জঙ্গলের ভিতর অচৈতন্য অবস্থায় পড়িয়া আছেন। তাহাদিগকে দেখিলে বোধ হয়, যেন তাহারা কোনরূপ মাদক দ্রব্য সেবন করিয়া অচৈতন্য অবস্থায় পড়িয়া রহিয়াছে।" মালগুজারের এই কথা শুনিবামাত্র পুলিশ কর্ম্মচারী প্রায় শতাধিক লোক সমভিব্যাহারে মালগুজারের নির্দ্দেশ মত সেই স্থানে চোরের মত গিয়া উপস্থিত হইলেন। সকলেই গাঢ় নিদ্রায় অভিভূত ছিলেন, কাজেই পুলীশ তাহাদিগকে একেবারে ধরিয়া ফেলিলেন ও উত্তমরূপে বন্ধন করিলেন এবং তাহাদিগের অস্ত্র শস্ত্র সকল কাড়িয়া লইলেন।

বন্দী হওয়ার পর তাঁহারা জানিতে পারিলেন যে তাঁহারা ধৃত হইয়াছেন; তখন তাঁহারা যদিও প্রত্যেকেই আপন আপন পরাক্রম দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু তাহাতে বিশেষ কোন ফলই ফলে নাই। উঁহাদিগের মধ্যে যাঁহাকে তান্তিয়া বলিয়া ধরা হয়, তাঁহার বলবীর্য্য দেখিয়া সকলেই চমকিত হইলেন। তিনি বন্ধন অবস্থায় যখন সেই স্থান হইতে আনীত হন, সেই সময় একস্থানে কেবল দুইজন মাত্র কর্ম্মচারী তাঁহাকে ধরিয়াছিল; তিনি, সেই কর্ম্মচারীদ্বয়কে তাঁহার স্কন্ধদেশ দ্বারা এরূপ এক ধাক্কা প্রদান করিলেন যে উভয় কর্ম্মচারী প্রায় দশ হস্ত দূরে যাইয়া সজোরে পতিত হইল। ইহা দেখিয়া অপর চারি জন কর্ম্মচারী আসিয়া তাঁহাকে ধরিল, দেখিতে দেখিতে তাহারাও সেই দশা ঘটিল। পরিশেষে অনেক পুলীশ কর্ম্মচারী একত্রে উঁহাকে ধরিয়া আনয়ন করিল। সেইস্থান হইতে পাছে পলায়ন করেন এই ভয়ে, তিনি যে কয় দিবস সেইস্থানে ছিলেন, সেই কয় দিবস পুলীশ কর্ম্মচারীরা তাঁহার বন্ধন একেবারে উন্মোচন করিলেন না। তান্তিয়া তাঁহার ১৩ জন অনুচরের সহিত ধৃত হইয়াছেন বলিয়া আজ "তান্তিয়া পুলিশের" আনন্দের সীমা নাই। সকলেই আপন আপন বীরপনার কত বাহাদুরী করিয়া আপন আপন বন্ধু বান্ধবের সহিত গল্প করিতেছেন, কেহ বলিতেছেন—"আমি না থাকিলে তান্তিয়া ধরা পড়িত না।" "কেহ বলিতেছেন—"আমি তাঁহার সহিত যে রূপ যুদ্ধ করিয়াছি সেইরূপ যুদ্ধ আজ পর্য্যন্ত কেহ কখন দর্শন করেন নাই।" আর যাঁহারা দশ হস্ত দূরে গিয়া পড়িয়াছিলেন, তাঁহাদিগের মধ্যে

কেহ বা বলিতেছেন—"যেমন বিড়ালে মূষিক ধরিয়া আনে, আমি সেইরূপ উহার টুটি ধরিয়া আনিয়াছি" ইত্যাদি সকলেই আপন আপন বাহাদুরী লইয়া ব্যস্ত—আপন আপন বীরপনার বাখান করিতে নিযুক্ত। তান্তিয়া ধৃত হইয়াছেন, এই সংবাদ দেখিতে দেখিতে, চারিদিকে রাষ্ট্র হইয়া গেল, গবর্ণমেণ্ট কর্ম্মচারিগণ যিনি শুনিলেন, তিনিই অশেষ সন্তুষ্ট হইলেন।

যে পুলিশ কর্ম্মচারী পূর্ব্বে তান্তিয়া ও তাহার সদ্দার দ্বয়কে বিচারার্থ প্রেরণ করিয়াছিলেন, তিনি সেই সময় সেই স্থানে উপস্থিত ছিলেন না, অন্য কার্য্যোপলক্ষে স্থানান্তরে গমন করিয়াছিলেন, তিনি সেই স্থানেই তান্তিয়ার ধৃত হওয়ার কথা শুনিয়া তান্তিয়াকে দেখিবার নিমিত্ত আগমন করিলেন। আসিয়া তাঁহাকে যেমন দেখিলেন, অমনি তাঁহাকে চিনিতে পারিলেন। সেই স্থানে আর কোন কথা না বলিয়া সেই ধৃতকারী কর্ম্মচারীর নিকট গমন করিলেন, এবং তাঁহাকে কহিলেন—"আপনি যে তান্তিয়াকে ধৃত করিয়াছেন, ইনি তান্তিয়া নহেন। আমি তান্তিয়াকে উত্তমরূপ চিনি এবং ইহাকেও চিনি, ইনি তান্তিয়ার এক জন সদ্দার, ইহার নাম দৌলিয়া।"

কর্ম্মচারী এই কথা শুনিয়া একেবারে অবাক হইলেন, তথাপি তাঁহার সন্দেহ মিটাইবার নিমিত্ত আরও অনুসন্ধান করিলেন, পরিশেষে ইহাই স্থির হইল যে সেই ব্যক্তি প্রকৃতই তান্তিয়া নহে, তান্তিয়ার সদ্দার দৌলিয়া। এই সংবাদও ক্রমে রাষ্ট্র হইয়া গেল, সকলেই জানিতে পারিল, দৌলিয়া ধৃত হইয়াছেন।

দৌলিয়া বিচারকের নিকট পুনরায় প্রেরিত হইলেন, সেই স্থানেই তাঁহার অপরাধ সকলের বিচার চলিতে লাগিল।

তান্তিয়া শুনিলেন যে, তাঁহার সর্দ্দার ১৩ জন অনুচরের সহিত ধৃত হইয়াছেন, এবং ইহাও জানিলেন যে, মালগুজার সন্ধান দিয়াই তাহকে ধরাইয়া দিয়াছেন। এই সংবাদ পাইবা-মাত্র তিনি আপনার অন্যান্য সর্দ্দারগণ ও অনুচরবর্গকে ডাকাইলেন,দৌলিয়া ও মালগুজারের কথা তাহাদিগকে বলিলেন, এবং ইহাও বলিলেন—"যদি আজ এই মালগুজার আমাদিগের বিপক্ষে এইরূপ দণ্ডায়মান হইয়া—আমাদিগের বিরুদ্ধ চেষ্টা করিয়া, আমাদিগের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পায়, তাহা হইলে ক্রমে ক্রমে অনেকেই আমাদিগের বিরুদ্ধ হইয়া উঠিবে, তাহা হইলে আমরা সকলেই একে একে ধৃত হইয়া রাজদ্বারে দণ্ডিত হইব—আমাদিগের স্বাধীন ব্যবসা লোপ পাইয়া যাইবে। এখন আমরা যে স্বাধীনতা সুখ অনুভব করিতেছি, তাহা হইলে চির দিবসের নিমিত্ত সেসুখে বঞ্চিত হইব। দৌলিয়া একজন নিতান্ত সামান্য লোক নহেন, তিনি আমার বামহস্ত; আর তিনি তোমাদিগের সকলকেই আপন প্রাণের মতন দেখিয়া থাকেন, এইরূপ অবস্থায় যে ব্যক্তি সেই দৌলিয়ার সর্ব্বনাশ করিয়াছে, সেই মালগুজারের সর্ব্বনাশ করাই আমাদিগের প্রধান ধর্ম্ম ও কর্ত্তব্য কর্ম্ম। চল, সকলে গিয়া সেই মালগুজারকে উপযুক্ত শিক্ষা প্রদান করিয়া আসি।" তান্তিয়ার সেই কথায় সকলেই সম্মত হইলেন ও সেই দিবসই মালগুজারের বাড়ীর উদ্দেশে যাত্রা করিলেন।

আজ দৌলিয়ার বিচার শেষ হইয়া গেল। হিমত পেটেলের খুনি ও ডাকাইতি মকদ্দমার সহায়তা করা অপরাধে ইংরাজ রাজের বিচারে দৌলিয়ার চিরনির্ব্বাসনের হুকুম হইল ও

অন্যান্য সকলেই কারাগারে প্রেরিত হইল। এই বার সকলেই ভাবিলেন, দৌলিয়ার জন্মভূমি হইতে তাঁহার সংশ্রব ঘুচিল. তান্তিয়ার একটী সরদার জন্মের মত তাঁহাকে পরিত্যাগ করিল। তিনি জব্বলপুরের জেলে প্রেরিত হইলেন।

যে দিবস দৌলিয়ার চিরনির্ব্বাসনের আদেশ হইল, সেই দিবস রাত্রে সেই হতভাগ্য মালগুজারের বাড়ীতে ভয়ানক ডাকাইতি হইল, তাহার যথা সর্ব্বস্ব লুট হইয়া গেল, ও সেই সঙ্গে সঙ্গে তান্তিয়ার ক্রোধ পরিপূর্ণ ভীষণ শব্দ প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল—"পামর তুই জানিস না যে কাহার সরদারকে তুই ধরাইয়া দিয়াছিস্ দৌলিয়ার নিমিত্ত কাহার হৃদয়ে তুই ভীষণ শেল বিদ্ধ করিয়াছিস্, হিমত পেটেলের অবস্থা দেখিয়াও যখন তুই তান্তিয়ার অনিষ্ট করিতে সঙ্কুচিত হস নাই, তখন তাহার উপযুক্ত দণ্ড তুই গ্রহণ কর।" ইহার পর তাঁহার অদৃষ্টে যাহা ঘটিল তাহা বলিতে হৃদয় বিদীর্ণ হয়—লেখনী অবশ হয়। এই ডাকাইতির পর মালগুজারকে আর কেহই এ জগতে দেখিতে পাইল না।

দৌলিয়া যদিও নির্ব্বাসিত হইতে আদিষ্ট হইলেন, কিন্তু আপাততঃ তিনি বন্দীরূপে জব্বলপুরের জেলেই থাকিলেন। যাহারা নির্ব্বাসিত হয়, তাহারা তখনই দ্বীপান্তরে প্রেরিত হয় না, ভারতবর্ষের সমস্ত স্থানের নির্ব্বাসিত কয়েদী সকল এক স্থানে একত্রিত হইলে বৎসরের মধ্যে এক বার তাহাদিগকে দ্বীপান্তরে প্রেরণ করা হয়, ইহাই এই স্থানের নিয়ম। সেই নিমিত্তই তাঁহাকে জব্বলপুরের জেলের ভিতর রাখা হইল। হিরিয়া নামক আর একজন তাহার অধীনস্থ সরদার পূর্ব্ব

হইতেই বন্দীরূপে সেই জেলের ভিতর ছিলেন, এখন ইহারা একত্র মিলিত হইলেন, পুনরায় সেই জেল হইতে পলায়ন করিবার সুযোগ অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন, প্রহরীগণের অনবধানতার সময় খুঁজিতে লাগিলেন।

মালগুজারের বাড়ীর এই নৃশংস ডাকাইতি মোকদ্দমার সংবাদ "তান্তিয়া পুলিশে" উপস্থিত হইল। তাঁহারা যদিও প্রাণ পণে এই সকল কাণ্ডের প্রতিবিধানের চেষ্টা করিতে লাগিলেন—তান্তিয়াকে ধরিবার নিমিত্ত সকলেই আহার নিদ্রা পরিত্যাগ পূর্ব্বক প্রাণপণে যত্ন করিতে লাগিলেন—কিন্তু তান্তিয়ার কার্য্য কলাপে তাঁহাদিগের অপমান রাখিবার স্থান রহিল না! সকলের নিকট তাঁহাদিগের মুখ দেখাইবার আর পথ রহিল না। সকলেই পুলিশকে ঠাট্টা বিদ্রূপ করিতেলাগিল। এবার তান্তিয়াকে ধরিবার জন্য প্রচুর পরিমাণে পুরস্কার প্রদানের প্রলোভন প্রদর্শিত হইল।

১৮৮০—খৃষ্টাব্দ।

একাদশ পরিচ্ছেদ।

দৌলিয়ার পুনঃপলায়ন।

তাস্তিয়া এই ভয়ানক কার্য্য সমাপন করিয়া দৌলিয়ার দুঃখে কিছু দিবসের নিমিত্ত আপনার বেগ প্রশমিত করিলেন। যে দৌলিয়া তাস্তিয়ার বাম হস্তস্বরূপ ছিলেন, আজ পর্য্যন্ত যিনি কোন কার্য্য দৌলিয়ার সাহায্য ব্যতিরেকে সম্পন্ন করেন নাই, আজ সেই দৌলিয়ার চিরনির্ব্বাসনে তাঁহার মন অস্থির হইল, প্রাণ আকুল হইল, চক্ষু দিয়া জল বিন্দু পড়িল; নির্জ্জনে বসিয়া তিনি কিছু দিবস দৌলিয়ার নিমিত্ত রোদন করিলেন। দৌলিয়া যদিও তাস্তিয়ার সদৃশ বীর্য্যবান ছিলেন না—বিজনিয়ার ন্যায় অস্ত্র চালনা করিতে পারিতেন না, তথাপি তাঁহার বিক্রম কম ছিল না। তিনি যেরূপ তাস্তিয়ার সর্দ্দার বলিয়া অভিহিত হইতেন, কাজেও তাহা অপেক্ষা কোন অংশে ন্যূন ছিলেন না। তাঁহার অধীনস্থ দস্যগণ সততই তাহার বীরত্বের ভূয়সী প্রসংশা করিত।

তাস্তিয়া যখন দেখিলেন যে, আর কোনরূপেই দৌলিয়াকে পাইব না, তখন তাঁহার অধীনস্থ দস্যুবর্গের ভিতর হইতে বাছিয়া বাছিয়া মেদিয়া নামক এক ব্যক্তিকে দৌলিয়ার পদে অভিষিক্ত করিলেন। মেদিয়া যদিও দৌলিয়ার সমতুল্য ছিলেন না, তথাপি ইহাঁকে একজন সামান্য ব্যক্তি বলা যাইতে পারে না, ইহাঁরও বলবীর্য্য কম নহে।

এই সময় এক দিবস প্রাতঃকালে জব্বলপুর জেলের জনৈক প্রহরী অতিশয় ভীত হইয়া কাঁপিতে কাঁপিতে জেলাধ্যক্ষের নিকট গিয়া সংবাদ দিল যে, গত রজনীতে কয়েকজন কয়েদী জেলের সেই উচ্চ প্রাচীর উল্লঙ্ঘন করিয়া পলায়ন করিয়াছে! এই সংবাদ পাইবামাত্র জেলর্ সাহেব জেলের ভিতর প্রবেশ করিলেন এবং কি প্রকারে কয়েদী পলায়ন করিয়াছে তাহা জানিবার জন্য নিতান্ত বিকলচিত্ত হইলেন; কিন্তু মনে মনে যে ভয় করিতেছিলেন, যাইয়াও তাহাই দেখিলেন! দেখিলেন, তান্তিয়ার সেইসর্দার দৌলিয়া ও হিরিয়া নাই; আরও অনেক ভীলকয়েদী নাই! এই অবস্থা দেখিয়া সাহেব গালে হাত দিয়া সেই স্থানে বসিয়া পড়িলেন, তাঁহার উর্দ্ধতন কর্ম্মচারির নিকট কি বলিয়া জবাব দিবেন তাহা ভাবিতে ভাবিতে অন্তরাত্মা শুকাইয়া গেল; কিন্তু মনে মনে দৌলিয়ার কৌশলের প্রসংশা করিলেন, তাঁহার সাহস ও অধ্যবসায়ে চমৎকৃত হইলেন। ভাবিলেন, এইরূপ ভাবে জেল হইতে যিনি দুই দুইবার পলায়ন করিতে পারেন, তাঁহাকে কম ব্যক্তি বলা যায় না; এজগতে তাঁহার অসাধ্য কোন কার্য্যই নাই।

এইরূপে জেল হইতে কয়েদী পলায়ন করায় জেলের ভিতর ভয়ানক গোলমাল পড়িয়া গেল। জেলাধ্যক্ষকে বিশেষ রূপ জবাব দিহি করিতে হইল।

এ দিকে দৌলিয়া ও হিরিয়া জেল হইতে বহির্গত হইয়া পূর্ব্বরূপ উপায়ে ক্রমাগত চলিতে চলিতে পরিশেষে অনুচরগণের সহিত আসিয়া তান্তিয়ার নিকট উপস্থিত হইলেন। তান্তিয়া তাঁহাদিগকে পুনরায় দেখিতে পাইয়া পরমাহ্লাদিত

হইলেন, তাঁহাদিগের কৌশল ও সাহসকে ধন্যবাদ দিলেন ও বিশেষ আগ্রহ সহকারে সকলকে আলিঙ্গন করতঃ দৌলিয়াকে দক্ষিণ ও হিরিয়াকে বামপাশে বসাইয়া তাহাদিগের পলায়ন বৃত্তান্ত আনুপূর্ব্বিক শ্রবণ করিলেন। শ্রবণ করিয়া তাহার নয়ন দিয়া আনন্দাশ্রু বিনির্গত হইতে লাগিল।

এই সময় তান্তিয়া পুনরায় আপন মূর্ত্তি ধারণ করিলেন,—প্রধান প্রধান সর্দ্দারগণের সহায়তায় ইংরাজ রাজত্বের ভিতর ভয়ানক রূপ ডাকাইতি করিতে আরম্ভ করিলেন। ইংরাজ কর্ম্মচারীগণ তান্তিয়াকে ধরিবার নিমিত্ত প্রাণপণ চেষ্টা করিতেছেন দেখিয়া, তাঁহার মনে যে বিপর্জ্জা ক্রোধ উদ্দীপ্ত হইয়াছিল, ইংরাজ রাজত্বের ভিতর নিয়ত ডাকাইতি করিয়া তাঁহার সেই বিজাতীয় ক্রোধ উপশম করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। এক বৎসরের ভিতর একটী একটী করিয়া ক্রমে ক্রমে চব্বিশটী ডাকাইতি করিলেন, এক এক খানি করিয়া ক্রমে ক্রমে চব্বিশখানি গ্রাম লুঠ করিলেন। ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশীয় চব্বিশ স্থানের অধিবাসীবর্গের হৃদয়ে তান্তিয়ার নাম স্তরে স্তরে অঙ্কিত হইল, তাহাদিগের কর্ণকুহরে যেন তান্তিয়ার নাম অহোরাত্র ধ্বনিত হইতে লাগিল!

তান্তিয়া এক বৎসরের ভিতর এতগুলি ডাকাইতি করিলেন বলিয়াই কি তিনি কখন কোন ভীলের সর্ব্বনাশের চেষ্টা করিয়াছেন, না কোন দরিদ্রের মনে কোন রূপ কষ্ট দিয়াছেন, বা তাঁহার অনুগত জনের কখন অনিষ্ট করিয়াছেন? না ইহা কেহ কখন বলিতে পারিবে না। তান্তিয়া ডাকাইত, কিন্তু নীচাশয় নহে; তান্তিয়া চোর, কিন্তু দরিদ্রপীড়ক নহে। তান্তিয়া

হত্যাকারী, কিন্তু নির্দ্দয় নহে। তাস্তিয়া সমস্ত দোষের আকর, কিন্তু গরীবের মা বাপ, দরিদ্রের আশ্রয়, রোগীর চিকিৎসক, ও অনুগতের ভৃত্য। তাস্তিয়া বালকের সহায়, স্ত্রীলোকের আশ্রয়, বৃদ্ধের যষ্টি। তাস্তিয়ার যে গুণ আছে, সে গুণ পায় কে? এদিকে আবার তাস্তিয়া তাহার শত্রুর যম, কৃপণের শত্রু, ইংরেজের বিপক্ষ, পুলিশের কাল। যে স্থানে তাঁহার শত্রু, সেই স্থানেই ডাকাইতি! যে স্থানে ইংরাজের প্রভুত্ব, সেই স্থানেই ডাকাইতি! যে স্থানে তাঁহাকে ধরিবার নিমিত্ত ষড়যন্ত্র হয়, যে স্থানে লোকেরা তাঁহাকে ধরাইয়া দিবার নিমিত্ত পুলিশের সাহায্য করে, সেই স্থানেই ডাকাইতি, সেই স্থানেই খুন, সেই স্থানেই সর্ব্বনাশ!

নিমার জেলার পুলিশের বড় সাহেব তাস্তিয়ার অত্যাচারে অতিশয় পীড়িত হইলেন, তাস্তিয়া কর্ত্তৃক সম্পাদিত ডাকাইতি গুলির কোনরূপ কিনারা করিতে না পারিয়া অতিশয় ভাবিত হইলেন, এবং নানাস্থান হইতে নানা প্রকারের নামীয় পুলিশ কর্ম্মচারীগণকে আনাইয়া এই সকল মকদ্দমার তদারকে নিযুক্ত করিলেন। তাস্তিয়ার সমস্ত গূঢ় রহস্য ভেদ করিবার নিমিত্ত শত শত ডিটেকটিভ কর্ম্মচারী নিযুক্ত হইয়া সেই "তাস্তিয়া পুলিশে" গিয়া মিলিলেন। সকলেই নানারূপ উপায় অবলম্বন করিয়া নানাস্থানে ভ্রমণ করিয়া এই সকল মকদ্দমার গুপ্ত অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন।

এই সকল কর্ম্মচারিগণের মধ্যে ইব্রাহিম বেগ নামীয় এক জন অতি উপযুক্ত ডিটেক্‌টিভ ইন্‌স্‌পেক্টর ছিলেন। তিনি বহু অনুসন্ধান করিয়া একজন ভীলকে ধৃত করিলেন। পূর্ব্ব

কথিত ডাকাইতির মধ্যে একস্থানে ডাকাইতি করিয়া দস্যুগণ প্রত্যাগমন করিবার কালীন একজন দস্যু অনবধানতা বশতঃ তাহার পরিহিত একপাটী জুতা সেইস্থানে পরিত্যাগ করিয়া যায়; ইব্রাহিম বেগ ঐ জুতার উপাদান সকল দেখিয়া স্থির করেন, ইহা ভীলের ব্যবহৃত জুতা। সেই জুতা লইয়া গুপ্ত অনুসন্ধান করিতে করিতে জানিতে পারেন; উহা কাহার জুতা; পরিশেষে সেই ভীলকে অনায়াসেই ধৃত করেন।

ঐব্যক্তি ধৃত হইয়া রেবিন সাহেব ও ইব্রাহিম বেগের কার্য্য পটুতার গুণে ২০টী ডাকাইতির সমস্ত কথা স্বীকার করে—কোন্ স্থানে কি প্রকারে এবং কাহার কাহার দ্বারা সেই সকল ডাকাইতি কার্য্য সমাধা হয়, তাহা বলিয়া দেয়, কিন্তু তাম্বিয়া বা অন্য সর্দার দ্বয়ের কোন কথা স্বীকার করে না। এই ভীলের কথিত মত অপর ৯৬ জন ভীল এই সকল ডাকাইতি মকদ্দমায় সংস্পৃষ্ট ছিল বলিয়া ধৃত হয়, এবং তাহাদিগের মধ্যে কেহ কেহ ঐ সকল ডাকাইতি মকদ্দমার সহায়তা করা স্বীকার করে এবং তাহাদিগের নির্দ্দেশ মত আরও অনেক ভীল ধৃত হইয়া রাজদ্বারে বিচারার্থ প্রেরিত হয়। ইংরাজ হাকিমের বিচারে অধিক সংখ্যক ব্যক্তি ডাকাইতি মকদ্দমায় দোষী সাব্যস্ত হওয়ায় প্রায় ২০০ শত ভীলের কঠোর পরিশ্রমের সহিত কারাবাসের আজ্ঞা হয়।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

বিজনিয়া ও রাজপুত্রের বীরত্ব।

এই সকল ঘটনার অতি অল্প দিবস পরেই তান্তিয়ার সর্ব্ব-প্রধান সহায় ও সর্দ্দার বিজনিয়া ও অন্য সর্দার মেদিয়ার সহিত ধৃত হন। ইহাদিগকে ধরিবার নিমিত্ত রেবিন সাহেবকে যে কতদূর কষ্ট ও ক্ষতি সহ্য করিতে হইয়াছিল তাহা বর্ণনা করা একেবারে অসম্ভব।

এক দিবস হঠাৎ বিজনিয়ার কোন শত্রুপক্ষীয় লোক আসিয়া একজন প্রধান কর্ম্মচারীকে সংবাদ দেন যে, তান্তিয়ার দুইজন প্রধান সর্দ্দার একটী জঙ্গলের ভিতর বসিয়া নির্জ্জনে কি পরামর্শ করিতেছে। এই সংবাদ পাইবামাত্র কর্ম্মচারী উপস্থিত মত লোকজনকে অস্ত্র শস্ত্রে সুসজ্জিত করিয়া নিজেও যতদূর সম্ভব, সুসজ্জিত হইয়া সেই সংবাদদাতার কথিত স্থানে গমন করিলেন। সেইস্থানে গমন করিয়া দেখেন, বাস্তবিকই সর্দ্দার দ্বয় নির্জ্জনে বসিয়া কি পরামর্শ করিতেছেন। কর্ম্মচারী উঁহাদিগকে ধরিতে আদেশ দিলেন। আদেশ পাইবামাত্র সকলে সেইস্থান বেষ্টন করিয়া উঁহাদিগকে ধরিবার উদ্যোগ করিতে লাগিল। ইহা দেখিয়া সর্দ্দারদ্বয়ের চমক ভাঙ্গিল। তাঁহারা বিপদ্জালে জড়ীভূত, বুঝিয়া, সিংহ যেমন আলস্য ত্যাগ করিয়া গাত্রোত্থান করে, সেইরূপ আপন আপন তরবারি হস্তে করিয়া সেইস্থানে উঠিয়া দাঁড়াইলেন। যখন সকলে একত্রে তাহাদিগের উপর আক্রমণ করিল, তখন তাঁহারা একবার ভাবিলেন, 'উহাদিগের ব্যূহ ভেদ করিয়া একদিকে চলিয়া যাই।'

কিন্তু পরক্ষণেই সে ভাবনা হৃদয় হইতে অন্তর্হিত করিয়া উহাদিগকে সম্মুখ সংগ্রামে আহ্বান করিলেন। পুলিশ বীরগণ, কেহ বা লাঠি, কেহ বা তরবারি, কেহ বা বন্দুক লইয়া উহাদিগের প্রতি অগ্রসর হইল! কেহ বা লাঠি মারিতে লাগিল, কেহ বা ভীষণরূপে তরবারি চালনা করিয়া উহাদিগের উপর আক্রমণ করিল, বন্দুকের শব্দে কর্ণ বধির হইয়া যাইতে লাগিল, কিন্তু ইহাতে সরদারদ্বয় ভ্রূক্ষেপও করিলেন না। তরবারির আঘাতে লাঠি সকল খণ্ড খণ্ড হইয়া গেল! কাহার কাহার হস্ত সমেত বন্দুক ও তরবারি সেইস্থানে গড়াগড়ি যাইতে লাগিল। এই সময় যিনি বিজনিয়ার পরাক্রম দেখিয়াছেন, তিনি তাঁহার প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারেন না। এইরূপে উভয় পক্ষে কিছুক্ষণ ভয়ানক যুদ্ধ হইতে হইতে মেদিয়া আহত হইয়া ধৃত হইলেন। কিন্তু বিজনিয়ার পরাক্রম যেন ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতে লাগিল, তাহার তেজ যেন ক্রমেই বিস্ফুরিত হইতে লাগিল, হস্ত যেন ক্রমে আরও দৃঢ়মুষ্টিতে তরবারি ধরিতে লাগিল। অনেকেই তাহার পরাক্রমে রণে ভঙ্গ দিয়া প্রাণ লইয়া পলায়ন করিল, অনেকে আহত হইয়া দূরে গিয়া বসিয়া পড়িল; কর্ম্মচারী তাহাকে ধরিবার আশা একেবারেই পরিত্যাগ করিলেন। এই সময় বিজনিয়া দ্রুতবেগে অসি চালনা করিতে করিতে কর্ম্মচারীকে আক্রমণ করিবার নিমিত্ত তাহার প্রতি ধাবমান হইলেন। এমন সময় কোথা হইতে তিন জন রাজপুত কর্ম্মচারী, তরবারি হস্তে আসিয়া, বিজনিয়ার গতিরোধ করিল! তিনজন রাজপুত এক দিকে, আর বিজনিয়া একাকী একদিকে। কিন্তু উভয় পক্ষের পরাক্রম ভীষণ বোধ হইতে লাগিল। একা বিজনিয়াকে যেন

একশত বলিয়া বোধ হইতে লাগিল! কিন্তু রাজপুতগণও কম নহেন; তাঁহাদিগের পরাক্রম দেখিয়া বিজনিয়া মনে মনে সন্তুষ্ট হইলেন ও ভাবিলেন, ইহারা তিনজনেই আমাদিগের দলের সর্দ্দারের উপযুক্ত। রাজপুতগণ একত্রে অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত বিজনিয়ার সহিত অসিযুদ্ধ করিতে লাগিলেন। বিজনিয়া অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত একাকী যুদ্ধ করিয়া ক্রমেই ক্লান্ত হইয়া পড়িলেন। রাজপুতগণ তিনজন একপক্ষ; তাহাতে আবার তাহারা কেবলমাত্র আগমন করিয়াছে, কাজেই বিজনিয়া ক্রমে আহত ও পরিশেষে পরাস্ত হইয়া ধৃত হইলেন। রাজপুতগণ যদিও বিজনিয়াকে পরাজয় করিলেন, সত্য, কিন্তু তাঁহার অস্ত্র শিক্ষাকে শত শত ধন্যবাদ দিতে লাগিলেন এবং প্রকাশ্যে সর্ব্ব সমক্ষে বলিলেন "যাহার একজন সর্দ্দারের এত পরাক্রম—সেই তান্তিয়া না জানি কি ভয়ানক পরাক্রমশালী! যাহার সর্দ্দার একাকী আমাদিগের তিনজনকে উত্তমরূপ শিক্ষা দিয়াছেন, সেই তান্তিয়া না জানি একাকী কত লোককে পরাস্ত করিতে সক্ষম।"

গভর্ণমেণ্টে এই সকল বিষয়ের আনুপূর্ব্বিক বিবরণ প্রেরিত হইল, রাজপুতত্রয়ের বীর্য্যকলাপ তাহাতে বিবৃত হইল; যিনি তাহাদিগের বীর্য্যকাহিনী শুনিলেন, তিনিই তাঁহাদিগকে ধন্যবাদ দিলেন; যিনি বিজনিয়ার কথা শুনিলেন, তিনিই তাঁহাকে প্রশংসা করিলেন। ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট রাজপুত ত্রয়ের উপর অতীব সন্তুষ্ট হইয়া বিজ্ঞাপিত পুরস্কার ত দিলেনই, তৎ-ব্যতীত সর্ব্ব সমক্ষে উহাদিগের বীরত্ব কীর্ত্তন করিয়া বীরের আভরণ, বন্দুক ও তরবারি, উপহার প্রদান করিলেন।

কে বলে, আমাদিগের দেশ হইতে বীরত্ব লোপ পাইয়াছে, বীরপ্রসবিনী ভারত বীরপ্রসব করিতে বিরত হইয়াছেন? কে বলে, আমাদের সাহস নাই, বীর্য্য নাই, সহিষ্ণুতা নাই? যে দেশে এখনও তান্তিয়া জন্ম গ্রহণ করে, যে দেশে নয় বৎসর পূর্ব্বে বিজনিয়ার বীরত্ব সকলে দেখিয়াছেন, যে স্থানে দৌলিয়া মেদিয়াকে এখনও বিশেষ সতর্কতার সহিত নির্ব্বাসিত করিয়া রাখিতে হইয়াছে, যে দেশে এখনও রাজপুত, বীরত্বের গুণে, গবর্ণমেণ্ট হইতে তরবারি উপহার প্রাপ্ত হয়, সেই দেশে, কে বলে বীর নাই? কে বলে, বীরশোণিত তাহাদের ধমণীতে প্রবাহিত হয় না? যিনি বলেন বলুন, কিন্তু আমি বলিব না।

বিজনিয়া ও মেদিয়া ধৃত হইয়া রাজদ্বারে অর্পিত হইলেন। ভিনপানের সেই বৈরানঘ্যাতক হিমত পেটেলের খুনি মোকদ্দমা ইহাদিগের উপর দায়ের হইল। পুলিশ কর্ম্মচারীগণ ইহাদিগের উপযুক্ত দণ্ড দিবার নিমিত্ত প্রাণপণে চেষ্টা করিলেন। বিচারে মেদিয়া চির নির্ব্বাসিত হইলেন, আর বিজনিয়া হিমত পেটেলকে হত্যা করার প্রধান সহকারী বলিয়া তাহার ফাঁসির হুকুম হইল।

তান্তিয়ার প্রধান প্রধান সরদারগণ ও অধিক সংখ্যক অনুচরবর্গ ধৃত হইয়া রাজদ্বারে যথোপযুক্ত দণ্ড পাইল, সত্য, কিন্তু কৈ, যে তান্তিয়ার নিমিত্ত গবর্ণমেণ্টের এত যত্ন, এত পরিশ্রম, এত ব্যয়, সে তান্তিয়া কৈ? যাহার জন্য অসংখ্য পুলিশ কর্ম্মচারী নিযুক্ত হইয়াছিল, সে তান্তিয়া ধৃত হয় না কেন?

ইংরাজ কর্ম্মচারীগণ এখন অনন্যোপায় হইয়া হোলকার মহারাজের শরণ লইলেন; তান্তিয়াকে ধরিবার নিমিত্ত তাঁহাকে

বিশেষ রূপ অনুরোধ করিলেন। মহারাজ ইংরাজরাজের অনুরোধ অবহেলা করিতে না পারিয়া তাণ্টিয়াকে ধৃত করিবার নিমিত্ত কয়েক জন কর্ম্মচারীকে প্রেরণ করিলেন। বলা বাহুল্য, তাঁহারাও ইংরাজ কর্ম্মচারীবর্গের ন্যায় কৃতকার্য্য (!) হইয়া আস্তে আস্তে আপন আপন স্থানে প্রস্থান করিলেন।

এই সকল দেখিয়া শুনিয়া ইংরাজ কর্ম্মচারী যেন বলিলেন, "আমরা প্রায় সমস্ত লোককেই ধৃত করিয়াছি, এখন কেবল মাত্র তাণ্টিয়া ও তাঁহার কয়েক জন অনুচর অবশিষ্ট আছে; কিন্তু আমরা হোলকার মহারাজের সাহায্যে যেরূপ বন্দোবস্ত করিয়াছি, আশা করি, তাহার ফল শীঘ্রই ফলিবে, তাণ্টিয়া শীঘ্রই ধরা পড়িবে। তাণ্টিয়াকে ধরিতে এত বিলম্ব, এত অর্থ ব্যয় হইত না; কারণ, এই প্রদেশের অধিক স্থান কেবল মাত্র নিবিড় অরণ্যে পূর্ণ। আবার যে স্থানে জঙ্গল নাই সেই স্থানে প্রকাণ্ড মাঠ ধূ ধূ করিতেছে, গ্রাম ত প্রায়ই খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। যাহা পাওয়া যায় তাহাও ভীলদিগের দ্বারা অধিকৃত, তাহাতে আবার কেহই তাণ্টিয়ার বিপক্ষে কোন সংবাদ প্রদান করে না; অধিকন্তু পুলিশ যাহা যাহা করিতেছে তাহাই তাণ্টিয়াকে গিয়া বলিয়া দেয়।

ধন্য তাণ্টিয়া! তোমাকে আমি ডাকাইত বলিব কি, অন্য আর কিছু বলিব তাহা খুঁজিয়া পাইতেছি না। প্রজাবর্গ যে ডাকাইতের সহায়তা করে, তাহা আমি জানিতাম না। তুমি ডাকাইত সত্য, কিন্তু বল দেখি, কোন্ গুণে তুমি গরীব প্রজাবর্গকে ভক্তি ডোরে বাঁধিয়াছ, কোন্ অসাধারণ গুণে তোমার বিপক্ষ পুলিশের মন্ত্রণা জানিতে পারিতেছ?

১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দ।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

বিজনীয়ার পরিণাম ও কোদবার পেটেলের প্রতি তান্তিয়ার ব্যবহার।

একে একে তান্তিয়ার প্রধান প্রধান সমস্ত সরদারগণ ধৃত হইয়া বুক ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, বল কমিয়া গিয়াছে, দলের অন্যান্য সকলে ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হইয়া কোথায় পলায়ন করিয়াছে। এক্ষণ কিছু দিবসের নিমিত্ত আর তান্তিয়া কোন রূপ অত্যাচার করিতে পারিবেন না—পুনরায় দলবল সংগ্রহ না হইলে আর তিনি ডাকাইতি করিতে সমর্থ হইবেন না, কিন্তু তাহা সকলের স্বপ্ন মাত্রই হইল। যে সময় বিজনিয়ার মোকদ্দমা বিচারার্থে আদালতে উপস্থিত আছে, সকলেই বিজনিয়ার ভাগ্যফল আপন আপন মনে কল্পনা করিতেছেন, সেই সময় আর একটী লোম-হর্ষণ সংবাদ সকলেই জানিতে পারিলেন। ১৮৮১ সালের ৭ই জানুয়ারি তারিখে এই ভয়ানক ব্যাপার সংসাধিত হইল।

ইন্দোর রোড হইতে প্রায় ৩ মাইল ব্যবধান চিচগুহা নামক পল্লী। সেই গ্রামে এক জন বণিক বাস করিতেন; তাঁহার ধন সম্পত্তি যথেষ্ট ছিল, কিন্তু তিনি তাঁহার সেই ধন কোন ক্রমে ব্যয় করিতে পারিতেন না। গ্রামস্থ কোন লোক অনশনে মরিলেও তাহার প্রতি একবারের নিমিত্তও দৃষ্টিপাত করিতেন না। একদিবস রাত্রে হটাৎ তাহার বাড়ীতে তান্তিয়ার পদার্পণ হইল। একা নহেন, তাঁহার সহিত তাঁহার সরদার কৌলিয়া, হিরিয়া ও কতকগুলি অনুচর। তাঁহারা সকলেই সেই বণিকের

যথা সর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করিয়া লইয়া সেই স্থান হইতে প্রস্থান করিলেন। কিন্তু যাইবার সময় তান্তিয়া সেই বণিককে বলিয়া গেলেন—"যখন তুমি তোমার অতুল অর্থ স্বত্বেও একটী পয়সা ব্যয় করিতে পার না, তখন এই সর্ব্ব অর্থ তোমার নিকট থাকিয়া লাভ কি? যাহারা ব্যয় করিতে জানে তাহাদের হস্তগত হওয়াই উচিত।"

পুলিশ কর্ম্মচারীগণ এই সংবাদ পাইয়া হোলকার মহারাজের পুলিশের সহিত মিলিত হইলেন, এবং ডাকাইতদিগের অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলেন। কিন্তু ফল যাহা ফলিল তাহা সকলেই বুঝিয়া লউন। তবে এইমাত্র জানিতে পারিলেন যে, তান্তিয়া এখন মহারাজের রাজত্বের ভিতর কোন না কোন স্থানে লুক্কায়িত ভাবে আছেন।

এই ঘটনার কিছু দিবস পরে অর্থাৎ ২রা ফেব্রুয়ারি তারিখে একটী লোমহর্ষণ ঘটনায় তান্তিয়ার হৃদয় অস্থির হয়, মন আকুল হয়, প্রাণ কাঁদিয়া উঠে। তিনি এই ঘটনার পর একমাস পর্য্যন্ত অস্ত্র ধারণ করেন না। যে ঘটনায় তান্তিয়ার মন বিচলিত হইয়াছিল, তাহা এই,—

সকলেই অবগত আছেন, তান্তিয়ার সেইপ্রধান সর্দ্দার বিজনিয়া হিমত পেটেলকে খুন করার সহায়তা করা অপরাধে অপরাধী হওয়ায় তাঁহার ফাঁসীর হুকুম হয়। আজ হিমতে পেটেলের বাসস্থান ভিনপান গ্রামে ভীলের স্থান হইতেছে না! নানা স্থান হইতে সহস্র সহস্র ভীলগণ আসিয়া সেই স্থানে উপস্থিত হইয়াছে, একটী প্রকাণ্ড ময়দানে সকলে সোৎসুকে দণ্ডায়মান আছে। এমন সময় কতকগুলি অস্ত্রধারী

পুরুষ ভীষণ শৃঙ্খলে হস্ত পদ আবদ্ধ করিয়া একটী লোককে সেই স্থানে আনয়ন করিলেন। ইনি এখন কৃশ ও দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছেন, পঞ্জরের অস্থি সকল দৃষ্টি-গোচব হইতেছে ; কিন্তু এখনও গাম্ভীর্য্য আছে, মুখ বীরতেজে দীপ্তীমান হইতেছে। দেখিবামাত্রই সকলে ইহাকে চিনিতে পারিল, সকলে "বিজনিয়া মহারাজ" 'বিজনিয়া মহাবাজ' বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল ! অস্ত্রধারী পুরুষগণ যেন তাহার গলা একটী সম্মার্জ্জিত রজ্জুর দ্বারা বাঁধিয়া সেই স্থানের একটী বৃক্ষেব ডালে তাঁহাকে ঝুলাইয়া দিলেন ! তাহাদের মধ্যে একজন অতি উচ্চৈঃস্বরে সমস্ত ভীলকে সম্বোধন করিয়াক হিলেন,—"সকলে বিশেষ মনোযোগের সহিত দেখ, তাণ্টিয়ায় সহায়তা করিয়া ইহাব কি পরিণাম হইল ! তাণ্টিয়ার সহিত ডাকাইতি করিয়া ইহার কি দশা হইল ! ইনি এই স্থানের হিমত পেটেলকে খুন করিয়াছিলেন, এখন তাহাব উপযুক্ত প্রতিফল পাইলেন। তোমরা সকলে সাবধান হও,—কিরূপ কার্য্য কবিলে কিরূপ ফল হয়, তাহা দেখিয়া লও,—তাণ্টিয়ার সহায়তা করিলে তাহার পরিণাম ভাবিয়া রাখ।" এই বলিয়া অস্ত্রধারী পুরুষ চুপ করিলেন। বিজনিয়া সেই রজ্জুতে লম্ববান হইয়া ২।৪ বার নড়িলেন। দেখিতে দেখিতে ইহজন্মের সমস্ত সুখ দুঃখ ভুলিলেন। ভীলগণ অনেক ক্ষণ পর্য্যন্ত সেই স্থানে দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া পরিশেষে ক্ষুণ্ণমনে আপন আপন গ্রাম অভিমুখে প্রস্থান করিল। বিজনিয়ার মৃতদেহ সেই বৃক্ষেই লম্বমান থাকিয়া, ডাকাইতি ও নরহত্যা করিলে যে কি ফল হয়, তাহা সকলকে দেখাইতে লাগিল ; এই দৃষ্টান্তে সকলেই ভীত হইল। ফলতঃ তাণ্টিয়া

ও তাঁহার অনুচরবর্গ ভীত হইয়াছিলেন কি না জানি না; কিন্তু তাঁহাদিগের হৃদয় অভূতপূর্ব্ব শোকে আচ্ছন্ন হইয়াছিল। বিজনিয়ার নিমিত্ত তান্তিয়া যে রূপ শোকাতুর হইয়াছিলেন, আপনার প্রাণ অপেক্ষাও প্রিয় পুত্রের অকাল মৃত্যুতে কোন স্নেহময় পিতা সে রূপ শোকাতুর হন কি না সন্দেহ। তিনি এক মাস কাল অন্ন গ্রহণ না করিয়া রাত্রিদিন কেবল অশ্রুজল বিসর্জ্জন করিয়াছিলেন।

এই সময় কোদবার পেটেল নামীয় এক ব্যক্তি তান্তিয়ার বিরুদ্ধাচরণ করিতে প্রবৃত্ত হইয়া ইংরাজ কর্ম্মচারীর নিকট তাঁহার বিরুদ্ধে অনেক কথা বলেন। কোদবার পেটেল যে পল্লিতে বাস করিতেন, সেই স্থানে অনেক ভীলের বাসস্থান; সুতরাং তাঁহার মন্ত্রণা শীঘ্রই তান্তিয়ার কর্ণগোচর হইল। তান্তিয়ার বিপক্ষে তিনি যাহা যাহা বলিয়াছিলেন, তান্তিয়া তাহার সমস্তই অবগত হইলেন। তান্তিয়া ভাবিয়াছিলেন যে, যত দিবস পর্য্যন্ত বিজনিয়ার শোক ভুলিতে না পারিবেন, তত দিবস আর অস্ত্রধারণ করিবেন না, কিন্তু তাহা হইল না। কোদবার পেটেলের কথা শুনিয়া তাঁহার হৃদয়ে ক্রোধাগ্নি উদ্দীপ্ত হইল; ১লা এপ্রেল তারিখে তিনি পুনরায় অস্ত্র ধারণ করিলেন।

তাঁহার প্রধান প্রধান কয়েকজন সরদারের এই রূপ পরিণাম হওয়াতে যদিও তাঁহার বিশেষ ক্ষতি হইয়াছিল বটে, কিন্তু তাঁহার অনুচরবর্গ একেবারে সরদার বিহীন হয় নাই। তাঁহার অন্যান্য যে কয়েকজন সর্দ্দার ছিল, তাহাদিগের দ্বারাই আপনার দলকে দৃঢ় করিয়া অনুচরবর্গ সমভিব্যহারে কোদবার পেটেলের বাটীতে গিয়া উপনীত হইলেন, তাঁহার বাটীর ভিতর প্রবেশ

করতঃ তাঁহার যথা সর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করিয়া লইয়া কোদবারকে কপর্দ্দক শূন্য করিলেন। কোদবারও জানিতে পারিলেন, তান্তিয়ার বিরুদ্ধে কোন কথা বলিলে তাহার কি দশা ঘটে।

কোদবারের যথাসর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করিয়াও তান্তিয়া ভাবিলেন—ইহার উপযুক্ত শাস্তি এখনও হয় নাই, তখন সেই গ্রামবাসী ভীলগণের সন্ধান মতে, সেই গ্রামে কোদবার পেটেলের আত্মীয় স্বজন যিনি যেখানে ছিলেন, তাহাদিগের প্রত্যেকের বাড়ীতেই ডাকাইতি করিয়া তাহাদিগের সর্ব্বস্ব অপহরণ করিয়া লইলেন। সকলেই হাহাকার করিতে করিতে থানায় গিয়া সংবাদ দিতে লাগিল। তান্তিয়া তাহাতে কণামাত্র ভ্রূক্ষেপও না করিয়া সেই স্থান হইতে স্থানান্তরে গমন করিলেন।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

তান্তিয়ার সহায়তাকারীর দণ্ড ও অবিশ্বাসাচরণের প্রতিফল।

এই ঘটনার পর তান্তিয়া নিমার জেলা অতিক্রম করিয়া তাওয়া নদীর সন্নিকটে জঙ্গলের ভিতর প্রবেশ করেন। সেই স্থানে তাঁহারা ক্ষুধায় অতিশয় কাতর হইয়া কোথায় গমন করিবেন, তাহা স্থির করিতেছেন, এমন সময় সেই জঙ্গলের ভিতর সারওয়ারিয়া গ্রামবাসী ৩ জন লোককে দেখিতে পান। তাহারা তান্তিয়ার নিকট আসিলে তান্তিয়া তাহাদিগের সহিত আলাপ পরিচয়ে অতিশয় সন্তুষ্ট হন, ও পরিশেষে কিছু আহারীয়

দ্রব্য সংগ্রহ করিতে তাহাদিগকে অনুরোধ করেন। তাহারা তান্তিয়ার অনুরোধ রক্ষা করিয়া ভামগড বাজার হইতে কিছু আহারীয় দ্রব্য সংগ্রহ পূর্ব্বক আনিয়া দেয়। তান্তিয়া এই সকল আহারীয় দ্রব্য পাইয়া যারপর নাই সন্তুষ্ট হন ও তাহাদিগের সহিত বন্ধুত্ব স্থাপন করেন।

তান্তিয়া এই স্থানে কয়েক দিবস অবস্থিতি করিয়া মাগুলা গ্রামের নিকটবর্ত্তী অনেক স্থানে ডাকাইতি করেন। যাহাদিগের বাড়ীতে ডাকাইতি হয়, তাহারা প্রত্যেকেই কোন না কোন দোষে তান্তিয়ার নিকট দোষী। কেহ বা অতিশয় কৃপণ, কেহবা ইংরাজের মিত্র, কেহ বা পুলিশের সহায়। তান্তিয়া ঐ তিন ব্যক্তির দ্বারা ঐ সমস্ত লোকের চরিত্রের বিষয় বিশেষ রূপে অবগত হইয়া তাহাদিগকে উত্তমরূপে শিক্ষা দিবার নিমিত্ত এই ডাকাইতি সকল সম্পাদন করেন, এবং আপনার কার্য্য উদ্ধার করিয়া স্বদলবলে সেই স্থান হইতে প্রস্থান করেন।

এই সকল ডাকাইতির বিষয় "তান্তিয়া পুলিশের" কর্ম্মচারীগণ অবগত হইয়া তাহার অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হন, তাঁহারা এই সকল ডাকাইতির অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়াই জানিতে পারিলেন, এই সকল ডাকাইতিই তান্তিয়ার দ্বারা সংসাধিত হইয়াছে। এতকাল পর্য্যন্ত তাঁহারা তান্তিয়ার অনুসন্ধানে নিযুক্ত ছিলেন, এখনও আবার তাহারই অনুসন্ধানের অন্যান্য উপায় উদ্ভাবন করিতে লাগিলেন; কিন্তু তাহাতে কোন ফলই ফলিল না। তান্তিয়া ধৃত হওয়া দূরে থাকুক, তাঁহার থাকিবার নির্দ্দিষ্ট স্থানের কোন সন্ধান পর্য্যন্তও পাইলেন না। এই সকল

কর্ম্মচারীবর্গের মধ্যে সেরআলি নামীয় একজন ইন্‌স্‌পেক্টর ছিলেন। তিনি অনেক অনুসন্ধান করিয়া তান্তিয়াকে ধরিতে পারিলেন না, কিন্তু তাঁহার পরিশ্রম একেবারে ব্যর্থ হইল না। সারওয়ারিয়া গ্রামনিবাসী সেই তিন জন ব্যক্তিকে তিনি ধৃত করিলেন; তাহারা তান্তিয়াকে সেই স্থানে আশ্রয় দিয়াছিল বলিয়া তাহাদিগের বিপদের একশেষ হইল। অধিকন্তু তাহাদিগের ঘর হইতে সেই স্থানের নিকটবর্ত্তী কোন কোন ডাকাইতির মালও পাওয়া গেল। তখন তাহারা তান্তিয়ার সহিত ডাকাইতির সহায়তা করা অপরাধে বিচারকের নিকট প্রেরিত হইল, বিচারকও তাহাদিগকে এই সকল ডাকাইতি কার্য্যে লিপ্ত থাকা অপরাধে প্রত্যেককে তিন বৎসরের নিমিত্ত কঠিন পরিশ্রমের সহিত কারাগারে প্রেরণ করিলেন।

সারওয়ারিয়া গ্রামের মালগুজার একজন রাজপুত। তাঁহার বাসস্থান সাহেজলা গ্রামে; সেই স্থানের মালগুজারিও তিনি আদায় করিয়া থাকেন। সারওয়ারিয়া গ্রামের ডাকাইতির অব্যবহিত পরেই এক দিবস হটাৎ একদল অস্ত্রধারী পুরুষ আসিয়া সাহেজলা গ্রামে উপনীত হইলেন। তাঁহারা সেই মালগুজারের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া কি পরামর্শ করিলেন ও পরিশেষে সেইস্থান হইতে গমন কালীন মালগুজার তাঁহাদিগকে পঞ্চাশ টাকা প্রদান করিলেন। পুলিশ এই সংবাদ পাইবা মাত্র সেই স্থানে আসিয়া উপনীত হইলেন; সেই রাজপুত মালগুজারকে ডাকাইয়া, সেই সকল অস্ত্রধারী দস্যুগণের কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। এই কথা শুনিয়া মালগুজার, হয় অতিশয় ভীত হইয়া—না হয় তান্তিয়ার সহিত তাঁহার বন্দোবস্ত অনুযায়ী,

পুলিশের নিকট মিথ্যা কথা কহিলেন। বলিলেন, 'এই স্থানে কয়েক জন অস্ত্রধারী পুরুষ আসিয়াছিলেন সত্য, কিন্তু আমি তাঁহাদিগকে চিনি না। তাঁহারা দস্যু কি পুলিশ কর্ম্মচারী তাহাও আমি বুঝিতে পারি নাই; কিন্তু আমি উঁহাদিগকে কোন রূপে সাহায্য করি নাই বা উঁহাদিগকে কোন অর্থাদিও দেই নাই।' এই কথা শুনিয়া পুলিশ কর্ম্মচারীগণ একেবারেই অবাক হইলেন।

ধন্য পুলিশ! যে মালগুজার সরকারী কর্ম্মচারী হইয়া তোমাদিগের সহিত সতত মিলিয়া মিশিয়া কার্য্য করেন, তিনিই যখন তোমাদিগের মুখের উপর দাঁড়াইয়া স্পষ্টরূপে বলিতেছেন যে, সেই আগন্তুক ব্যক্তিগণ দস্যু কি পুলিশ তাহা বুঝিতে পারেন নাই, তখন ইহাতেই তোমাদিগের কার্য্যপটুতা প্রকাশ পাইতেছে। পুলিশের উপর এই দেশবাসীগণের কিরূপ আস্থা তাহা স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে। তোমাদিগের কার্য্য দেখিয়া একেবারে অবাক হইতে হয়। কারণ এই প্রকার কার্য্য পুলিশের পক্ষে বড় কম লজ্জাকর কথা নহে।

মালগুজারের এই কথা শুনিয়া পুলিশ একেবারে বিস্মিত হইয়া পড়িলেন; তান্তিয়াকে ধরিতে না পারিয়া তাঁহারা যেরূপ অবমানিত হইতেছিলেন, এই মালগুজারের উপর সেই অবমানের কতক প্রতিশোধ লইলেন, দেখিতে দেখিতে সাক্ষ্য দ্বারা প্রমাণ হইল যে তিনি দস্যুগণকে জানিয়া শুনিয়াই বিশেষ সাহায্য করিয়াছেন, তান্তিয়ার মন্ত্রণা বলেই পুলিশের নিকট তিনি মিথ্যা কথা বলিয়াছেন। এখন আর তিনি যান কোথা! পুলিশের নিকট মিথ্যা বলায় তিনি ভয়ানক দোষী

সাব্যস্ত হইলেন এবং ডেপুটী কমিসনার সাহেবের আদেশ মত তিনি ৬ মাসের জন্য কঠিন পরিশ্রমের সহিত কারাবদ্ধ হইলেন।

এই ঘটনার পরেই তান্তিয়া স্বদল বলে হোলকার মহারাজের অধীনস্থ কোন স্থানে গিয়া বাস করিতে লাগিলেন। এক মাস কাল বিশ্রাম করিয়া পুনরায় স্বদল বলে বহির্গত হইলেন ও নিমার সীমানার ভিতর বাগ্‌দা নামক গ্রামে উপর্য্যুপরি কয়েকবার ডাকাইতি করিয়া সেই গ্রামকে একেবারে উচ্ছন্ন করিয়া দিলেন। কি নিমিত্ত বাগদা গ্রামের উপর তাঁহার এরূপ জাতক্রোধ হইয়াছিল, তাহার সন্ধান পাওয়া যায় নাই।

এই ঘটনার অতি অল্প দিবস পরেই হটাৎ একদিবস বেরিয়া ফাঁড়িতে সংবাদ আসিল যে, অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত হইয়া তান্তিয়া একাকী রাস্তা দিয়া আম্বা গ্রামভেদ করিয়া গমন করিতেছেন। সেই ফাঁড়িতে একজন হেডকনষ্টেবল থাকিতেন, এই সংবাদ পাইয়া তিনি কি করিবেন স্থির করিতে না পারিয়া আম্বা গ্রামের মালগুজারকে ডাকাইলেন, তাহাকে সমস্ত কথা বলিলেন। তাঁহারই গ্রামের ভিতর দিয়া তান্তিয়া গমন করিতেছেন, শুনিয়া, গবর্ণমেণ্ট হইতে বিজ্ঞাপিত পুরস্কারের লোভে তাঁহার মন প্রলোভিত হইল। তিনি তখনই সেই হেড-কনষ্টেবলের সহিত একত্রে তান্তিয়াকে ধরিবার নিমিত্ত, তান্তিয়া যে রাস্তা দিয়া গমন করিয়াছেন, সেই পথ অবলম্বন করিয়া চলিলেন। পথের অনেক স্থানেই তান্তিয়ার সন্ধান পাইতে লাগিলেন, ক্রমেই তাঁহাদিগের মনে তান্তিয়াকে ধরিবার আশা বলবতী হইতে লাগিল। তাঁহারা অতি দ্রুত বেগে চলিতে

লাগিলেন। যে সময় সেই প্রদেশের ভীলগণ জানিতে পারিল যে, মালগুজার পুলীশ সমভিব্যাহারে তান্তিয়াকে ধরিবার নিমিত্ত প্রাণপণে চলিয়াছেন, সেই সময় হইতে তান্তিয়ার আর কোন সন্ধানই পাওয়া গেল না। তখন তাঁহারা ক্ষুণ্ণ মনে আপন আপন স্থানে প্রত্যাগমন করিলেন।

এই ঘটনার অতি অল্প দিবস পরেই আম্বা গ্রামে সেই মালগুজারের বাড়ীতে ডাকাইতি হয়। তান্তিয়া ডাকাইতির সময় সেই মালগুজারকে ডাকাইয়া তাঁহাকে বলিয়া দেন যে, পুরস্কারের লোভে পুলিশ সমভিব্যাহারে তিনি তান্তিয়াকে ধরিতে গিয়াছিলেন বলিয়াই আজ তাহার বাড়ীতে এই ডাকাইতি হইল, তিনি যে পুরস্কারের লোভ করিয়াছিলেন সেই লোভের প্রতিফল এই হইল।

আম্বার এই ডাকাইতি কার্য্য সমাধা কালে তান্তিয়া আর একটী কার্য্য করিয়াছিলেন। ডাকাইতদিগের আক্রমণ হইতে সেই গ্রাম বাঁচাইবার নিমিত্ত এক জন কনষ্টেবল এই স্থানে নিযুক্ত ছিল, যে মালগুজারের বাড়ীতে ডাকাইতি হয়, সেই বাড়ীতেই তাহার থাকিবার স্থান নির্দ্দিষ্ট ছিল। তান্তিয়া ইহা পূর্ব্ব হইতেই জানিতেন, তিনি আসিয়াই প্রথমে সেই কনষ্টেবলকে ডাকিলেন, ও তাহাকে কহিলেন—"আমরা এই বাড়ীতে ডাকাইতি করিব, তুমি এখন এই স্থান হইতে প্রস্থান কর। কনষ্টেবল তান্তিয়ার কথা না শুনিয়া তাহার অস্ত্র লইবার নিমিত্ত যেমন উদ্যোগ করিল, অমনি তান্তিয়া তাহাকে ধরিয়া, উত্তমরূপে বাঁধিয়া সেই স্থানে ফেলিয়া রাখিলেন, ও তাহার অস্ত্র শস্ত্র প্রভৃতি সমস্ত সাজই কাড়িয়া লইয়া

মালগুজারের বাড়ী ডাকাইতি করতঃ সেই স্থান হইতে স্বদল বলে প্রস্থান করিলেন। যখন তিনি সেই স্থান হইতে চলিয়া যান, তখন সেই কনষ্টেবলের বন্ধন উন্মোচন করিয়া দিয়া যান। কিন্তু কনেষ্টবল এরূপ ভীত হইয়াছিল যে, সে আর কোনরূপ উচ্চ বাচ্য না করিয়া সেই স্থানেই পড়িয়া রহিল।

কনেষ্টবল যদি সেই সময়ে একটু বুদ্ধির সহিত কার্য্য করিতে পারিত, যদি অলক্ষিত ভাবে দস্যুগণের পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিয়া উহাদিগের থাকিবার স্থান দেখিতে পারিত, তাহা হইলে এই ডাকাইতির আসামী অনায়াসেই ধরা পড়িত, কিন্তু সেই অজ্ঞ কনষ্টেবলের বুদ্ধিতে সে ধারণা হয় নাই বলিয়া তাহাকে পুলিশ হইতে বিতাড়িত করিয়া দেওয়া হইল। চিরদিবসের মত সে গবর্ণমেণ্টের কার্য্য হইতে বঞ্চিত হইল।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।

দোলিয়া ধৃত হওয়ায় তাঁতিয়ার ক্রোধ।

এই ঘটনার ১৮ দিবস পরে অর্থাৎ ২৩শে মে তারিখে তাঁতিয়া তাপ্তী নদীর অপর পারে গিয়া উপস্থিত হইলেন। সেই স্থান হইতে তিনি নিমার জেলার অন্তর্গত বলথার গ্রামে গমন করিবার কালীন হিওরা গ্রামে উপনীত হন। সেই স্থানের দুইজন ভীল ইঁহাদিগকে বিশেষ যত্নের সহিত অভ্যর্থনাপূর্ব্বক আহারাদির বন্দোবস্ত করিয়া দেন; তাঁহারা সেই স্থানে

আহারাদি সমাপন পূর্ব্বক পুনরায় গমন করিতে আরম্ভ করেন। বলথার গ্রামে উপনীত হইয়া সেই গ্রামে ও তাহার নিকটবর্ত্তী ধারতালাই নামক এক গ্রামে ডাকাইতি করেন ও পরিশেষে হোলকার মহারাজের এলাকাস্থিত আপন স্থানে গমন পূর্ব্বক কিয়ৎ দিবস অতিবাহিত করেন। এই ডাকাইতির অতি অল্পক্ষণ পরেই পুলিশ সেই স্থানে আসিয়া উপস্থিত হন, ও দস্যুগণ যে পথে গমন করিয়াছে সেই পথ অবলম্বনে তাহাদিগের অনুসরণ করেন। কিন্তু সেই জঙ্গল পরিপূর্ণ প্রস্তর-ময় প্রদেশ অতিক্রম পূর্ব্বক কোন ক্রমেই দস্যুগণের নিকটবর্ত্তী হইতে পারেন না, কাজেই সকলে অকৃতকার্য্য হইয়া আস্তে আস্তে প্রত্যাগমন করেন। কিন্তু ইন্‌স্‌পেক্টর গোকুলরাম তান্তিয়ার কিছুই করিতে না পারিয়া হিওরা গ্রামের সেই দরিদ্র ভীলদ্বয়কে ধৃতপূর্ব্বক তান্তিয়াধৃতকার্য্যে কতক কৃতকার্য্য হইয়াছেন ভাবিয়া আপন মনকে সন্তুষ্ট করেন!

যে সকল ডিটেক্‌টিভ কর্ম্মচারী তান্তিয়াকে ধরিবার জন্য নিযুক্ত হইয়াছিলেন তাঁহারা অনেক অনুসন্ধান পূর্ব্বক পরিশেষে এই সাব্যস্ত করিলেন, এখন তান্তিয়া, মহারাজের এলাকার ভিতর অবস্থান করিতেছেন। কিন্তু মহারাজের কর্ম্মচারিগণ সে কথায় কর্ণপাতও করিলেন না; কারণ, যদি তাঁহারা পুনরায় তান্তিয়াকে ধরিবার নিমিত্ত যত্ন করেন, তাহা হইলে পুনরায় তান্তিয়ার ক্রোধ উদ্দীপ্ত হইবে ও সেই প্রদেশীয় গ্রাম সমূহ ভস্মরাশিতে পর্য্যবসিত হইবে।

হোলকার মহারাজের এলাকাস্থিত খরগাঁ নামক গ্রামে একজন নাপিতের বাসস্থান। তিনি তান্তিয়া সম্বন্ধীয় যখন

যে সংবাদ পাইতেন, তখনই তাহা নাপিত জাতীয় একজন নিমার ডিটেক্‌টিভকে বলিয়া দিতেন। কিন্তু মহারাজের কর্ম্মচারিগণ ইহাতে বিশেষ মনোযোগ করিতেন না। নাপিতের সেই আচরণ ক্রমে তান্তিয়ার কর্ণগোচর হইল; তখন তিনি সেই নাপিতকে কিছু শিক্ষা দিবার নিমিত্ত ৬ই সেপ্টেম্বর তারিখে তাহার বাটীতে গিয়া উপনীত হইলেন। নাপিতকে ধৃত করিয়া তাহার নিকট হইতে ২৫৲ টাকা আদায় করিয়া লইলেন ও ২৫০৲ টাকা পরিশেষে প্রদান করিবে এই রূপ প্রতিজ্ঞা করিলে তবে তাহাকে ছাড়িয়া দিলেন।

এই সংবাদ মহারাজের কর্ণগোচর হইলে তিনি তান্তিয়াকে ধরিবার নিমিত্ত আপন কর্ম্মচারিবর্গের উপর আদেশ প্রদান করিলেন। তাহারা তান্তিয়ার অনুসরণ পূর্ব্বক ভীলখেরি গ্রামে গিয়া উপনীত হন। সেই স্থানে একজন স্বর্ণকার বাস করিতেন, দস্যু সর্দ্দার সেই স্বর্ণকারের নিকট কিছু টাকা প্রার্থনা করেন। স্বর্ণকার তাহাদিগকে বিশেষ যত্নের সহিত আহারাদি করাইয়া আপনার ঘরে বিশ্রামের স্থান দেন ও টাকা আনিবার ভানে বাটী হইতে বহির্গত হইয়া মহারাজের কর্ম্মচারিগণকে এই সংবাদ প্রদান করেন।

দস্যুগণ যখন আপন আপন অস্ত্র শস্ত্র পরিত্যাগ পূর্ব্বক বিশ্রাম করিতেছেন, সেই সময় মহারাজের কর্ম্মচারিগণ আসিয়া তাহাদিগকে অনায়াসেই ধৃত করিলেন, ও দৃঢ় রূপ বন্ধন করিয়া হোলকার মাহারাজের নিকট প্রেরণ করিলেন।

তান্তিয়া তাঁহার কয়েকজন অনুচর বর্গের সহিত ধৃত হইয়াছেন, এই সংবাদ পাইয়া মহারাজ যৎপরোনাস্তি সন্তুষ্ট হইলেন।

ধৃতকারী কর্ম্মচারিগণ পুরস্কার পাইবার প্রত্যাশায় নৃত্য করিতে লাগিলেন! দ্রুতগামী সংবাদবাহী: তাঁন্তিয়ার ধৃত হওয়ার সংবাদ লইয়া ইংরাজ কর্ম্মচারির নিকট ছুটিল।

ইংরাজ পুলিশ কর্ম্মচারিগণ এই সংবাদ পাইবামাত্র ভাবিলেন, তাঁহাদিগের কষ্টের লাঘব হইল, দুঃখ দূর হইল, ও উর্দ্ধতন কর্ম্মচারির কঠোর মন্তব্য হইতে নিষ্কৃতি পাইলেন। তখন তাঁহারা চারিদিকে ছুটাছুটি করিতে লাগিলেন, তাঁন্তিয়ার বিরুদ্ধে যে সকল মকদ্দমা উপস্থিত আছে, তাহার সাক্ষীগণের অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন, তখন ইংলিশ গভর্ণমেণ্ট হইতে হোলকার মহারাজের নিকট এই মর্ম্মে একখানি আবেদন পত্র প্রেরিত হইল যে—"অনতিবিলম্বেই তাঁন্তিয়াকে উপযুক্তরূপ বন্ধনপূর্ব্বক প্রহরী সমভিব্যাহারে নিমার পুলিশে পাঠাইয়া দেওয়া হয়।" 'দরবার' হইতে ইংরাজের আবেদন গ্রাহ্য হইল, তাহাকে নিমারে পাঠাইয়া দেওয়ার হুকুম হইল। বলা বাহুল্য যে, বিশেষ সমারোহের সহিত তিনি নিমারে আনীত হইলেন।

যখন তিনি নিমারে আনীত হন, সেই সময় পর্য্যন্তও তিনি আপনাকে তাঁন্তিয়া বলিয়া পরিচয় দেন; কিন্তু পরিশেষে তাঁন্তিয়ার আত্মীয় বন্ধুর দ্বারা ইহা প্রকাশ হইয়া পড়িল যে, তিনি তাঁন্তিয়া নহেন! ক্রমে ইহাও সকলে জানিতে পারিলেন যে ইনিই জেল হইতে পলায়নকারী সেই দৌলিয়া ভীল।

দৌলিয়া পুনরায় ধৃত হইয়াছেন, এই সংবাদ পাইয়া তাঁন্তিয়া অশেষ দুঃখিত হইলেন; ভালখেরি গ্রামের সরকারের সন্ধানে ও অন্যান্য যে কয়েক ব্যক্তির সাহায্যে দৌলিয়া ধৃত হইয়াছেন তাঁন্তিয়া তাঁহাদের প্রতিশোধ লইতে প্রবৃত্ত হইলেন। তখন তিনি স্বদল

বলে ভীলখেরি গ্রামের ভিতর প্রবেশ করিয়া প্রথমেই সেই স্বর্ণ কারের গৃহে আগুণ লাগাইয়া দিলেন। উহা ধূ ধূ করিয়া জলিতে লাগিল। অপর যে সাতজন ব্যক্তি দৌলিয়াকে ধৃত করিবার সময় পুলিশের সাহায্য করিয়াছিল, তাহাদের গৃহও দেখিতে দেখিতে জলিয়া উঠিল, সমস্ত গ্রাম একেবারে আলোকে পূর্ণ হইয়া গেল, অগ্নি শিখায় গগণ আচ্ছন্ন হইল, গ্রামের ভিতর ভয়ানক গোল যোগ উত্থিত হইল; এই সাবকাশে তাঁহা-রাও আপন আপন মূর্ত্তি অবলম্বন করিয়া সেই স্থান লুণ্ঠণ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। লুণ্ঠনকার্য্য সমাপন হইলে তান্তিয়া সেই স্থান পরিত্যাগ পূর্ব্বক অঞ্জন গ্রামে আসিয়া উপনীত হইলেন। এই স্থানে হোলকার মহারাজের এক জন পাটযারি থাকিতেন; সেই প্রদেশীয় সমস্ত গ্রাম হইতে রাজস্ব আদায় করাই ইহাঁর কার্য্য ছিল। তান্তিয়া সেই পাটয়ারীর দপ্তরখানায় প্রবেশ করিলেন, মালগুজারীর যত হিসাব প্রভৃতির কাগজপত্র ছিল, তাহা সেই স্থান হইতে বাহির করিয়া তাহাতে অগ্নি লাগাইয়া দিলেন, সমস্ত কাগজপত্র পুড়িয়া ভস্মাবশেষ হইয়া গেল। ইহাতে মহারাজের যে বিস্তর ক্ষতি হইয়াছিল তাহার আর কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। পরিশেষে তিনি সেই পাটয়ারীকে ডাকাইয়া কহিলেন—"এত দিবস পর্য্যন্ত তান্তিয়া স্বদলবলে মহারাজের রাজত্বের ভিতর নিতান্ত শান্ত ভাবে অবস্থিতি করিতেছিলেন। কিছু দিবস পর্য্যন্ত মহারাজ তাঁহার উপর কোন প্রকার অত্যাচার করেন নাই বলিয়া তান্তিয়াও তাঁহার কিছুমাত্র অনিষ্ট করিবার চেষ্টা করেন নাই। কিন্তু তিনি যখন তান্তিয়ার বিপক্ষ হইয়া এখন তাঁহার অনিষ্ট

করিতে চেষ্টা করিতেছেন, যখন তিনি তাঁহার সরদারকে ধৃত করিয়া নিমাবে প্রেরণ করিয়াছেন, তখন জানিও যে, তান্তিয়া আর এখন আলো ছাড়িবে না; এই কয়েকখানি ঘর ও এই কাগজ গুলি কেবল পুড়াইয়া ফেলিয়াই যে চুপ করিয়া থাকিবে, তাহা নহে। এখন তুমি তোমার মহারাজকে বলিও— "তান্তিয়া একবার তাঁহাকে দেখিবে, তাঁহাকে সম্মুখ সংগ্রামে আহ্বান করিয়া একবার রণভেরী বাজাইবে, তাঁহার সহিত সম্মুখ সংগ্রাম করিয়া দৌলিয়াকে ধৃত করার প্রতিশোধ লইবে।"

ধন্য তান্তিয়া তোমার ডাকাইতিকে। যে ব্যক্তি সামান্য ডাকাইতের সর্দার হইয়াও হোলকার মহারাজের বিপক্ষেও অস্ত্র ধারণ করিতে চাহে—সামান্য দস্যু হইয়া চতুরঙ্গ সেনাদলের মধ্যেও যে রণভেরী বাজাইতে উদ্যত হয়—তাহাকে কোন্ শ্রেণীর ডাকাইতের মধ্যে পরিগণিত করিব, তাহা বুঝিতে পারি না। সে সামান্য ডাকাইত নহে। আমাদের দেশীয় অন্য আর এক ব্যক্তি, যাঁহাকে বিদেশীয় ঐতিহাসিকগণ ডাকাইত শ্রেণীর মধ্যে পরিগণিত করিয়া থাকেন, তিনি মহারাষ্ট্র কুলোদ্ভব শিবজি। সেই শিবজি, আর এই অসভ্য ভীল দস্যু-প্রধান তান্তিয়াতে কোন প্রভেদ আছে কি? যদি তান্তিয়া এইরূপ সামান্য ডাকাইতি হইতে তাহার মতি ফিরাইয়া আর একটু উর্দ্ধতম ডাকাইতি করিতে চেষ্টা করিতেন, এবং তাঁহার হৃদয়ে যদি একটু বিদ্যার জ্যোতি প্রতিভাত হইত, তাহা হইলে আজ তাঁহাকে ডাকাইতের পরিবর্তে রাজা বলিয়া সম্বোধন করিতাম—নিবিড় জঙ্গল বাসের পরিবর্তে সুন্দর অট্টালিকায় তাহার বাসস্থান নিয়োজিত হইত;

যে সকল ব্যক্তি তাঁহাকে ধরিবার নিমিত্ত চেষ্টা করিতেছেন, তখন তাঁহারাই যোড়হস্তে তাঁহার নিকট দণ্ডায়মান থাকিতেন। ভারতেশ্বরী যেমন অন্যান্য রাজগণকে তোপধ্বনিতে সম্মানিত করিয়া আপন মাহাত্ম্যের বিস্তার করিয়া থাকেন, তাহা হইলে তান্তিয়াও আজ ভারতেশ্বরীর নিকট সন্মানসূচক তোপধ্বনি প্রাপ্ত হইত, কামানের ভীষণ গর্জ্জনের সহিত তাঁহার নামও সকলের কর্ণে প্রতিধ্বনিত হইত। কিন্তু হায়! তাহা না হইয়া আজ তিনি ডাকাইত বলিয়া সকলের নিকট অভিহিত হইতেছেন!

ষোড়শ পরিচ্ছেদ।

দৌলিয়া ও তিরিযার পরিণাম।

দৌলিয়া যখন ধৃত হন, সেই সময় ইজিরল গ্রামের কোন কোন ব্যক্তিও মহাবাজের সাহায্য করিয়াছিলেন। তান্তিয়া অঞ্জন গ্রাম হইতে বহির্গত হইয়া সেই ইজিরল গ্রামে উপনীত হইলেন, অগ্নি প্রদান করিয়া সেই গ্রামকে একেবারে ভস্মীভূত করিয়া দিলেন ও ইচ্ছানুযায়ী লুণ্ঠন করিয়া সেই স্থান পরিত্যাগ পূর্ব্বক জামথি গ্রামে আসিয়া পৌছিলেন। এই স্থানের কতক গুলি কৃষক পূর্ব্বে তান্তিয়াকে কিছু অর্থ প্রদানের প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ ছিল, তান্তিয়া সেই স্থানে উপনীত হইয়া সেই সকল অর্থ সংগ্রহ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

বোবগাঁ থানার পুলিশকর্ম্মচাবীগণ এই সংবাদ পাইবা মাত্র জামথি গ্রামে গমন করিলেন। সেই স্থানে উপস্থিত হইয়া জানিতে পারিলেন যে, দস্যুগণ সেই গ্রাম পরিত্যাগ পূর্ব্বক হিরিয়া নামীয় তান্তিয়ার জনৈক সর্দ্দারের গ্রামাভিমুখে গমন করিয়াছে। পুলিশ দ্রুতপদে হিবিযাব গ্রাম অভিমুখে ছুটিলেন। তান্তিয়া যখন স্বদলবলে সেই গ্রামেব ভিতব প্রবেশ করেন, সেই সময় গ্রামের বাহিরে কযেকজন অনুচবকে রাখিয়া গিয়াছিলেন.; তাহারা সেই স্থানে দাঁড়াইয়া, তাহাদিগের কোন বিপক্ষ ব্যক্তি কোনদিক্ দিযা আগমন করে কি না, তাহাই দেখিতেছিল। এমন সময় সেই পুলিশ কর্ম্মচারীগণ সেই স্থানে গিয়া উপস্থিত হইলেন ; তাহাদিগকে দেখিবা মাত্র তান্তিয়ার সেই অনুচরবর্গ কি এক প্রকার সাঙ্কেতিক ধ্বনি করিল। দেখিতে দেখিতে দস্যুগণ গ্রাম পরিত্যাগ পূর্ব্বক কোথায় চলিয়া গেল। কর্ম্মচারীগণ হিবিয়ার বাটীতে উপনীত হইযা কাহাকেও দেখিতে পাইলেন না ; কিন্তু তাঁহাব ভ্রাতা ও ভগ্নীব নিকট হইতে ডাকাইতিব অনেক গুলি মাল প্রাপ্ত হইলেন।

তাঁহাবা সকলে সেই স্থান হইতে পলায়ন করিলেন সত্য, কিন্তু কুট মস্তিষ্ক ডিটেকটীভ্ কর্ম্মচাবীর কূট মন্ত্রণায় পবিশেষে হিরিয়া ধৃত হইলেন। নেথেখাঁ নামীয় একজন ডিটেকটিভ ইন্‌স্‌পেক্টব জামথি গ্রামে গিযা সেই স্থানের একজন অধিবাসীর সহিত বন্ধুত্ব স্থাপন কবিলেন, ও তাহার দ্বারা ক্রমে হিরিয়ার সমস্ত কথা অবগত হইতে লাগিলেন। সেই অধিবাসীর সহিত হিরিয়ার একটু মেয়া মিসিও ছিল, ইন্‌স্‌পেক্টরের পরামর্শ মত ১৬ ডিসেম্বর তারিখে তিনি হিরিয়াকে নিমন্ত্রণ করিলেন

হিরিয়া সেই বিশ্বাসঘাতকের কথায় ভুলিয়া তাহার বাটীতে একাকী নিমন্ত্রণে আগমন করিলেন, অমনি সেই স্থানের লুক্কায়িত ইন্‌স্‌পেক্টর চারিজন অস্ত্রধারী কনষ্টবলের সহিত হিরিয়াকে আক্রমণ করিলেন। হিরিয়াও অস্ত্র বিহীন ছিলেন না; উভয় পক্ষ হইতেই ভয়ানক বন্দুক ধ্বনি হইতে লাগিল! উভয় পক্ষ হইতে সজোরে গুলি বর্ষণ হইতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে একজন কনেষ্টবল আহত হইয়া সেই স্থানে পড়িল, হিরিয়াও আহত হইয়া পড়িলেন। অমনি নেথে খাঁ তাঁহাকে ধরিলেন ও তাঁহার হস্ত হইতে সেই বন্দুক কাড়িয়া লইলেন।

দৌলিয়া ও হিরিয়া বিচারার্থে মাজিষ্ট্রেট সাহেবের নিকট প্রেরিত হইলেন। মাজিষ্ট্রেট পরিশেষে তাঁহাদিগকে সেসনে সোপরদ্দ করিলেন, সেসন জজ সাহেবের বিচারে উভয়েই চির নির্ব্বাসিত হইলেন। ধৃতকারী কর্ম্মচারিগণও গভর্ণমেণ্ট হইতে উপযুক্ত পারিতোষিক প্রাপ্ত হইলেন।

এবার যে কয়েক দিবস দৌলিয়া ও হিরিয়া জেলের ভিতর ছিলেন, সেই কয় দিবসের নিমিত্তই তাঁহাদিগের থাকিবার স্থান স্বতন্ত্ররূপে নির্ম্মিত হইল, তাঁহাদিগের পায়ের শৃঙ্খল স্বতন্ত্র ভাবে নির্ম্মিত হইল—তাহা দ্বারা তাঁহারা দৃঢ় রূপে বন্দী হইলেন। তাঁহাদিগের উপর স্বতন্ত্র প্রহরীর পাহারা পড়িতে লাগিল। তাঁহাদিগের মস্তক ও এবার স্বতন্ত্র লাল টুপিতে আবৃত হইল। ইহাই জেল হইতে পলায়িত কয়েদীগণের চিহ্নিত পোসাক। এবার যে কয়েক দিবস তাঁহাদিগকে জেলে রাখা হইয়াছিল, সে কয়েক দিবস তাঁহারা বিশেষ সতর্কতার সহিতই রক্ষিত হইয়াছিলেন। পরিশেষে সময় মত

তাঁহাদিগকে জাহাজে চড়াইয়া সাগর পারে রাখিয়া আসা হইল।

পুলিশ কর্ম্মচারিগণ বিশেষে যত্ন ও চেষ্টা করিয়াও এত দিবস পর্য্যন্ত তান্তিয়াকে ধরিতে পারিলেন না, ইহা তাঁহাদিগের পক্ষে কম লজ্জার কথা নহে। কিন্তু বিশেষ বিবেচনা করিয়া দেখিলে জানিতে পারা যায় যে, তান্তিয়াকে ধরা নিতান্ত সহজ ব্যাপার নহে। তিনি যত দিবস পর্য্যন্ত জঙ্গল আশ্রয় করিয়াছেন, তাহার মধ্যে দুই রাত্রি একস্থানে কখন অতিবাহিত করেন নাই, দুইদিবস কখন এক স্থানে বিশ্রাম করেন নাই, এমন কি, যে স্থানে বিশ্রাম করিবার ইচ্ছা করিতেন, তাহার ২।১ ক্রোশ অন্তর ভিন্ন কখন তিনি আহারাদিও করেন নাই। যে স্থানে তিনি বিশ্রাম করিতেন, যে স্থানে তিনি শয়ন করিতেন বা যে স্থানে তিনি রন্ধনাদি করিতেন, সেই সকল স্থান পরিত্যাগ করিবার কালীন কখন কোন রূপ চিহ্ন সেই স্থানে ভুলক্রমেও রাখিয়া যাইতেন না, কাজেই কেহ তাঁহার অনুসরণ করিতে পারিত না। অধিকন্তু তিনি কখন এক জেলার ভিতরও অধিক দিন থাকিতেন না। গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে—জঙ্গল হইতে জঙ্গলান্তরে, জেলা হইতে জেলান্তরে ও রাজ্য হইতে রাজ্যান্তর পর্য্যন্ত সচকিত মৃগের ন্যায় পরিভ্রমণ করিতেন। তত্তৎস্থানীয় ভীল মাত্রেই তাঁহার বন্ধু ছিল, ভীলগণ বিশেষ যত্নের সহিত তাঁহাকে সাহায্য করিত, প্রাণ খুলিয়া তাঁহাকে বিশ্বাস করিত এবং পুলিশের কার্য্য ও পরামর্শ, যত দূর জানিতে পারিত, তাহা তাঁহার কর্ণ গোচর করিতে ভুলিত না।

দেখিতে দেখিতে ১৮৮১ সালও শেষ হইয়া গেল কিন্তু তান্তিয়া ধৃত হইলেন না! তখন ইংরাজ কর্ম্মচারীগণ মহারাজের

কর্ম্মচারিগণের সহিত মিলিত হইয়া তাঁহাকে ধরিতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হইলেন, উভয় কর্ম্মচারিগণ একত্রে মিলিত হইয়া নবউৎসাহে মনকে উৎসাহিত করিয়া কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন—ডিটেক্‌টিভ ইন্‌স্‌পেক্টর সের আলী, গোকুল রায় ও নেথে খাঁ একত্র মিলিত হইয়া তাঁহাকে ধরিবার নিমিত্ত নূতন উপায় উদ্ভাবনের চেষ্টায় আপন আপন মস্তিষ্কের আলোড়ন করিতে লাগিলেন। উৰ্দ্ধতন সাহেব কর্ম্মচারিগণও নিম্ন কর্ম্মচারিগণের কর্ম্মের উপর তীব্র দৃষ্টি রাখিতে আরম্ভ করিলেন।

১৮৮২—খৃষ্টাব্দ।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ।

তাঁতিয়া কর্ত্তৃক নাপিত পুত্রহরণ।

দৌলিয়া ও হিরিয়ার যাবজ্জীবন কারাবাসের আজ্ঞা হইলে, তাঁতিয়া হোলকার মহারাজের রাজ্যের ভিতর গমন করিয়া শান্ত অবস্থায় কিছু দিবস অতিবাহিত করিলেন, কিন্তু খরগাঁ গ্রাম নিবাসী সেই নাপিতের ব্যবহার তিনি ভুলিলেন না। এখনও যে সেই নাপিত, ডিটেকটীভকে তাঁহার সম্বন্ধীয় সংবাদ দিয়া থাকে, তাহাও তিনি জানিতে পারিলেন। পরিশেষে জুন মাসে এক দিবস হটাৎ সেই নাপিতের গৃহে স্বদল বলে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। নাপিত সেই সময়ে বাড়ী ছিল না, কাজেই তাহাকে দেখিতে না পাইয়া তাহার

এক মাত্র উপযুক্ত পুত্রকে বলপূর্ব্বক ধৃত করিলেন ও জঙ্গলের ভিতর নানা স্থানে পরিভ্রমণ পূর্ব্বক তাহাকে লইয়া যাইতে লাগিলেন। ৩ দিবসের পর তিনি সাতপুরা পর্ব্বতশ্রেণীর ভিতর গাওলি নামক একখানি গ্রামে উপনীত হইলেন, এবং তাঁহার এক জন বন্ধুর বাড়ীতে আহারাদি করিয়া সেই স্থানে বিশ্রাম করিতে লাগিলেন। নাপিতপুত্র সেই সময় এক জন দস্যুর জিম্বায় ছিল; সেই দস্যু কয়েক দিবসের পরিশ্রমে পরিশ্রান্ত হেতু নিদ্রিত হইয়াছিলেন; নাপিতপুত্র এই সুযোগে অলক্ষিত ভাবে সেইস্থান হইতে বহির্গত হইয়া পলায়ন করিল।

নাপিত স্থানান্তর হইতে বাড়ী আসিয়াই শুনিল যে, দস্যুগণ তাহার পুত্রকে জোর করিয়া ধরিয়া লইয়া গিয়াছে। এই সংবাদ পাইবা মাত্রই সে থানায় গিয়া সংবাদ প্রদান করিল। পুলিশ কর্ম্মচারীগণ তাহার অনুসন্ধানে বহির্গত হইলেন। দস্যুগণ যে পথ অবলম্বন করিয়াছে, সন্ধানে তাহা জানিতে পারিলেন, ও দস্যুগণের অনুসরণ করিবার নিমিত্ত সকলে সেই দিকে চলিলেন; কিন্তু বিশেষ কোনরূপ সন্ধান না পাওয়ায় একে একে সকলে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

৮।১০ দিবস পরে সেই নাপিত তনয় ফিরিয়া আসিল, ও পুলিশের নিকট তাহার সমস্ত কথা বলিল। দস্যুগণ কিরূপে তাহাকে ধরিয়া লইয়া গিয়াছিল, কোন্ পথ অবলম্বন করিয়া তাহারা পলায়ন করিয়াছিল, এবং কোথা হইতে ও কিরূপেই বা সে পলায়ন করিয়া আসিয়াছে, ইহার সমস্ত কথা পুলিশ কর্ম্মচারী গণ অবগত হইলেন; যে যে স্থান হইয়া তাহারা গমন করিয়াছিল সেই সকল স্থান দেখিবার নিমিত্ত ঐ নাপিত পুত্রকে সঙ্গে

লইয়া পুলীশ কর্ম্মচারীগণ গমন করিতে লাগিলেন। নাপিত পুত্রের নির্দ্দেশ মত জানিতে পারিলেন যে, দস্যুদলপতি তান্তিয়া স্বদলবলে সেই গ্রাম হইতে বহির্গত হইয়া সেই জেলার দিকে প্রথমে গমন করেন। প্রায় ১০ মাইল পথ গমন পূর্ব্বক তাঁহাদিগের গতি পরিবর্ত্তন করিয়া দক্ষিণ দিক অবলম্বন করেন, ও সাতপুরা পর্ব্বতশ্রেণীর দিকে ক্রমে অগ্রসর হইতে থাকেন। রমগনকার গ্রামের নিকট দলস্থিত সমস্ত লোককে রাখিয়া তান্তিয়া একাকী সেই গ্রামের ভিতর প্রবেশ করেন ও সেই স্থান হইতে সকলের আহারোপযোগী দ্রব্যাদি লইয়া প্রত্যাবৃত্ত হন। সেইস্থানে আহারাদি করিয়া সকলে পুনরায় চলিতে আরম্ভ করেন ও সূর্য্য উদয় কালীন সকলে সাতপুরা পর্ব্বতশ্রেণীতে উপনীত হইয়া সমস্ত দিবস সেই স্থানের একটী নিবিড় জঙ্গলের ভিতর লুকায়িত ভাবে অবস্থান করেন।

সন্ধ্যার পর পুনরায় সকলে চলিতে আরম্ভ করিয়া কালমকর গ্রামের নিকট গিয়া উপনীত হন। পূর্ব্ব দিবসের মত তান্তিয়া একাকী গ্রামের ভিতর গমন পূর্ব্বক আহারীয় দ্রব্যের সহিত প্রত্যাগমন করেন। সাতপুরা পাহাড়ের জঙ্গল দিয়া গমন করিতে করিতে বরাহনপুর ও খলিদয়ার মধ্যস্থিত রাজবর্ত্ম অতিক্রম পূর্ব্বক বোরগাঁর নিকটবর্ত্তী পাহাড়ে গিয়া উপনীত হন ও সেই স্থান হইতে গমন করিয়া রাজহোলান নামীয় স্থলে রেল রাস্তা অতিক্রম পূর্ব্বক পুনরায় সাতপুরা পাহাড়ে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। সেই স্থানে গুপ্ত ভাবে অবস্থান করিয়া ২য় দিবস অতিবাহিত করেন। সন্ধ্যার পর পুনরায় চলিতে আরম্ভ করিয়া গাওলি নামক স্থানে গিয়া উপনীত হয়েন।

সেই স্থানে এক ব্যক্তির বাটীতে বিশ্রাম করিবার কালীনই নাপিত পুত্র পলায়ন করিয়া পুলিশের নিকট উপস্থিত হন।

নাপিত পুত্রের পলায়নের সংবাদ তান্তিয়ার কর্ণগোচর হইবামাত্র তিনি স্বদলবলে সেই স্থান পরিত্যাগ পূর্বক জঙ্গল আশ্রয় করেন; কিন্তু কোন স্থানে গমন করিলেন তাহার আর কোন সন্ধান প্রাপ্ত হওয়া যায় না।

পুলিশ কর্ম্মচারিগণ নাপিত পুত্রের সহিত সেই সকল স্থানে গমন করেন; কিন্তু দলাধিপতি তান্তিয়া বা তাঁহার অনুচরবর্গের আর কোন সন্ধান প্রাপ্ত না হইয়া, তখন তাঁহার আহারীয় দ্রব্য সরবরাহকারীগণের অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হন। রসহনকার ও কলমকর গ্রামের ভিতর পুলিশ কর্ম্মচারিগণ প্রবেশ পূর্ব্বক ঘরে ঘরে অনুসন্ধান আরম্ভ করেন, বাড়ি বাড়ি দেখিতে থাকেন, যে কাহার দ্বারা তান্তিয়ার রসদের জোগাড় হইল; কিন্তু তাঁহাদিগের সমস্ত যত্ন ও পরিশ্রম ব্যর্থ হইয়া যায়, কাহার কাহার দ্বারা তান্তিয়া সাহায্য পাইতেছেন, তাহার কিছু মাত্র আভাসও না পাইয়া পরিশেষে গ্রামবাসী সমস্ত লোককে কিয়ৎপরিমাণে জব্দ করিবার নিমিত্ত তাঁহারা প্রবৃত্ত হন। গ্রামবাসীগণের আচরণের কথা বিস্তৃত রূপে ঊর্দ্ধতন কর্ম্মচারীর নিকট বিবৃত করেন; কর্ম্মচারী ঐ সকল গ্রামস্থ লোকদিগের উপর তীব্র দৃষ্টি রাখিবার নিমিত্ত কতকগুলি পুলিশের সৃষ্টি করিয়া সেই সকল গ্রামে উহাদিগকে নিযুক্ত করিয়া রাখেন। উহাদিগের সমস্ত ব্যয়ভার সেই দরিদ্র পল্লিবাসীদিগকে বহন করিতে হয়। এই গ্রামস্থ সমস্ত লোকেই যে তান্তিয়ার সাহায্য করিত, তাহা নহে, কিন্তু দুই এক

জনের নিমিত্তই সকলকে পুলিশের ভীষণ কোপে পতিত হইয়া এই গুরুভার বহন করিতে হয়।

উপরিউক্ত গ্রাম দ্বয়ে এই রূপ বন্দোবস্ত করিয়া পুলিশ কর্ম্মচারিগণ তখন গাওলি গ্রামে প্রবেশ করেন। সেই স্থানে যাহার বাটীতে তান্তিয়া আশ্রয় পাইয়াছিলেন, যাহার বাটী হইতে নাপিত পুত্র পালায়ন করিয়াছিল, তখন তাহারই কপাল ভাঙ্গিল! তিনিই পুলিশের বিষ নজরে পতিত হইয়া তান্তিয়াকে আশ্রয় দেওয়া অপরাধে ধৃত হইলেন, ও পরিশেষে ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের বিচারে জেলের ভিতরের ঘর সকল ৬ মাস পর্য্যন্ত দেখিলেন।

এতদিবস পর্য্যন্ত পুলিশ কর্ম্মচারিগণ ঠিক আইন মত চলিতেছিলেন, কিন্তু সম্পূর্ণরূপে আইনের অধীন হইয়া চলিলে তান্তিয়াকে যে সহজে ধরিতে পারিবেন, সে আশা হৃদয় হইতে পরিত্যাগ করিলেন। তখন তান্তিয়ার আত্মীয় কুটুম্ব, বন্ধু বান্ধব প্রভৃতি যিনি যেখানে ছিলেন, যাঁহাদিগের সহিত তান্তিয়ার কখন কোন রূপ সংশ্রব ছিল, যাঁহাদিগের সাহিত তান্তিয়া কখন একত্রে বসবাস, বা কর্ম্মকার্য্য করিয়াছিলেন, এরূপ ব্যক্তি মাত্রকেই পুলিশ কর্ম্মচারিগণ, ইংরাজ ও হোলকারের রাজত্বের ভিতর হইতে আনাইয়া খান্দোয়ায় একত্রিত করিলেন; তাঁহাদিগের সকলের উপর ধূমধাম হইতে লাগিল, অধিক পরিমাণে পুরস্কারের প্রলোভনও দেখান হইল, এবং তাহার মধ্যে একটু একটু ভয়ও প্রদর্শিত হইতে লাগিল। তখন তান্তিয়ার আত্মীয়গণ সকলে পরামর্শ করিয়া স্থির করিলেন যে, যেরূপেই হউক, তান্তিয়ার অনুসন্ধান করিয়া তাঁহাকে ধরাইয়া দিবেন, নতুবা তাঁহার নিমিত্ত কেন সকলে মিলিয়া এরূপ কষ্ট সহ্য

করিবেন। এই প্রস্তাব স্থিরীকৃত হইলে সেই সমস্ত ব্যক্তির পক্ষ হইতে বিংশতি জন লোক নির্ব্বাচিত হইয়া তাস্তিয়ার অনুসন্ধানে নিয়োজিত হইল। অন্যান্য সকলে সেই স্থানে পরিত্যাগ পূর্ব্বক আপন আপন স্থানে প্রস্থান করিল।

নিয়োজিত ব্যক্তিগণ প্রাণের দায়ে পরিশ্রম করিয়া তাস্তিয়ার অনুসন্ধান করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। বহু অনুসন্ধানে কয়েক দিবস পরেই জানিতে পারিলেন যে,তাস্তিয়া কেবল তাঁহার একজনমাত্র অনুচর সমভিব্যাহারে হোলকার মহারাজের এলাকার ভিতর তিনসিয়া গ্রামে এক ব্যক্তির বাটীতে অবস্থান করিতেছেন।

এই সংবাদ পাইবা মাত্র তাঁহারা সেই গ্রামের মালগুজারের নিকট গমন করিয়া তাঁহাকে তাস্তিয়ার সমস্ত কথা বলিলেন ও তাঁহাকে ধৃত করিবার নিমিত্ত মালগুজারের সাহায্য প্রার্থনা করিলেন। মালগুজার ইঁহাদিগের প্রস্তাবে সম্মত হইয়া লোকজন সংগ্রহ পূর্ব্বক সেই গ্রামাভিমুখে গমন করিতে আরম্ভ করিলেন; কিন্তু সকলে যখন সেই গ্রামের নিকট গিয়া উপস্থিত হইলেন, তখন দেখা গেল, সেই মালগুজার সেইসঙ্গে নাই! তিনি পশ্চাৎ হইতে দলবল পরিত্যাগ পূর্ব্বক কোথায় গমন করিয়াছেন।

মালগুজার নিজের প্রাণের ভয়েই হউক, বা তাস্তিয়ার সহিত কোন প্রকার গুপ্ত বন্দোবস্ত থাকার নিমিত্তই হউক, তিনসিয়া গ্রামের নিকট হইতে দল পরিত্যাগ পূর্ব্বক তাস্তিয়ার নিকট গমন করিয়া সম্মুখীন বিপদের সমস্ত কথা বলিয়া দিলেন।

তাস্তিয়া এই সংবাদ পাইবা মাত্র সেই গ্রামের অপর প্রান্ত দিয়া আপনার অনুচর সমভিব্যাহারে পলায়ন করিলেন। যে সময় তিনি পলায়ন করিয়াছিলেন,সেই সময় তাঁহার বিপক্ষে দলের প্রায়

অনেক লোকেই তাঁহাকে দূর হইতে দেখিতে পাইয়াছিল ; কিন্তু সে দেখা কোন কার্য্যকর হইল না। অনেকে যদিও তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিয়াছিল বটে, কিন্তু কেহই তাঁহার আর কোন প্রকার সন্ধান পান নাই, তিনি যে কোথায় পলায়ন করিলেন, কেহই তাঁহার আর সন্ধান করিয়া উঠিতে পারিলেন না। সকলেই ক্ষুণ্ণ হৃদয়ে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

এই বিশ্বাসঘাতকতার নিমিত্ত মালগুজারের বিপক্ষে অনুসন্ধান আরম্ভ হইল। পরিশেষে তিনি দোষী সাব্যস্ত হওয়ায় ধৃত হইলেন ; কিন্তু মহারাজ তাঁহার উপর সদয় ব্যবহার করিয়া তাঁহাকে ছাড়িয়া দিলেন ; তথাপি তাঁহার প্রতি এই আদেশ হইল যে, যদি এক মাসের মধ্যে তিনি তান্তিয়াকে ধরাইয়া দিতে না পারেন, তাহা হইলে তিনি পুনরায় ধৃত হইবেন ও তাঁহার উপর যথোচিত রাজদণ্ডের আদেশ প্রদত্ত হইবে।

দেখিতে দেখিতে একমাস অতীত হইয়া গেল, কিন্তু তান্তিয়ার কোন সন্ধান হইল না। তখন সেই মালগুজার পুনরায় ধৃত হইলেন, কিন্তু মহারাজ তাঁহার উপর কোন রূপ দণ্ডাজ্ঞা না দিয়া তাঁহাকে ছাড়িয়া দিলেন। মহারাজ যে তাঁহার উপর কেন এত সদয় হইলেন তাহা বলিতে পারি না, কিন্তু পরিশেষে লোকমুখে এই কথা রাষ্ট্র হইল যে, মালগুজারের যাহা কিছু অর্থ ছিল, মহারাজ তাহা সমস্তই কাড়িয়া লইয়া তাঁহাকে অব্যাহতি দিয়াছিলেন।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ।

[হরিরাম ধৃত হওয়ার দিনে তান্তিয়ার প্রতিহিংসা।

যে সময় দৌলিয়া ও হিরিয়ার মোকদ্দমার বিচার হয়, সেই সময় হেমগিরি গ্রামের কতকগুলি লোক এই মকদ্দমার সাক্ষ্য প্রদান করেন। তাঁহাদিগের প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়াই দৌলিয়া ও হিরিয়া নির্বাসিত হন।

১৬ই ডিসেম্বর তারিখে আকর গ্রামের এক জন পুলিশ কর্ম্মচারী এই সংবাদ পান যে, তান্তিয়া স্বদলবলে সাতপুরা পর্ব্বত শ্রেণীর ভিতর হিরাপুর গ্রামে আসিয়া উপনীত হইয়াছেন। সংবাদ পাইবামাত্র সেই পুলিশ কর্ম্মচারী কতকগুলি লোকজন সমভিব্যাহারে তান্তিয়াকে ধরিবার নিমিত্ত সেই হিরাপুর গ্রামে গিয়া উপনীত হইলেন; কিন্তু সেই স্থানে ডাকাইতির কোন চিহ্ন বা তান্তিয়া প্রভৃতি কাহাকেও দেখিতে না পাইয়া তাঁহারা সেই স্থান হইতে প্রত্যাগমন করিবার উদ্যোগ করিতেছেন, এমন সময়, হটাৎ, দূরে ভয়ানক অগ্নিকাণ্ড দেখিতে পাইলেন; অনুমান দ্বারা স্থির করিলেন যে, হেমগিরি নামক গ্রামে এই ভয়ানক অগ্নি জ্বলিতেছে। তখন তাঁহারা দ্রুত পদে সেই গ্রামাভিমুখে গমন করিলেন। সেই গ্রামের নিকটবর্ত্তী হইয়া দেখিলেন যে, সেই গ্রামের ঘর সকল ধূ ধূ করিয়া জ্বলিতেছে; অগ্নিকণা সকল গগণের চারিদিকে ছুটাছুটি করিতেছে; ধূম সকল উত্থিত হইয়া গ্রামকে একেবারে আচ্ছাদিত করিয়াছে; বোধ হইতেছে যেন ব্রহ্মা ভয়ানক রোষভরে আপন মুখব্যাদান করিয়া সেই গ্রামকে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড

মণীকুতের সহিত গ্রাস করিতে কৃতসংকল্প হইয়াছেন; তাঁহার যেন কিছুতেই তৃপ্তি বোধ হইতেছে না, কিছুতেই যেন তাঁহার ভয়ানক ক্ষুধার নিবৃত্তি হইতেছে না। ব্রহ্মার এইরূপ ভয়ানক কোপে, পুলিশ কর্ম্মচারী অতিশয় চিন্তিত ও ভীত হইয়া সেই সমস্ত লোক জনের সহিত সেই হেমগিরি গ্রামের ভিতর প্রবেশ করিলেন। তরবারি ও বন্দুক সুশোভিত আরও কতকগুলি রাজপুত তাঁহার সঙ্গে যোগ দিল। তাঁহারা সকলে গ্রামের ভিতর প্রবেশ করিলে দেখিলেন যে দস্যুগণ এক এক গৃহে প্রবেশ পূর্ব্বক তাহাদিগের ইচ্ছানুযায়ী লুঠ করিয়া সেই সকল গৃহে আগুন লাগাইয়া দিতেছে। দেখিতে দেখিতে গৃহ সকল ধূ ধূ করিয়া জ্বলিয়া ভস্মীভূত হইতে লাগিল। এই সকল অত্যাচার দেখিয়া রাজপুতগণ ক্রোধে আরও উন্মত্ত হইয়া উঠিল; তাহারা আপন আপন বন্দুক হস্তে লইয়া সেই দস্যুগণের উপর আক্রমণ করিল! যে দস্যুগণ তাঁতিয়ার অনুচর, তাহাতে যখন তাঁতিয়াও সেই স্থানে দণ্ডায়মান, তখন কি তাহারা সেই সকল বন্দুকের শব্দে ভীত হয়? দস্যুগণও আপন আপন বন্দুক লইয়া রাজপুতগণের সম্মুখীন হইল। তখন উভয় পক্ষে গুলি বর্ষণ আরম্ভ হইল, উভয় পক্ষই আপন আপন পরাক্রম দেখাইতে চেষ্টা করিতে লাগিল। এই রূপে কিয়ৎ ক্ষণ অতিবাহিত হইতে না হইতেই, রাজপুতগণের মধ্যে যে ব্যক্তি প্রধান, সেই জব্বর সিংহের শরীরের ভিতর বিপক্ষ পক্ষের একটী গুলি সাংঘাতিক রূপে প্রবেশ করিল, জব্বর সিংহ চতুর্দ্দিক অন্ধকার দেখিয়া সেই স্থানে পড়িয়া গেলেন; বীররক্ত প্রবাহিত, বীর অস্ত্র সুশোভিত জব্বর সিংহ বীরবেশে সেই ধূলিশয্যায় শয়ন করিয়া

মহানিদ্রায় অভিভূত হইলেন। তাঁহার পতনে তাঁহার পক্ষীয় সকলেই অতিশয় ভীত হইয়া সেই স্থান হইতে প্রাণ লইয়া পলায়ন করিল। তান্তিয়াও স্বদলবলে তাঁহাদিগের অস্ত্র-বেগ সম্বরণ পূর্ব্বক সেই গ্রামে যথেচ্ছা লুণ্ঠন করিয়া, গৃহ সকল জ্বালাইয়া দিয়া সেই স্থান হইতে প্রস্থান করিলেন।

যখন অগ্নি নির্ব্বাণ হইয়া ভস্মে পরিণত হইল তখন বোরগাঁ থানার পুলিশ কর্ম্মচারীগণ তান্তিয়াকে ধরিবার নিমিত্ত সেই স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন; কিন্তু আসিয়া কি দেখিলেন? দেখিলেন—জব্বর সিংহের মৃত দেহ পড়িয়া আছে, আর দস্যুগণ সেই স্থান হইতে প্রস্থান করিয়াছে; কোন দিকে গিয়াছে তাহা জানিবার যো নাই, পশ্চাৎ গমন করিবার উপযোগী চিহ্ন মাত্রও রাখিয়া যায় নাই! অগাধ জলের ভিতর মৎস্য গমন করিলে যেমন তাহার চিহ্ন কেহই দেখিতে পায় না, সেইরূপ সেই নিবিড় অগম্য জঙ্গলের ভিতর তাহাদিগের কেহও কোন অনুসন্ধান পাইলেন না। কেবল ঐ গ্রামের চতুষ্পার্শে পাঁচ ক্রোশ পর্য্যন্ত জঙ্গলের ভিতর শৃগাল তাড়াইয়া সকলে নিবৃত্ত হইয়া ক্ষুণ্ণ মনে ফিরিয়া আসিলেন।

নাট্যশালায় কোন হৃদয়গ্রাহক অভিনয় দেখিলে কিছু দিবসের নিমিত্ত দর্শকের হৃদয় পটে যেমন অভিনয় চিত্র অঙ্কিত থাকে, সেইরূপ ১৬ই ডিসেম্বর তারিখের ঘটনা তান্তিয়ার হৃদয় পটে অঙ্কিত হইয়াছে। ১১৮১ খৃঃ অব্দের ১৬ই ডিসেম্বর তারিখে হিরিয়া মৃত হন, আজ ১৮৮২ খৃঃ অব্দের সেই ১৬ই ডিসেম্বর তারিখে তান্তিয়া তাহার প্রতিশোধ লইলেন। যে সকল ব্যক্তি দোলিয়া ও হিরিয়ার বিপক্ষে সাক্ষ্য দিয়াছিলেন, তান্তিয়া তাহাদিগের সর্ব্বনাশ

করিলেন, তাহাদিগের যথাসর্ব্বস্ব লুটিয়া লইয়া পরিশেষে অগ্নি দ্বারা তাহাদিগের গৃহাদি সমস্ত ভস্মীভূত করিয়া দিলেন।

দেখিতে দেখিতে আরও এক বৎসর অতীত হইয়া গেল; তান্তিয়াকে ধরিবার নিমিত্ত কত অর্থ নষ্ট হইল, কত মন্ত্রণা ব্যর্থ হইল, কত লোক অবমানিত হইল, কত স্থান ভস্মে পরিণত হইল, কিন্তু কই তান্তিয়াত আজ পর্য্যন্তও ধৃত হইলেন না। ডিটেকটীভ্ ইন্‌স্‌পেক্টর নেথে খাঁ ও সেয়ানা; যদিও তান্তিয়াকে ধৃত করিতে সমর্থ হইলেন না, তাহাদিগের কূট মন্ত্রণার কোন ফলই ফলিল না বটে, কিন্তু তাঁহারা গবর্ণমেণ্ট হইতে বাহাদুরী পাইতে বঞ্চিত হইলেন না। তান্তিয়াকে ধরিতে পারিলেন না সত্য, কিন্তু ইংরাজ পুলিশ ইন্‌স্‌পেক্টর নাথে খাঁ ও হোলকারের কাপ্তেন মনসা দিং; তান্তিয়াকে আশ্রয় দেওয়া, আহার দেওয়া, সংবাদ দেওয়া প্রভৃতি অপরাধে, এক এক করিয়া এক বৎসরের ভিতর ক্রমে ক্রমে ত্রিশ জনকে ধৃত করিলেন—এক এক করিয়া তাহাদিগকে মাজিষ্ট্রেট সাহেবের নিকট পাঠাইয়া দিলেন, আর মাজিষ্ট্রেট সাহেবও এক এক করিয়া প্রত্যেককে নিরপরাধী সাব্যস্তে ছাড়িয়া দিলেন। কিন্তু কর্ম্মচারী দ্বয়ের বাহাদুরী কমিল না। তাহারা সরকার হইতে খুব বাহাদুরী পাইয়া পুনরায় নব উৎসাহে কর্ম্মক্ষেত্রে পদার্পণ করিলেন।

১৮৮৩-খৃষ্টাব্দ।

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ।

তান্তিয়ার কৌশল ও পুলিশকে বঞ্চনা।

১৮৮২ অব্দের ১৬ই ডিসেম্বর তারিখে প্রতিহিংসাপূর্ণ হেমগিরির সেই ভয়ানক নরহত্যা সম্মিলিত ডাকাইতি সমাপন করিয়া তান্তিয়া সেই প্রদেশীয় সমস্ত লোকের অন্তকরণ যেরূপ ভয়াকুল করিয়া তুলিয়াছিলেন, তাহা অন্যের অনুভব করা নিতান্ত সহজ ব্যাপার নহে। সেই প্রজ্জ্বলিত হুতাশনের মধ্যে তান্তিয়া ও তাঁহার অনুচরবর্গের প্রবল পরাক্রম সম্বলিত তাৎকালিক ভয়ানক চিত্র যাহার মনে একবার অঙ্কিত হইয়াছে, আজীবন সেই ভীষণ চিত্র তাহার হৃদয় পটে অঙ্কিত থাকিবে—তান্তিয়ার ভয়ানক পরাক্রম চিরকাল তাহাকে ভাবিতে হইবে।

এই ঘটনার পর, জানুয়ারি মাসের মধ্যেই তান্তিয়া উপর্য্যুপরি আরও দুইটী ডাকাইতি কার্য্য সমাপন করেন। এ উভয় ডাকাইতিই ইচিনপুর জেলার মধ্যস্থিত মেলঘাটের জমিদারীতেই হইয়াছিল। ইহাও তাঁহার প্রজ্জ্বলিত প্রতিহিংসা প্রবৃত্তির জলন্ত চিত্রের ছায়া ভিন্ন আর কিছুই নহে।

নিমার জেলার অন্তবর্ত্তী রোহিণী গ্রামে একজন মালগুজারের বাসস্থান। তিনি ভীলদিগের সহিত একটু মেসামিসি করিতেন বলিয়া তান্তিয়া সম্বন্ধীয় অনেক সংবাদ তাহাদিগের নিকট হইতে প্রাপ্ত হইতেন এবং সুযোগমত গোপনে সেই সকল বিষয় পুলিশকর্ম্মচারিগণের কর্ণগোচর করিয়া তাহাদিগের বিশেষ উপকার করিতেন, গবর্ণমেণ্টের নিকটও

তাঁহার একটু প্রতিপত্তি প্রতিষ্ঠিত হইত দরিদ্র-রঞ্জন তান্তিয়ার নিকট এই বিষয় গোপন থাকিল না ; অল্প দিবসের মধ্যেই তিনি ইহার সমস্ত বিষয় অবগত হইলেন ও সেই মালগুজারকে ধৃত করিবার মানসে ১৬ই ফেব্রুয়ারি তারিখে তাহার বাড়ীতে ডাকাইতি করিতে মনস্থ করিলেন। মালগুজারও তান্তিয়ার পরামর্শ অবগত হইয়া পুলিশের নিকট সমস্ত বিষয় প্রকাশ করিলেন ; কিন্তু ভয় প্রযুক্ত নিজে আপন বাটীতে প্রত্যাবর্ত্তন না করিয়া অন্যস্থানে লুক্কায়িতভাবে রহিলেন। পুলিশ কর্ম্মচারিগণ সদলবলে লুক্কায়িতভাবে মালগুজারের বাটীতে অবস্থান পূর্ব্বক তান্তিয়াকে ধৃত করিবার মানসে নানারূপ পরামর্শ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। গুপ্তপরামর্শ-অনুসন্ধিৎসু তান্তিয়াও এই বিষয় অবগত হইলেন ; কিন্তু তাঁহার সঙ্কল্পিত দিবসে সেই মালগুজারের বাটীতে ডাকাইতি করার প্রস্তাব পরিবর্ত্তন না করিয়া সেই দিবস সদলবলে বহির্গত হইলেন।

যে মালগুজারের বাড়ীতে পুলিশ লুক্কায়িতভাবে ছিল, তাহাদিগকে বঞ্চনা করিয়া সেই বাড়ীতেই ডাকাইতি করিতে হইবে, এই ভাবিয়া তান্তিয়া রোহিণীগ্রামে আসিয়া উপনীত হইলেন ; প্রকাশ করিলেন যে, তাঁহারা রোহিণী গ্রাম হইতে কয়েক মাইল দূরস্থিত একখানি গ্রামে একজন ধনাঢ্য "সাওকড়ের" বাড়ীতে ডাকাইতি করিতে গমন করিতেছেন। এই বলিয়া তাঁহারা সদলবলে সেই গ্রামাভিমুখে চলিলেন। এই সংবাদ পাইবা মাত্র পুলিশ কর্ম্মচারিগণ মালগুজারের বাড়ী পরিত্যাগ পূর্ব্বক দ্রুতবেগে সেই সাওকড়ের গ্রামাভিমুখে সদলবলে তান্তিয়াকে ধরিবার নিমিত্ত ছুটিলেন। কিন্তু সেই স্থানে উপস্থিত

হইয়া তান্তিয়া বা তাঁহার অনুচরবর্গের কোন সন্ধানই পাইলেন না।

এদিকে তান্তিয়া স্বদলবলে কিছু দূর গমন করিয়া অন্য রাস্তা অবলম্বন পূর্ব্বক সেই রোহিণীগ্রামে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। পুলিশ কর্ম্মচারিগণ সেই গ্রাম পরিত্যাগ করিবামাত্রই তান্তিয়া সেই মালগুজারের বাড়ীতে উপনীত হন; কিন্তু মালগুজারকে না পাইয়া তাঁহার যথা সর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করেন এবং তাঁহার সেই প্রকাণ্ড বাড়ীতে অগ্নি প্রদান পূর্ব্বক সেই স্থান হইতে প্রস্থান করেন। পুলিশকর্ম্মচারিগণ এই সংবাদ পাইবামাত্র মাণ্ডকডের বাড়ী পরিত্যাগ পূর্ব্বক রোহিণীগ্রামে আগমন করিয়া দেখেন যে মালগুজারের সেই বাড়ী স্তূপাকার ভস্মরাশিতে পরিণত হইয়াছে, দ্রব্যাদির চিহ্নমাত্রও নাই, মালগুজারের পরিবারবর্গ সেই স্থানে দাঁড়াইয়া রোদন করিতেছে।

পুলিশ কর্ম্মচারিগণকে এইরূপ বঞ্চনা করিয়া তান্তিয়া তাহার কার্য্যোদ্ধার পূর্ব্বক প্রস্থান করিলেন। পুলিশ কর্ম্মচারিগণ তান্তিয়ার চক্রান্তে ভুলিয়া তাহাদিগের এইরূপ সুযোগ নষ্ট করিয়া ফেলিলেন—তান্তিয়াকে ধরিবার নিমিত্ত মনে মনে যে সকল আশা করিয়াছিলেন, ছিন্নমূল তরুর ন্যায় সেই সকল আশা ধরাশায়ী হইল! তখন তাঁহারা নিমার জেলার এক প্রান্ত হইতে আরম্ভ করিয়া অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত তন্ন তন্ন করিয়া তান্তিয়ার অনুসন্ধান করিলেন। এমন কোন গ্রাম বাকি থাকিল না, যেস্থানে তাহার অনুসন্ধান হয় নাই, এমন কোন বাড়ী অবশিষ্ট থাকিল না, যেখানে পুলিশ কর্ম্মচারি না গিয়াছে; জঙ্গলের ভিতর এমন কোন পাদপ গুল্ম লতা রহিল না যে পুলিশ কর্ম্মচারীগণকে না

দেখিয়াছে; এমন কোন পর্ব্বত নাই, যাহার শৃঙ্গ পর্য্যন্তও পুলিশের পদ-রজ না পড়িয়াছে। কিন্তু তান্তিয়ার কোন সন্ধানই হইল না! তাঁহার অনুচরবর্গের মধ্যেও আর কেহ ধরা পড়িল না॥

হোলকার মহারাজও এবার তান্তিয়াকে জব্দ করিবার নিমিত্ত ইংরাজের সহিত বিশেষরূপ যোগদান করিলেন। তাঁহাকে ধরিবার নিমিত্ত তাঁহার প্রসিদ্ধ ও উপযুক্ত কর্ম্মচারী মহম্মদ খাঁকে নিযুক্ত করিলেন। মহম্মদ খাঁ তাহার এলাকার ভিতর নিমার জেলার অনুরূপ অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলেন; তান্তিয়াকে কোন প্রকারে সাহায্যকারীর যথেষ্ট লাঞ্ছনা হইতে লাগিল, অপমানের এক শেষ হইতে লাগিল, তাহাদিগের থাকিবার স্থান পর্য্যন্ত নষ্ট করিয়া দিয়া আপন আপন এলাকার বাহিরে তাড়াইয়া দেওয়া হইতে লাগিল। এই সকল অবস্থা দেখিয়া সকলেই বলিতে লাগিলেন, যতদিন পর্য্যন্ত ইংরাজের এইরূপ অনুসন্ধান থাকিবে, আর মহম্মদ খাঁ যত দিবস পর্য্যন্ত হোলকারের এলাকায় তান্তিয়ার অনুসন্ধান করিবেন, তত দিবস পর্য্যন্ত তান্তিয়া বা তাঁহার অনুচরবর্গ এই সকল স্থানে প্রবেশ করিবেন না, বা কোন ব্যক্তি কোনরূপে তান্তিয়াকে সাহায্য করিতে সাহসী হইবে না। বরং সন্ধান পাইলে তখনই তাহা বলিয়া দিবে।

এইরূপে তান্তিয়াকে ধরিবার নিমিত্ত যখন বিশেষ চেষ্টা হইতে লাগিল, চারিদিকে হুলস্থুল পড়িয়া গেল, সেই সময় তান্তিয়া কয়েক দিবস চুপ করিয়া রহিলেন; কিন্তু পরিশেষে, যে মেলঘাট জমিদারীর দুইটী ডাকাইতি মোকদ্দমা লইয়া পুলিশ বিশেষ ব্যস্ত ছিলেন, সেই স্থানেই তান্তিয়া দলবলে ২৩শে মে

তারিখে আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং সেই দাস সর্ব্ব সমক্ষে তান্তিয়া দাবাধাবণী গ্রামে আর একটী লোমহর্ষণ ডাকাইতি করিয়া সেইস্থান হইতে প্রস্থান করিলেন। পুলিশও তাঁহার অনুসরণ করিলেন সত্য কিন্তু কিছুই করিতে পারিলেন না।

পুলিশ নানারূপ উপায় অবলম্বন যেমন তান্তিয়ার অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন, তান্তিয়াও সেইরূপ মধ্যে মধ্যে স্থানে স্থানে দর্শন দিয়া পুলিশকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিলেন। এক দিবস হটাৎ তিনি চারওয়া গ্রামে উপস্থিত হইলেন ও সেই স্থান হইতে কিছু অর্থ সংগ্রহ পূর্ব্বক প্রস্থান করিলেন।

পরিশেষে ২০ জুলাই তারিখে স্বদলবলে তান্তিয়া অস্ত্রশস্ত্রে সুশোভিত হইয়া ববিনবাহ গ্রামে থানার সম্মুখে আপন মূর্ত্তি প্রকাশ করিলেন। সেই স্থানে মালগুজারের বাটীতে আসিয়া আপন পরিচয় দিয়া কিছু অর্থ প্রার্থনা করিলেন। মালগুজার বাটীতে ছিলেন না। তাঁহার স্ত্রী তান্তিয়ার সম্মুখে আপনার অলঙ্কার গুলির সহিত আসিয়া উপস্থিত হইলেন ও কহিলেন— "আমার স্বামী বাটীতে নাই ও আমার নিকট একটীমাত্র পয়সাও নাই। তবে যে সমস্ত অলঙ্কার আমার নিকট আছে আমি সমস্তই আপনাকে প্রদান করিতে পারি।" মালগুজারের স্ত্রীর কথা শুনিয়া ও তাঁহার ব্যবহার দেখিয়া তান্তিয়া অতিশয় সন্তুষ্ট হইলেন,এবং তাঁহার নিকট হইতে কিছুই না লইয়া থানার সম্মুখ দিয়া আস্তে আস্তে চলিয়া গেলেন।

২৭ জুলাই তারিখে বড়পানি গ্রামে গিয়া পুনরায় তান্তিয়া উপনীত হইলেন। পুলিশ যেমন সেই স্থানে তাঁহার অনুসন্ধানে আগমন করিলেন অমনি তান্তিয়া ৪ আগষ্ট তারিখে বাঁরপা

গ্রামে গিয়া পৌঁছিলেন। সেই স্থানে পুনরায় যেমন পুলিশ গমন করিলেন ২০ সেপ্টেম্বর তারিখে অমনি তান্তিয়া কেলিগ্রামে সরিয়া উপস্থিত হইলেন, সেই স্থানে একটা ভয়ানক ডাকাইতি করিয়া সকলকে একেবারে ত্রাসিত করিয়াছিলেন। পুলিশ সেই স্থানে আসিয়া যেমন অনুসন্ধানে নিযুক্ত হইলেন অমনি তাহার পর দিবস দিবাভাগে প্রকাশ্যরূপে সর্ব্ব সমক্ষে গোটা গ্রামে তান্তিয়া আর একটা ডাকাহাত করিলেন। এইরূপে পুলিশও যেমন এক গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে, এক স্থান হইতে স্থানান্তরে তান্তিয়ার অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন, তান্তিয়াও সেইরূপ পুলিশকে একেবারে ব্যতিব্যস্ত করিবার মানসে এক গ্রাম হইতে অন্য গ্রামে, এক স্থান হইতে অন্য স্থানে ডাকাইতি করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

বিংশ পরিচ্ছেদ।

তান্তিয়ার নিমিত্ত গ্রামবাসীগণের বিপদ।

যামাজিপুরা গ্রামে দাজু পেটেলের বাসস্থান। তিনি সেই স্থানের একজন অতিশয় প্রসিদ্ধ ও ক্ষমতাশালী জমিদার, সেই প্রদেশীয় যাবতীয় প্রজাগণ তাঁহার বশতাপন্ন ও আজ্ঞাধীন। তিনি একটু মনযোগ করিলে তান্তিয়া সম্বন্ধীয় সমস্ত সংবাদ অনায়াসেই পাইতে পারেন। এমন কি, তান্তিয়াকে বোধ হয় ধরিয়া আনিতেও সমর্থ হন, এই ভাবিয়া, সেই স্থানের প্রধান

পুলিশকর্ম্মচারী সেই দাদু পেটেলের নিকট গমন করিলেন। তাহাকে বিস্তর বুঝাইয়া বিস্তর খোসামোদ করিয়া পুলিশকে সাহায্য করিবার নিমিত্ত অনুরোধ করিলেন। দাদু পেটেল পরিশেষে তান্তিয়াকে ধরিবার জন্য সম্মত হইলেন এবং সকলেই দেখিল যে তিনি তান্তিয়ার অনুসন্ধান করিতেছেন; কিন্তু সেই অনুসন্ধানের ফল কেহই দেখিতে পাইল না, বা তান্তিয়া ধরা পড়িল না। কেন ধরা পড়িল না, জানি না; কিন্তু অনেকে অনেক কথা বলিয়া দাদু পেটেলের উপর দোষারোপ করিতে লাগিল।

পুলিশকর্ম্মচারিগণ তান্তিয়াকে ধরিবার নিমিত্ত যতই চেষ্টা করিতে লাগিলেন, তান্তিয়াও সেইরূপ অসংখ্য ডাকাইতি করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। পূর্ব্ব কথিত ডাকাইতির পরই তান্তিয়া বোড়পাণি গ্রামে ডাকাইতি করেন, পুলিশকর্ম্মচারিগণ উহার অনুসন্ধান করিবার নিমিত্ত যেমন সেই স্থানে গমন করিলেন তান্তিয়া অমনি খাতিগ্রামে উপনীত হইলেন; এই সংবাদ থানায় পৌঁছিতে না পৌঁছিতেই পুনরায় তিনি বকবামপুরে ডাকাইতির উদ্যোগ করিলেন ও পরিশেষে ৩০ই ডিসেম্বর তারিখে মেলঘাটের মধ্যস্থিত খাণ্দিগ্রামে একটী অভূতপূর্ব্ব ডাকাইতি করিয়া পুলিশকে একেবারে অপদার্থ করিয়া তুলিলেন। ইহার পর আবার বিরপুরা গ্রামে, তৎপরে পুনরায় মোটাগ্রামে ডাকাইতি করিলেন। তান্তিয়ার কার্য্যকলাপ দেখিয়া সকলেই চিন্তিত হইলেন, পুলিশকর্ম্মচারিগণ নির্ব্বাক হইয়া ভাবিতে লাগিলেন; তাঁহাদিগের মধ্যে কেহ বা সেই কর্ম্ম হইতে কর্ম্মান্তরে প্রেরিত হইলেন, কেহ বা স্থানান্তরিত হইলেন, কেহ বা কর্ম্মচ্যুত

হইলেন। যাঁহারা থাকিলেন বা যাঁহারা নূতন আসিলেন তাঁহারা তান্তিয়ার অত্যাচারে জর্জ্জরীভূত হইয়া মহাকষ্টে চিন্তা সমুদ্রে হাবুডুবু খাইতে লাগিলেন।

সময় পাইয়া অন্যান্য ডাকাইতগণও প্রশ্রয় পাইল; তাহাদিগের মধ্যেও কেহ কেহ জাল তান্তিয়া সাজিয়া, কেহ বা তান্তিয়ার দোহাই দিয়া সকলের সর্ব্বনাশ করিতে লাগিল; যেখানে সেখানে ডাকাইতি করিয়া সেই প্রদেশকে একেবারে উচ্ছন্ন দিবার বন্দোবস্ত করিতে লাগিল। সকলেই আপন আপন স্ত্রী পরিবার ও ধন প্রাণ লইয়া ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িল।

এই সময় দিননাথ নামায় একজন ইন্‌স্পেক্টর কার্য ক্ষেত্রে উপনীত হইলেন। কয়েক বৎসর পর্য্যন্ত যে কর্ম্মচারিগণ এই কার্য্যে নিযুক্ত থাকিয়া পরিশেষে অপমানিত ও স্থানান্তরিত হইয়াছেন, তাহাদিগের অবস্থা স্মরণ করিয়া দিননাথ প্রাণপণে তান্তিয়ার অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। স্থানে স্থানে ভ্রমণ করিয়া গ্রামে গ্রামে পরিদর্শন করিয়া পরিশেষে তিনি জানিতে পারিলেন যে, তান্তিয়া বহু দিবস পর্য্যন্ত পাগাজর গ্রামের নিকট অবস্থান করিতেছিলেন, কিন্তু অল্প দিবস হইল সেইস্থান পরিত্যাগ পূর্ব্বক পুনরায় অন্য স্থানে গমন করিয়াছেন। ছিদ্রান্বেষী দিন নাথ এই সংবাদ পাইয়া আর স্থির থাকিতে পারিলেন না; সেই স্থানের নিকটবর্ত্তী সমস্ত গ্রামবাসীগণের সর্ব্বনাশ সাধনে কৃতসংকল্প হইয়া কার্য্য করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। গ্রামস্থ জমিদার, প্রজা, ধনী, দরিদ্র, মহাজন, কৃষক প্রভৃতি সমস্ত লোকই দিননাথের বিষ নজরে পড়িলেন। তান্তিয়া সম্বন্ধীয় কোন সংবাদ এত দিবস পর্য্যন্ত পুলিশকে না দেওয়া অপরাধে

সকলেই ধৃত ও পরিশেষে বিচারকের নিকট প্রেরিত হইলেন। বুদ্ধিমান বিচারকও তাঁহার অসাধারণ বিচার এবং সাক্ষীর গুণে সকলকেই দোষী সাব্যস্ত করিয়া কঠিন পরিশ্রম করিবার নিমিত্ত, কঠোর নিয়মাগার, কারাগারের ভিতর তাহাদিগকে পাঠাইয়া দিলেন।

এই সকল ব্যক্তিবর্গের মধ্যে মঙ্গল নামীয় এক ব্যক্তিরও কারাবাসের আজ্ঞা হয়। মঙ্গলের উপর অন্য কোনরূপ প্রমাণ ছিল না, কিন্তু কানাই কাক নামীয় অপর আর এক ব্যক্তির সাক্ষ্যের উপর নির্ভর করিয়াই বিচারক তাহাকে কারাগারে প্রেরণ করেন। যখন মঙ্গল দেখিল যে সে কারাগারে প্রেরিত হইল, আর কানাই হাসিতে হাসিতে সাক্ষ্য দিবার সহিত গমন করিল তখন সে দারোগার নিকট আপনার সমস্ত দোষ স্বীকার পূর্ব্বক কহিল—'আমি পুলিশের নিকট ডাকাতিয়ার সংবাদ না দেওয়ার নিমিত্ত দোষী, তাহার আর কিছুমাত্র ভুল নাই। আমি যে তাহার উপযুক্ত প্রমাণ দণ্ডও পাইলাম তাহাও সকলে দেখিলেন, কিন্তু যে কানাই ভদ্র লোকের বেশে আসিয়া ভদ্র লোকের মত সাক্ষ্য প্রদান করিল সেই ভদ্র আমার অপেক্ষায় শত গুণে দোষী। ডাকাতিয়ার সংবাদ দিতে পরাঙ্মুখ হইয়াছিলাম এই আমার দোষ, কিন্তু এই দুরাচার সেই ডাকাতিয়ার দলের সহিত মিলিত হইয়া ওপকালি গ্রামের ডাকাইতি কার্য্য সম্পন্ন করে এবং সেই গ্রাম লুণ্ঠন করিয়া আপনার নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি চরিতার্থ পূর্ব্বক যথেষ্ট অর্থও সংগ্রহ করিয়া আনে।"

দিন নাথ মঙ্গলের এই কথা শুনিয়া বিশ্বাস করিলেন, অমনি কানাইকে ধৃত করিয়া তাহার তদারক করিতে নিযুক্ত হইলেন।

পরিশেষে কানাইও সমস্ত কথা স্বীকার করিল—কিরূপে সে তান্তিয়ার দলের সহিত মিলিত হইয়াছিল, কিরূপে সে ওসকালি গ্রামে ডাকাইতি করিয়াছিল, ডাকাইতি করিবার পূর্ব্বে এক মাস পর্য্যন্ত তান্তিয়া স্বদলবলে কোথায় অবস্থান করিয়াছিলেন, কোন কোন গ্রামের কোন কোন ব্যক্তি তান্তিয়ার আহারীয় দ্রব্যাদির সংস্থান করিয়া দিয়াছিল—সমস্ত কথাই বলিয়া দিল। দিননাথ এ সমস্ত বিষয় বিশেষরূপে অনুসন্ধান করিয়া দেখিলেন যে কানাই যাহা যাহা বলিয়াছে তাহার সমস্তই প্রকৃত। যে স্থানে তান্তিয়া মাসাবধি অবস্থান করিয়াছিলেন, দিননাথ সেই স্থানে গিয়া দেখিলেন যে, উহা জঙ্গল বা প্রস্তর নহে। উহা একখানি গ্রামের নিকটবর্ত্তী মনুষ্য বাসোপযোগী স্থান ও পুলিশের থানা হইতে অতি নিকট! সেই স্থানে এখনও তাহাদিগের পরিত্যক্ত চিহ্ন সকল বর্ত্তমান রহিয়াছে। পুলিশের নিকটবর্ত্তী স্থানে তান্তিয়া মাসাবধি অবস্থান করিয়া নানা স্থানে ডাকাইতি করিলেন, আর পুলিশ ইহার বিন্দু বিসর্গও অবগত হইতে পারিলেন না, ইহা কি পুলিশের কম কার্য্য দক্ষতার ফল!

একবিংশ পরিচ্ছেদ।

তান্তিয়ার দয়া।

তান্তিয়াকে ধরিবার নিমিত্ত পুলিশ যতই চেষ্টা করিতে লাগিলেন, অখ্যাতি অপনোদনের জন্য যতই পরিশ্রম করিতে লাগিলেন, তান্তিয়া-ধরা-কার্য্য তাঁহাদিগের পক্ষে ততই সুকঠিন হইতে লাগিল! এখন কেবল মাত্র ভীলগণই যে তাঁহার দলভুক্ত এরূপ নহে, কোরকু ও বুনজারাদিগের মধ্য হইতে অনেকেই আসিয়া তাহার দল পরিপুষ্ট করিতে লাগিল, ইহা ব্যতীত তান্তিয়াকে এতদিবস পর্য্যন্ত ধরিতে না পারার প্রধান কারণ এই যে—

তান্তিয়া দরিদ্রের পিতা, অতিশয় দরিদ্রতা নিবন্ধন পিতাও কখন কখন স্নেহময় পুত্রকে পরিত্যাগ করিয়াছেন, শুনা যায়; কিন্তু কেহ কখন বলিতে পারিবেন না যে, তান্তিয়া কোন দারিদ্র্য-প্রপীড়িত ব্যক্তিকে কখন পরিত্যাগ করিয়াছেন। যিনি বিপজ্জালে জড়ীভূত হইয়া তান্তিয়ার শরণ লইয়াছেন, যেরূপ উপায়ে হউক, তান্তিয়া তাঁহাকে সেই বিপদ হইতে উদ্ধার করিয়াছেন। যে পতিপুত্রহীনা অনাথার এজগতে কেহই নাই, সে তান্তিয়ার নিকট অকৃত্রিম স্নেহ ও দয়া প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাহাকে অন্নের জন্য আর কাহারও মুখাপেক্ষী হইতে হয় নাই। মহাজনের নিকট ঋণগ্রহণ নিবন্ধন যে কৃষকের কোনরূপ কষ্ট হইয়াছে, মহাজন আর ঋণ দিতে অসম্মত হইয়াছেন, তান্তিয়ার কর্ণগোচর হইবামাত্রই তিনি তখনই সেই ঋণ পরিশোধ করিয়া মহাজনের

দ্বার মুক্ত করিয়া দিয়াছেন। দৈবদুর্বিপাকের বশবর্ত্তী হইয়া যে কৃষকের হলবাহী বৃষ মরিয়া গিয়াছে, তান্তিয়া সেই কৃষককে কোন কষ্টই অনুভব করিতে দেন নাই; কোথা হইতে অন্য বৃষ আনাইয়া তাহার সেই স্থান পূর্ণ করিয়া দিয়াছেন। অজন্মা নিবন্ধন যে জমীর শস্যাদি অধিক পরিমাণে উৎপন্ন হয় নাই, যে জমীর কৃষকগণ কপালে হাত দিয়া বসিয়া পড়িয়াছে, পরিবার বর্গকে কিরূপে বাঁচাইবে ভাবিয়া অস্থির হইয়াছে, সেই দুর্ব্বৎসরেও কেহ অন্ন কষ্ট পায় নাই; কোথা হইতে তান্তিয়া শস্যাদি আনিয়া তাহাদিগকে সাহায্য করিয়াছেন। এক কথায় যাহার যেরূপ কষ্ট হইয়াছে, যে তাঁহার নিকট যে প্রকারে সাহায্য প্রার্থনা করিয়াছে, তিনি তখনই তাহা সম্পন্ন করিয়া যথাসাধ্য সকলের বিশেষ উপকার করিয়াছেন। তিনি ধনীর বাড়ীতে ডাকাইতি করিয়া যাহা পাইতেন তাহা নির্ধনীকে দান করিতেন। সঙ্গতিশালীর সঙ্গতি, অসঙ্গতিশালীর সঙ্গতিতে পরিণত করিতেন। কৃপণের ধন দরিদ্রকে বাঁটিয়া দিতেন। এক দিবস তান্তিয়া শুনিতে পাইলেন যে, একখানি গ্রামে একজন অতিশয় ধনশালী লোক বাস করেন, আর সেই গ্রামে যে কয়েকজন প্রজা আছে, সকলেই নিতান্ত দরিদ্র। তাহাতে সেই বৎসর অজন্মা হওয়ায় তাহাদিগের আরও অতিশয় কষ্ট হইয়াছে; এমন কি, দুই এক দিবস তাহারা আপন আপন স্ত্রী পুত্রের সহিত উপবাস করিয়াও দিন যাপন করিয়াছে, আর সেই ধনশালী ব্যক্তি স্বচক্ষে ইহা দেখিয়াও তাহার প্রতিবিধানের কোন চেষ্টাই করেন নাই। এই বিপদের সময় যাহারা তাঁহার নিকট গমন করিয়া অশ্রুনীরে আপন আপন বুক ভিজাইয়াছে ও তাঁহার

নিকট হইতে কিছু সাহায্য পাইবার নিমিত্ত বার বার খোসা-মোদ করিয়াছে, তিনি তাহাদিগের কাহারও কথায় কর্ণপাত করেন নাই। তাহাদিগের বালক বালিকারা জঠর জ্বালায় চীৎকারেও তাঁহার মনকে আকৃষ্ট করিতে পারে নাই। এই সংবাদ পাইবামাত্র তান্তিয়া আর কালবিলম্ব না করিয়া স্বদলবলে সেই ধনশালী ব্যক্তির বাড়ীতে গিয়া উপনীত হইলেন। তাঁহার যথা সর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করিয়া তাঁহার বাড়ীর সম্মুখে রাখিলেন ও সেই গ্রামের আবাল বৃদ্ধ বণিতা সকলকে আনাইয়া সেই ধন-শালী ব্যক্তির সম্মুখে উহা সকলকে বণ্টন করিয়া দিলেন। এই বিপদের সময় বিশেষ সাহায্য পাইয়া সকলেই তান্তিয়ার জয় ঘোষণা করিতে করিতে প্রস্থান করিল। তান্তিয়া প্রস্থান করিবার পর সেই ধনশালী ব্যক্তি থানায় গিয়া নালিস করি-লেন। পুলিশ তদারক করিতে আসিয়া যাহা শুনিলেন, যাহা দেখিলেন, তাহাতে একেবারেই আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া পড়িলেন। প্রসিদ্ধ দস্যুর এইরূপ দয়া দেখিয়া একেবারেই বিমোহিত হইলেন। তদারক আর কি করিবেন, গ্রামস্থ সমস্ত লোকের নিকট হইতেই চোরামাল বাহির হইল সত্য, কিন্তু বিচারে কাহারও কিছু হইল না, অথচ এই গোলযোগে তাহাদিগের কষ্টের সময়টা বিনা কষ্টে অতিবাহিত হইয়া গেল।

বালক, স্ত্রীলোক এবং ব্রাহ্মণ তান্তিয়ার নিকট বিশেষরূপে দোষী হইলেও তিনি কোনরূপে তাহাদিগের অনিষ্ট করিতেন না। তিনি যে কত বালককে ভাল বাসিয়াছেন, কত স্ত্রীলোককে অশেষরূপে সন্তুষ্ট করিয়াছেন, এবং কত ব্রাহ্মণের উপর যে তিনি সদয় ব্যবহার করিয়াছেন তাহা লিখিয়া শেষ করা যায় না।

তাহার এক এক দিনের একটী একটী কথা বলিলেই যথেষ্ট হইবে।

যে দিবস তান্তিয়া ওসকালিগ্রামে ডাকাইতি করিতে গমন করিতেছিলেন, সেই দিবস গ্রামের বাহিরে একটী বালিকাকে দেখিতে পান। ঐ বালিকা জলপূর্ণ একটী ছোট কলশি মস্তকে করিয়া গ্রামাভিমুখে আসিতেছিল। উহাকে দেখিয়া তান্তিয়া বুঝিতে পারিলেন যে, সে কোন দরিদ্রের কন্যা। বালিকা কতকগুলি অস্ত্রধারী মনুষ্যকে দেখিয়া ভয়ে নিতান্ত অধীর হইয়া পলায়ন করিবার উদ্যোগ করিল। তান্তিয়া বুঝিলেন যে, সে নিতান্ত ভীত হইয়াছে; তখন সাহস দিয়া তান্তিয়া তাহাকে আপনার নিকট ডাকিলেন। বালিকা ভয়বিহ্বলচিত্তে তাঁহার নিকট আসিল। তিনি তাহাকে কিছুই না বলিয়া আপনার নিকটস্থিত কয়েকটী মুদ্রা জলপূর্ণ সেই কলশির ভিতর নিক্ষেপ করিয়া আস্তে আস্তে গন্তব্য স্থানে প্রস্থান করিলেন। বালিকা কলশি লইয়া বাড়ী গমন করিলে তাহার মাতা সেই কলশির ভিতর কয়েকটী মুদ্রা পাইল; জননী কন্যার মুখে সমস্ত কথা শুনিয়া যে কি পর্য্যন্ত সন্তুষ্ট হইলেন তাহা বর্ণনাতীত। যে দরিদ্র একটী মাত্র পয়সা পাইলে অপার আনন্দ অনুভব করে, সে কয়েকটী মুদ্রা একেবারে পাইয়াছে, ইহা অপেক্ষা তাহার আনন্দের বিষয় আর কি হইতে পারে!

তিনি ওসকালি গ্রামের ভিতর যখন প্রবেশ করিলেন, সেই সময় সেই গ্রামের ভিতর মহা সমারোহে একটী বিবাহ কার্য্য সম্পন্ন হইতেছিল। গ্রামস্থ স্ত্রীলোক মাত্রেই তাহাদিগের উত্তম উত্তম বসন ভূষণে ভূষিত হইয়া সেই স্থানে

উপস্থিত ছিল। অনুমানের দ্বারা জানা যায় যে প্রায় ৬৫ সহস্র মুদ্রা মূল্যের অলঙ্কার দ্বারা সেই সকল স্ত্রীলোকদিগের শরীর সুসজ্জিত ছিল। বাদ্যকরগণ তালে তালে বিবাহের বাদ্য বাজাইয়া সকলকে মোহিত করিতেছিল, এমন সময় তান্তিয়া স্বদল বলে সেই বিবাহ স্থানে গিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহাকে দেখিবামাত্র বাদ্যকরগণ ভয়ে আপন আপন বাদ্য যন্ত্র লইয়া প্রস্থান করিবার উদ্যোগ করিল, স্ত্রীলোকগণ ভয়াকুল চিত্তে সেই স্থান পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করিবার চেষ্টা দেখিতে লাগিল। সেই স্থানে যে কেহ উপস্থিত ছিল সকলেই ভয়ে আকুল হইয়া উঠিল। ইহা দেখিয়া তান্তিয়া সকলকেই নিরস্ত করিলেন, সকলকেই অভয় প্রদান করিয়া সেই স্থানে উপবেশন করিলেন ও কিয়ৎক্ষণ বিবাহ কার্য্য দর্শন করিয়া, বাদ্যাদি শ্রবণ করিয়া পরিশেষে বর ও কন্যাকে দেখিতে চাহিলেন। তাঁহার আদেশ পাইবামাত্রই বর কর্ত্তা ও কন্যা কর্ত্তা ভয়ে কাঁপিতে কাঁপিতে বর কন্যা লইয়া তাঁহার সম্মুখে আসিয়া উপনীত হইল। তান্তিয়া আপনার নিকট হইতে কিছু মুদ্রা তাহাদিগের হস্তে দিয়া তাহাদিগকে আশীর্ব্বাদ করিয়া সেই স্থান হইতে প্রস্থান করিলেন।

যে সময়ে তান্তিয়া ওসকালি ও কাপাসি গ্রামে ডাকাইতি করেন সে সময় যে কতকগুলি স্ত্রীলোক অবমানিত হইয়াছিল, তাহাতে আর ভুল নাই। তান্তিয়া ইহার বিন্দু বিসর্গও অবগত ছিলেন না; ইহা তাঁহার দলস্থিত কয়েকজন নির্দ্দয় লোক দ্বারাই হইয়াছিল। তান্তিয়া যখন ইহা স্বচক্ষে দেখিলেন, স্ত্রীলোকগণের আর্ত্তনাদ যখন তাঁহার কর্ণগোচর হইল, তখন তাঁহার

ক্রোধের উদ্রেক হইল। তখনই তিনি সর্ব্ব সমক্ষে সেই নির্দয় লোকগণকে যথোচিত শাস্তি দিয়া স্ত্রীলোক দিগের কষ্টের মোচন করিয়া দিলেন! গ্রামস্থ সমস্ত লোকেই দেখিল যে, স্ত্রীলোকের উপর তান্তিয়ার অসাধারণ দয়া! সমস্ত লোকেই জানিতে পারিল, অপরিচিত সামান্য স্ত্রীলোকের নিমিত্ত তিনি তাহার সহকারী লোকদিগের প্রতি কি রূপ কঠোর ব্যবহার করিলেন।

তান্তিয়া এক দিবস জঙ্গলের ভিতর ভ্রমণ করিতেছেন, এমন সময় তাঁহার একজন অনুচর একটী লোককে ধৃত করিয়া তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত করিল। ঐ ব্যক্তির নিকট একশত টাকাও ছিল; অনুচর পূর্ব্বেই সেই টাকা তাহার নিকট হইতে কাড়িয়া লয় ও উহা তান্তিয়ার নিকট আনিয়া উপস্থিত করে। ঐ ব্যক্তিকে দেখিয়াই তান্তিয়া বুঝিতে পারিলেন যে, ইনি ব্রাহ্মণ। ব্রাহ্মণকে এইরূপ কষ্ট দেওয়ার নিমিত্ত তিনি সেই অনুচরকে যথোচিত ভর্ৎসনা করিলেন, এবং আপনার নিকট স্থিত একটী মুদ্রার সহিত সেই একশত টাকা সেই ব্রাহ্মণকে অর্পণ করিলেন ও তাঁহাকে অভয় প্রদান পূর্ব্বক সেই স্থান হইতে বিদায় করিয়া দিলেন। তান্তিয়ার আদেশ মত সেই অনুচরও ব্রাহ্মণের সহিত গমন করিল এবং তাহাকে জঙ্গলের অপর প্রান্তে নির্ব্বিঘ্নে পৌঁছাইয়া দিয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ।

তান্তিয়ার একটী পূর্ব্ব চিত্র।

যে সকল গুণে তান্তিয়া সেই প্রদেশীয় দরিদ্র প্রজাগণের নিকট বিশেষ সমাদৃত ছিলেন, ডাকাইত হইবার পরে তান্তিয়া তাহা শিক্ষা করেন নাই। বাল্যকাল হইতেই যে ঐ সকল গুণ তাহার হৃদয় পটে চিত্রিত ছিল তাহার ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত দেখিতে পাওয়া যায়। তান্তিয়া যখন কৃষিকার্য্য অবলম্বন করিয়া জীবন ধারণ করিতেন, সেই সময়ের একটী কথা বলিলেই, তান্তিয়ার হৃদয় যে কতদূর পরোপকারব্রতে ব্রতী ছিল, তাহা সকলেই অনুমান করিতে সমর্থ হইবেন।

যে প্রদেশে তান্তিয়ার বাসস্থান সেই প্রদেশীয় কৃষকগণের বর্ষাকালীন প্রধান খাদ্য "কণ্ড" ও "কটাক"। ইহাই তাহাদিগের বর্ষাকালীন জীবনধারণের একমাত্র প্রধান উপায়। কোন কোন বৎসর এই প্রদেশে পঙ্গপালের এত উৎপাত হয় যে, তাহা বলিবার নহে। সময় সময় পঙ্গপাল দল আসিয়া যাহার ক্ষেত্রে পতিত হয়, তাহার আর কিছুই থাকে না; সেই জমির একেবারে সর্ব্বনাশ হইয়া যায়। পঙ্গপাল দ্বারা কৃষকগণের খাদ্য এইরূপ নষ্ট হইলেও তাহারা একবারও ভাবিত না, কেহ জিজ্ঞাসা করিলে বলিত—"পঙ্গপালে যাহা নষ্ট করিয়া দিয়াছে, 'তান্তি মামু' তাহা পূর্ণ করিয়া দিবেন।" সেই প্রদেশীয় কৃষকগণের মনে এইধারণা ছিল যে, যাহার যেমন কোন কষ্ট হউক না, তান্তিয়া তাহাকে সেই কষ্ট হইতে উদ্ধার করিবেন। ইহা বড়

কম বিশ্বাসের কথা নহে! এই ধারণা সকলের মনে জন্মাইয়া দেওয়া নিতান্ত সহজ ব্যাপার নহে। তান্তিয়া প্রকৃত পক্ষে তাহাই করিতেন; তিনি কাহাকেও অন্নকষ্ট সহ্য করিতে দিতেন না। যেমন করিয়া হউক তাহার অন্নের সংস্থান করিয়া দিতেন।

আমি যে প্রদেশের কথা বলিতেছি "মামু" সেই প্রদেশের একটী অত্যন্ত সম্ভ্রান্ত সূচক শব্দ। সেই নিমিত্ত সকলেই তান্তিয়াকে বিশেষ মান্য করিয়া 'মামু' বলিয়া সম্বোধন করিত।

এই সকল কারণেই তান্তিয়ার দল এতদূর বিস্তৃত ছিল যে তাহা বলিলে, বোধ হয়, অনেকে অবিশ্বাস করিবেন। ওসকালি ডাকাইতিতে যে সকল দ্রব্য চুরি যায় তাহার মূল্য ন্যূন পক্ষে ৪,০০০ টাকা ছিল। সেই ডাকাইতির নিমিত্ত যখন কয়েক জন লোক ধৃত হয়, তখন তাহাদিগের নিকট হইতে অবগত হওয়া যায় যে কেহই তাহাদিগের অংশে দশ টাকার অধিক প্রাপ্ত হয় নাই। সেই রূপ আর একটী ডাকাইতিতে প্রত্যেকে এক এক মুদ্রা মাত্র প্রাপ্ত হইয়াছিল।

তান্তিয়া ডাকাইত সত্য, কিন্তু মৃগয়ায় তিনি অতিশয় অনুরক্ত ছিলেন; তিনি যখন মৃগয়া করিতে গমণ করিতেন, সেই সময় তাঁহার নির্দ্দেশ মত একস্থানে একটী তাম্বু পড়ত। তাহার নিকটবর্ত্তী গ্রাম সমূহের আবাল বৃদ্ধ বনিতা সকলে নিমন্ত্রিত হইয়া সেই স্থানে আগমন করিলে মৃগয়ালব্ধ দ্রব্যাদি সেই স্থানে উত্তম রূপে রন্ধন হইত, ও পরিশেষে সকলে একত্রে উপবেসন করিয়া পরম সুখে আহার করিতেন। তান্তিয়া সেই প্রদেশীয় গীত সকল অতি উত্তম রূপে গাইতে পারিতেন এবং নৃত্য করিতেও অতিশয় পারদর্শী ছিলেন। সকলের আহারাদি

সমাপন হইলে তিনি তানলয় সংযত সুমধুর গীতে সকলকে মোহিত করিতেন ও অঙ্গচালনা নৈপুণ্য সহকারে নৃত্য করিয়া সকলকে পরিতৃপ্ত করিতেন। এই রূপে তিনি মধ্যে মধ্যে মৃগয়া করিয়া যেমন অনেক লোককে সন্তোষ করিতেন, সেই রূপ মধ্যে মধ্যে ডাকাইতি করিতেও ভুলিতেন না।

পূর্ব্ব কথিত ডাকাইতি সকলের পর পুলিশও তাঁহাকে ধরিতে চেষ্টা করিতে লাগিল, তাঁহার সাহায্যকারীদিগের দ্বারা জেল পরিপূর্ণ হইয়া গেল, তথাপি তিনি উহা পরিত্যাগ করিলেন না এবং আরও ডাকাইতি করিয়া পুলিশকে বিশেষ শিক্ষা দিতে লাগিলেন। ক্রমে ক্রমে আরও কয়েক খানি গ্রামে কয়েকটী ডাকাইতি করিলেন। এই সময় হোলকার মহারাজের এলাকায় ও ইংরাজ রাজত্বের ভিতরই ডাকাইতি হইতে লাগিল। কিন্তু সেই স্থানে মাকরাই রাজার এলাকায় ডাকাইতির কোন কথায় কেহ শুনিতে পাইল না, ইহাতে সকলেই সন্দেহ করিলেন—'মাকরাই রাজার এলাকায় এখন তান্তিয়া অবস্থান পূর্ব্বক এই সকল ডাকাইতি কার্য্য সমাপন করিতেছেন।

তান্তিয়াকে ধরিবার নিমিত্ত পুলিশ একেবারে ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িলেন; কিন্তু কিছুতেই কিছু করিতে না পারিয়া তখন গ্রামবাসীগণের সাহায্য ও সাহসের উপর নির্ভর করিতে বাধ্য হইলেন। তখন প্রত্যেক গ্রামে গ্রামে এই উপদেশ প্রদান করা হইল যখন ডাকাইত আসিয়া কোন গ্রামে উপনীত হইবে, তখন গ্রামবাসীগণ গ্রাম ছাড়িয়া একেবারে পলায়ন না করিয়া সকলেই অস্ত্র ধারণ পূর্ব্বক ডাকাইতগণের সম্মুখে

উপনীত হইবে ও সাধ্যানুযায়ী তাহাদিগের সহিত সংগ্রাম করিয়া তাহাদিগকে পরাজয় পূর্ব্বক আপন আপন ধন সম্পত্তি রক্ষা করিবে। ডাকাইতগণ পলায়ন করিলে কেহ কেহ তাহাদিগের পশ্চাৎ গমন করিয়া তাহাদিগের থাকিবার স্থান সকল দেখিয়া আসিবে, ও পরিশেষে পুলিশ অনুসন্ধানে বহির্গত হইলে ঐ সকল স্থান তাহাদিগকে দেখাইয়া দিবে ও তাহাদিগকে বিশেষ সাহায্য করিবে। আর যদি ডাকাইতদিগকে তাহারা ধরিয়া রাখিতে পারে তাহাহইলে পুলিশকে আর কোন কষ্টই সহ্য করিতে হইবে না। তখন তাহারা উহাদিগকে অনায়াসেই জেলে পুরিয়া আপন আপন বাহাদুরী দেখাইতে সমর্থ হইবেন!!

গ্রামবাসীগণকে যেমন এইরূপ উপদেশ প্রদান করা হইল, অমনি সেই প্রদেশস্থ সমস্ত স্থান হইতে বন্দুকের লাইসেন্স একেবারে উঠাইয়া দেওয়া হইল। অনেকেই জীবন ও ধন রক্ষার নিমিত্ত বন্দুক খরিদ করিয়া আপন ঘরে রাখিতে আরম্ভ করিল।

তান্তিয়াকে ধরিবার নিমিত্ত এইরূপ উদ্যোগ করিতে করিতে ১৮৮৩ সাল শেষ হইয়া গেল, গবর্ণমেণ্টের রাশি রাশি অর্থ ভস্মে পরিণত হইল। পুলিশ কর্ম্মচারিগণ লজ্জা ও অপমানে আপন আপন মুখ আর উত্তোলন করিতে পারিলেন না।

১৮৮৪—খৃষ্টাব্দ।

ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ।

তান্তিয়ার সহিত পুলিশের যুদ্ধ ও পরাজয়।

তান্তিয়া পূর্ব্ব কথিত ডাকাইতি সকল সমাপনান্তে,কি জানি, কি ভাবিয়া—কিছু দিবস সাম্যমূর্ত্তি ধারণ করিয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন। এই সময় তান্তিয়াকে ধরিবার নিমিত্ত ইংরাজ পুলিশ ও হোলকার পুলিশ একত্র মিলিত হইয়া প্রাণপণে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তান্তিয়াও সেই সকল দেখিয়া শুনিয়া, এক রাজ্যের ভিতর অবস্থান করা বিপদসঙ্কুল ভাবিয়া, কখন বা ইংরাজ রাজত্বে, কখন হোলকার রাজত্বে এবং কখন বা অন্যান্য রাজত্বের ভিতর লুক্কায়িত ভাবে ভ্রমণ করিয়া দিন যাপন করিতে লাগিলেন। পরিশেষে ২৪শে মার্চ্চ তারিখে পুনরায় সেই মেলঘাট জমিদারির ভিতর ডাকাইতি করিতে মনস্থ করিলেন। সেই সময় পুলিশ কর্ম্মচারিগণ এতদূর সতর্কতার সহিত তান্তিয়ার অনুসন্ধান করিতেছিলেন যে,তাঁহারাও তান্তিয়ার সেই অভিসন্ধির কথা জানিতে পারিলেন। তান্তিয়া যে কোন অভিসন্ধি করেন, কোন রূপ বিপদের দিকে কিছুমাত্র লক্ষ্য না করিয়া, তিনি তাহা কার্য্যে পরিণত করিয়া থাকেন। পূর্ব্বে সংবাদ পাইয়া বেরার পুলিশ এবার বিশেষ যত্নের সহিত দলবল সংগ্রহ করিলেন, এবং ডাকাইতি করিবার পূর্ব্বেই সদলবলে তান্তিয়াকে ধৃত করিবার মানসে গ্রামের নিকট এক স্থানে গুপ্তভাবে অবস্থান করিতে লাগিলেন। তান্তিয়া নির্দ্দিষ্ট দিবসে ডাকাইতি করিবার মানসে,

স্বদলবলে যেমন সেই গ্রামাভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন, অমনি পুলিশ কর্ম্মচারিগণ তাঁহাদিগকে আক্রমণ করিলেন। তান্তিয়াও স্বদলবলে প্রস্তত; পুলিশ কর্ম্মচারিগণও তাঁহাদিগকে ধরিতে হইবে বলিয়া পূর্ব্ব হইতেই প্রস্তত; কাজেই উভয় পক্ষে ঘোরতর সংগ্রাম উপস্থিত হইল। পুলিশ কর্ম্মচারিগণ, ডাকাইত দিগকে ধরিবার নিমিত্ত সাধ্যানুসারে তাঁহাদিগের উপর বল-প্রয়োগ করিতে লাগিলেন; তাঁহারাও আপন আপন প্রাণ বাঁচাইবার উদ্দেশ্যে, প্রাণপণে চেষ্টা করিতে আরম্ভ করিলেন। ক্রমে উভয় পক্ষে লাঠি, তরবারি, ও পরিশেষে ভয়ানকরূপ গুলি বর্ষণ হইতে লাগিল; প্রথমে উভয় পক্ষের ভিতর কোন পক্ষেরই জয় পরাজয় হইল না; পরিশেষে লছমন নামক তান্তিয়ার একজন অনুচর পুলিশ কর্ত্তৃক সাংঘাতিকরূপে আহত হইয়া যেমন সেই স্থানে পতিত হইলেন, অমনি পুলিশ তাহাকে উঠাইয়া আপনাদিগের স্থানে পাঠাইয়া দিলেন। লছমনের এইরূপ অবস্থা দৃষ্টে তান্তিয়ার দলস্থিত সমস্ত ব্যক্তিই আপন আপন জীবনের মায়া পরিত্যাগ করিয়া পুলিশের উপর ভয়ানক গুলি বর্ষণ করিতে আরম্ভ করিলেন। অনেক পুলিশ কর্ম্মচারির শরীরের ভিতর সজোরে গুলি সকল প্রবেশ করিয়া অনেককে আহত করিয়া তুলিল; পরিশেষে একটী সাংঘাতিক গুলি আসিয়া যেমন একজন কর্ম্মচারির বক্ষস্থলে বিদ্ধ হইল, অমনি তিনি সেই স্থানে অচেতন অবস্থায় পতিত হইলেন; সমস্ত শরীর রক্তে ভাসিয়া গেল। অন্যান্য কর্ম্মচারিগণ তাঁহার চৈতন্যের নিমিত্ত অনেক চেষ্টা করিলেন, কিন্তু কোনক্রমেই আর তাঁহার চৈতন্যের উদয় হইল না। ইহা দেখিয়া পুলিশ কর্ম্মচারিগণ

রণে ভঙ্গ দিয়া প্রস্থান করিলেন। তান্তিয়া তখন স্বদলবলে তাঁহার অভিলষিত স্থানে ডাকাইতি করিয়া সেই স্থান হইতে প্রস্থান করিলেন।

লছমনও সাংঘাতিকরূপে আহত হইয়াছিলেন, অল্প দিনের মধ্যেই তাঁহারও প্রাণবায়ু শেষ হইয়া গেল। কিন্তু একবার তাঁহার কতক চৈতন্যলাভ হইয়াছিল; সেই সময় তিনি এই মাত্র বলিয়াছিলেন যে, তাঁহার বাসস্থান নিমার জেলার অন্তর্গত ওয়াথার গ্রামে, তিনি যখন এই কার্য্যে আগমন করিয়াছিলেন, সেই সময় তাঁহার গ্রামস্থিত "যাহু" ও "পাণ্ডু" নামক অপর দুই ব্যক্তিও তাঁহার সঙ্গে ছিল। পুলিশ এই কথা শুনিয়া ওয়াথার গ্রামের অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলেন; কিন্তু (বলিতে লজ্জা হয় যে) কয়েক মাস পর্য্যন্ত অনুসন্ধান করিয়া বহুদিবস পরে জানিতে পারিলেন,—সেই গ্রাম কোন্ স্থানে অবস্থিত! পুলিশ কর্ম্মচারী সেই স্থানে গমন করিয়া অবগত হইলেন যে যাহু বহুদিবস পর্য্যন্ত সেই গ্রামে আগমন করে নাই। কোন্ স্থানে, এবং কি অবস্থায় আছে, তাহাও কেহ বলিতে পারিল না। যে সময় পুলিশ সেই গ্রামের ভিতর গমন করেন, পাণ্ডু তখন তাহার ক্ষেত্রে কৃষিকার্য্য নির্ব্বাহ করিতেছিল; পুলিশের আগমন-সংবাদ পাইবামাত্র সে সেই স্থান পরিত্যাগ-পূর্ব্বক জঙ্গলে আশ্রয় লইল ও পুনরায় আর গ্রামে প্রত্যাগমন করিল না। সেই গ্রামের আরও কতকগুলি "কোরখার" উপর সন্দেহ হওয়ায় তান্তিয়ার অনুসঙ্গি বলিয়া পুলিশ তাহাদিগকে ধৃত করিলেন। পরিশেষে মেন্দঘাট ডাকাইতিতে সংমিলিত ছিল বলিয়া তাহাদের ১০ জন লোক ধৃত হইল। বিচারে তাহা

দিগের ১৪ বৎসরের নিমিত্ত কঠিন পরিশ্রমের সহিত কারাবাসের আজ্ঞা হইল।

পুলিশ তান্তিয়ার কোনরূপ সন্ধান করিতে না পারিয়া, মেলঘাটে ডাকাইতি করিতে যাইবার কালীন তান্তিয়া যে যে স্থান দিয়া গমন করিয়াছিলেন, সেই সেই স্থানের অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলেন। যাহার যাহার বাড়ীতে তান্তিয়া আহারাদি বা বিশ্রামের স্থান পাইয়াছিলেন, সেই সকল লোকদিগকে তখন তাঁহারা ধৃত করিতে আরম্ভ করিলেন। এইরূপ দোষের নিমিত্ত ক্রমে অনেক লোক ধৃত হইল, তান্তিয়াকে সাহায্য করা অপরাধে বিচারকের নিকট প্রেরিত হইল; ও সেই স্থান হইতেও তাহারা কঠোর পরিশ্রমের সহিত কারাগারে প্রেরিত হইল।

তান্তিয়া সেই সময়ে বেরার, নিমার ও হোসেঙ্গাবাদ প্রভৃতি জেলা অতিক্রম পূর্ব্বক হোলকার মহারাজের রাজত্বের সীমানা ও খান্দেশ প্রদেশের মধ্যস্থিত নিবিড় জঙ্গলের ভিতর অবস্থান করিতে লাগিলেন। পুলিশ যেমন এই সংবাদ পাইলেন, অমনি তান্তিয়া সেই স্থান পরিত্যাগ পূর্ব্বক মহারাজের এলাকাভুক্ত তাঁহার সেই পূর্ব্ব বাসস্থান খরগাঁয় আগমন করিলেন। মহারাজের এলাকার ভিতর তান্তিয়া আগমন করিলে, তাঁহাকে ধরিবার নিমিত্ত কাপ্তেন মহম্মদ খাঁ নামক এক ব্যক্তি মহারাজ কর্ত্তৃক নিয়োজিত ছিলেন! সেই সময়ে সর্দ্দার রতন সিং কে ডিষ্ট্রীক্ট সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের পদে নিয়োজিত করিয়া তান্তিয়াকে ধরিবার নিমিত্ত নিমার জেলায় রাখা হয়; উভয়ের প্রতি এই আদেশ হয় যে, উভয়ে একত্র মিলিত হইয়া তান্তিয়াকে

ধরিবার নিমিত্ত বিশেষ মনোযোগ করেন। কিন্তু ফলে তাহার বিপরীত হইতে লাগিল; পূর্ব্ব হইতে কোন কারণ বশতঃ উভয়ের মনোবিচ্ছেদ থাকা প্রযুক্ত ক্রমেই পরস্পর অনৈক্য হইতে লাগিলেন; তান্তিয়ার অনুসন্ধান পরিত্যাগ পূর্ব্বক উভয়েই উভয়ের ছিদ্রান্বেষণে নিযুক্ত হইলেন, উভয়েই আত্ম কলহে আপন আপন কর্ত্তব্য কর্ম্ম ভুলিয়া গেলেন। তান্তিয়াও এই সুযোগে নিমার জেলার ভিতর ক্রমে ক্রমে কতকগুলি ডাকাইতি করিয়া সেই প্রদেশকে একেবারে বিকম্পিত করিয়া তুলিলেন।

এই সময়ে তান্তিয়াকে ধরিতে গিয়া আর একটী মহান অনিষ্ট সংঘটিত হইতে লাগিল। কয়েকটী জেলার সমস্ত প্রধান প্রধান ও নামজাদা কর্ম্মচারিগণ তান্তিয়াকে ধরিবার নিমিত্ত নিয়োজিত হওয়ায় জেলার ভিতর অনুসন্ধানোপযোগী কর্ম্মচারির একেবারেই অভাব হইল। সময় বুঝিয়া সেই সকল স্থানের অন্যান্য বদমায়েস ও ডাকাইতগণও আপন আপন মূর্ত্তি প্রকাশ করতঃ লোকের উপর ভয়ানক অত্যাচার করিতে প্রবৃত্ত হইল। যেখানে সেখানে চুরি হইতে লাগিল, যেখানে সেখানে ডাকাইতি হইতে লাগিল। বোধ হইতে লাগিল, সেই প্রদেশে রাজা নাই! ক্রমে উহা যেন অরাজকের রজ্যরূপে পরিগণিত হইতে লাগিল। কর্ত্তৃপক্ষীয়গণও এই সকল অবস্থা দেখিয়া তাহার প্রতিবিধানের নিমিত্ত চেষ্টা দেখিতে লাগিলেন, নূতন বন্দোবস্তের উপায় উদ্ভাবন করিতে লাগিলেন।

এইরূপে ১৮৮৪ খৃঃষ্টাব্দ গত হইয়া গেল, দেশের যথেষ্ট ক্ষতি হইল, গবর্ণমেণ্টের প্রচুর অর্থ ব্যয় হইল, তান্তিয়াকে সাহায্য করা অপরাধে কত লোক ধৃত হইল ও কত জেল পূর্ণ হইয়া গেল; কিন্তু আসল কাজের কিছুই হইল না, তান্তিয়া ধরা পড়িলেন না।

১৮৮৫—খৃষ্টাব্দ।

চতুর্ব্বিংশ পরিচ্ছেদ।

তান্তিযা কর্ত্তৃক জব্বর সিংহের পরিণাম।

জব্বর সিং হাজ্জর গ্রামের মালগুজার, ও সেই স্থানের একজন জমিদার। সরকার হইতে খোসনাম পাইবার প্রত্যাশায় ও প্রচুর পরিমাণে পুরস্কারের লোভে তাহার মন অতিশয় প্রলোভিত হইয়া উঠিল। তান্তিযাকে ধরিবার নিমিত্ত মনে মনে সঙ্কল্প করিয়া লোকজন সংগ্রহ করিতে লাগিলেন, সেই প্রদেশীয় সমস্ত স্থানে গুপ্তচর পাঠাইয়া তান্তিয়ার অনুসন্ধান করিতে আরম্ভ করিলেন; তান্তিযাও এই সংবাদ অবগত হইলেন। জব্বর সিংহের অভিসন্ধির বিষয় বুঝিতে পারিয়া এক দিবস তান্তিয়া কয়েকজনমাত্র অনুচর সমভিব্যাহারে হাজ্জর গ্রামে গিয়া উপনীত হইলেন, এবং জব্বর সিংহকে ডাকাইয়া কহিলেন—"আমাকে ধৃত করিবার নিমিত্ত তুমি এত কষ্ট সহ্য করিয়া

কেন আমার অনুসন্ধান করিয়া বেড়াইতেছ? আমাকে যদি তুমি নিতান্তই ধরিতে ইচ্ছা করিয়া থাক, তবে আমি নিজেই আসিয়া উপস্থিত হইয়াছি, এখন আমাকে ধরিতে পার।” তান্তিয়ার এই কথা শুনিয়া জব্বর সিংহের মন বিচলিত হইয়া পড়িল, দুষ্টা সরস্বতী আসিয়া তাঁহাকে আশ্রয় করিল, তখনই তিনি গ্রামস্থ সমস্ত লোক সংগ্রহ করিয়া তান্তিয়াকে ধরিবার নিমিত্ত বদ্ধপরিকর হইলেন। তান্তিয়াও ভীত হইবার লোক নহেন; তিনিও স্বদলবলে সেই স্থানে উপস্থিত থাকিয়া ইহাদিগের কার্য্য কলাপ পর্য্যবেক্ষণ করিতে লাগিলেন। পরিশেষে উভয় পক্ষই সম্মুখ সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলেন, উভয় পক্ষ হইতেই জ্বলন্ত গুলি বৃষ্টি হইতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে জব্বর সিং সেই স্থানে পতিত হইয়া পুরস্কারের লোভ ভুলিয়া গেলেন, সংসারের মায়া পরিত্যাগ করিলেন। ইহাতে গ্রামস্থ সমস্ত লোক ভীত হইয়া আপন আপন প্রাণ লইয়া পলায়ন করিল। গ্রামস্থ সমস্ত লোকের এইরূপ আচরণ দেখিয়া তান্তিয়া তাঁহাদিগের উপর অতিশয় অসন্তুষ্ট হইলেন, এবং ভীষণ হুঙ্কারে সেই গ্রামের ভিতর প্রবেশ করিয়া সমস্ত গৃহে অগ্নি লাগাইয়া দিলেন। গ্রামস্থ গৃহ সমূহ ধূ ধূ করিয়া জ্বলিতে লাগিল, আর তাহারাও সেই গ্রামে, ইচ্ছানুযায়ী লুণ্ঠন করিয়া, সেই স্থান হইতে প্রস্থান করিলেন।

এই ঘটনার পর তান্তিয়া সেই প্রদেশে আরও অনেক ডাকাইতি কার্য্য সমাপন করেন, অনেক গ্রামকে ভস্মরাশিতে পর্য্যবসিত করেন; কিন্তু তাহার সমস্ত বর্ণন করা একেবারে অসাধ্য বলিয়া স্থূল স্থূল কয়েকটী বিষয়ের কথা এস্থলে বিবৃত হইল।

যে সকল গ্রামে তান্তিয়া ডাকাইতি করিতে গমন করেন, সেই সকল গ্রামের অধিবাসীগণ তান্তিয়ার আগমন সংবাদ পাইবামাত্রই ভয়প্রযুক্ত গ্রাম পরিত্যাগ পূর্ব্বক পলায়ন করিয়া থাকেন। তান্তিযাও বিনা ক্লেশে সেই স্থানে ডাকাইতি করিতে সমর্থ হন। তাঁহারা কিরূপে ডাকাইতি করেন ও পরিশেষে কোন দিকে গমন করেন, অনুসন্ধানের সময় তাহার কিছুই অবগত হইতে পারা যায় না। এই নিমিত্ত পুলিশ কর্ম্মচারিগণ অধিবাসী-গণকে সাহস ও উৎসাহ দিবার নিমিত্ত প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ গ্রাম সমূহে এক একজন পুলিশ কনেষ্টবল রাখিয়া দেন।

নিমার জেলার অন্তর্গত মূলগাঁ নামক গ্রামে সেইরূপ এক জন কনেষ্টবল ছিল। সে অতিশয় সাহসী ও কার্য্যদক্ষ লোক বলিয়া সকলের নিকট পরিচিত ও সমাদৃত হইত। তান্তিয়া একদিবস সেই গ্রামে গিয়া স্বদলবলে উপনীত হইলেন ও সেই গ্রামে ডাকাইতি করিয়া আপনার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিতে লাগিলেন। কনেষ্টবল ইহা দেখিয়া ভীত হইল না, সে গ্রামস্থ সকলের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিল, কিন্তু অনেকেই তাহার কথা শুনিলেন না, কোন ক্রমেই তাহাকে সাহায্য করিলেন না। সে যে অতি সামান্য সাহায্য পাইল, তাহা লইযাই তান্তিয়াকে ধরিবার নিমিত্ত সকলের অগ্রে অগ্রে অগ্রসর হইতে লাগিল। তান্তিয়ার দলস্থ ব্যক্তিগণ তাহা দেখিতে পাইল; ক্ষণকালের নিমিত্ত লুণ্ঠন কার্য্য বন্ধ করিয়া কনেষ্টবলকে বাধা দিতে আরম্ভ করিল। কনেষ্টবল বিশেষ উৎসাহের সহিত তাহাদিগের উপর সজোরে গুলি বর্ষণ করিতে লাগিল, কিন্তু পরিশেষে নিজেই অপর পক্ষীয়

গুলির আঘাত সহ্য করিতে না পারিয়া সেই স্থানে যেমন পতিত হইল, অমনি সংজ্ঞাশূন্য হইয়া ইহজীবন পরিত্যাগ করিল। কনেষ্টবলের এই অবস্থা দেখিয়া অন্যান্য সকলে পলায়ন করিলে তান্তিয়া আপনার অভিসন্ধি পরিপূর্ণ করিয়া সেই স্থান হইতে প্রস্থান করিলেন!

হোলকার মহারাজের এলাকায় মুকুন্দভীল নামক একজন ভীলের বাসস্থান ছিল। জানি না, সে কি কারণে তান্তিয়া সম্বন্ধীয় যাবতীয় গোপনীয় সংবাদ অবগত হইয়া মহারাজের নিকট বলিয়া দিত। তান্তিয়া যখন যেরূপ অভিসন্ধি করিতেন, যেস্থানে ডাকাইতি করিতে বাসনা করিতেন, যেস্থানে লুক্কায়িত ভাবে অবস্থান পূর্ব্বক কিয়ৎ দিবস অতিবাহিত করিবার অভিপ্রায় করিতেন, মকুন্দের দ্বারা মহাবাজ তাহা পূর্ব্বেই অবগত হইতে পারিতেন। তান্তিয়া এই সংবাদ জানিতে পারিয়া এক দিবস রাত্রে মুকুন্দের বাড়ীতে গিয়া উপনীত হইলেন। তাঁহার বিপক্ষতা করিয়া সে যাহা যাহা করিয়াছিল—মহারাজের নিকট সে যে সকল বিষয় বলিয়া দিয়াছিল, তাহাব সমস্তই তিনি মুকুন্দ ভীলকে বলিলেন, এবং তাহাকে উপযুক্ত রূপ প্রতিফল প্রদানের নিমিত্ত আপন অনুচরবর্গের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন। দেখিতে দেখিতে একটী বন্দুকের ভীষণ ধ্বনি সকলে শুনিতে পাইলেন! পরিশেষে সকলে দেখিলেন যে, মুকুন্দভীলের মৃতদেহ সেই স্থানে পড়িয়া গড়াগড়ি যাইতেছে।

১৮৮৬ খৃষ্টাব্দ।

পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ।

তান্তিয়া কর্তৃক পুলিশের দুর্গতি।

এই বৎসর তান্তিয়া হোসেঙ্গাবাদ জেলায় ৫টী, বিটল জেলায় ১টী ও নিমার জেলায় কয়েকটী ডাকাইতি করিলেন। এই সকলের মধ্যে কেবল মাত্র দুইটী ডাকাইতির সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে প্রকটিত হইল।

নিমার জেলার ভিতর বাকর একটী প্রসিদ্ধ গ্রাম; সেই স্থানে একজন মালগুজারও বাস করিয়া থাকেন। এত দিবস পর্য্যন্ত তিনি তান্তিয়ার কোন সংবাদই লইতেন না, বা তাঁহার বিপক্ষে কোন কথা কাহারও নিকট প্রকাশ করিতেন না। এখন তান্তিয়া-ধরা সম্বন্ধে তাহার মন আকৃষ্ট হইল, তান্তিয়া সম্বন্ধীয় কতকগুলি সংবাদ সংগ্রহ করিয়া তিনি রাজপুরুষের গোচর করিলেন। তান্তিয়াও এই সংবাদ প্রাপ্ত হইলেন, মালগুজারকে শিক্ষা দিবার নিমিত্ত তখনই দলবলে তাঁহার বাটীতে গিয়া উপনীত হইলেন; তাঁহার যথা সর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করিয়া সেই স্থান হইতে প্রস্থান করিবার সময় মালগুজারের একমাত্র পুত্রকে বলপূর্ব্বক লইয়া গেলেন। মালগুজার থানায় গিয়া নালিশ করিলেন, কিন্তু তাহাতে বিশেষ কিছু ফল ফলিল না।

এই ঘটনার অল্প দিবস পরেই বাপুমঙ্গ নামীয় একজন পুলিশ কনষ্টবলের বুদ্ধিকৌশলে ও কার্য্যদক্ষতায়, ভৌলিয়া ও ওলিয়া নামক তান্তিয়ার দুইজন অনুচর বিশেষ বিপাকে

পড়িয়া ধৃত হন। কনেষ্টবলের ব্যবহারে তান্তিয়া অতিশয় রাগান্বিত হয়েন এবং ঐ কনষ্টেবলকে উত্তমরূপে শিক্ষা দিবার নিমিত্ত এক দিবস তিনি স্বদলবলে সুর্গন বুঞ্জারি গ্রামে গিয়া উপনীত হন। এই গ্রামকে ডাকাইতির হস্ত হইতে উদ্ধার করিবার নিমিত্ত—ডাকাইতি হইবার সময় গ্রামস্থ লোককে সাহায্য করিবার নিমিত্তই, এই স্থানে সেই কনেষ্টবল অবস্থিতি করিত। এই কনষ্টেবলকে দেখিবামাত্রই তান্তিয়ার ক্রোধ অতিশয় উদ্দীপ্ত হইয়া উঠে। তান্তিয়া কনেষ্টবলের কৃতকর্ম্মের প্রতিশোধ লইতে মনস্থ করেন, এবং তাহাকে ইহজন্মের মত এই জগত হইতে বহিস্কৃত করিয়া দিবার নিমিত্ত প্রথমে মনে করেন, কিন্তু একেবারেই চরম সাজা হইলে তাহার বিশেষ কোন কষ্টই হইবে না, ভাবিয়া, তান্তিয়ার বিরুদ্ধাচরণের ফল যাহাতে আজীবন তাহার হৃদয় পটে অঙ্কিত থাকে, তদ্রূপ কঠোর শাস্তিবিধানের এক উপায় উদ্ভাবন করিলেন। কোমর-বন্ধ পোষাক, বন্দুক প্রভৃতি যে কোন সরকারী দ্রব্য তাহার নিকট ছিল, সমস্তই কাড়িয়া লইয়া তাহাকে সেই গ্রাম হইতে বহিস্কৃত করিয়া দিলেন। বেচারা বাপুমঙ্গ আর কি করিবে? হস্ত দ্বারা নাসিকা আচ্ছাদন করিয়া, রক্তাক্ত কলেবরে তাহার ঊর্দ্ধতন কর্ম্মচারীর নিকটগিয়া উপনীত হইল। পূর্ব্ব হইতে যদিও কর্ম্মচারিগণ তান্তিয়ার অনুসন্ধানে নিযুক্ত ছিলেন, তথাপি কনেষ্টবলের এইরূপ অবস্থা দেখিয়া তান্তিয়াকে ধরিবার নিমিত্ত প্রাণপণে আরও চেষ্টা দেখিতে লাগিলেন; কিন্তু বিশেষ কোন ফলই ফলিল না; তান্তিয়াকে ধৃত করা দূরে থাকুক, তাঁহার দলবলের আর কোন সন্ধান পর্য্যন্তও পাইলেন না।

১৮৮৬ খৃষ্টাব্দও এইরূপে অতিবাহিত হইয়া গেল। কত পুলিশ কর্ম্মচারিই বা তান্তিয়াকে ধরিবার নিমিত্ত নিযুক্ত হইলেন, কত লোকই বা নাকাল হইল, তাহার স্থিরতা রহিল না; কিন্তু কার্য্যে যাহা হইল তাহা দেখিয়া সকলেই অবাক হইলেন, সকলেই পুলিশের বদনাম করিতে লাগিলেন; সকলেই পুলিশের বন্দোবস্তের উপর অসন্তুষ্ট হইলেন। পুলিশের অবস্থা দেখিয়া,বাপুমঙ্গের অবস্থা ভাবিয়া, মালগুজারদিগের পরিবারবর্গের মর্ম্মভেদী রোদনধ্বনি শুনিয়া, কাহারও অন্তঃকরণে দয়ার উদ্রেক হইল,চক্ষু দিয়া থরবেগে জল ঝরিল। আর এই সকল অবস্থা দেখিয়া কেবলমাত্র তান্তিয়াই স্বদলবলে দূরে দাঁড়াইয়া হাসিলেন! গভর্ণমেণ্টের যত অর্থ ব্যয় হইতে লাগিল, বড় বড় পুলিশ কর্ম্মচারিগণের উপর গভর্ণমেণ্ট যত তীব্র মন্তব্য প্রকাশ করিতে লাগিলেন, তান্তিয়ার ততই আর আহ্লাদের পরিসীমা রহিল না।

১৮৮৭ খৃষ্টাব্দ।

ষড়বিংশ পরিচ্ছেদ।

তান্তিয়ার একটী নৃশংস কার্য্য।

তান্তিয়াকে ধরিবার নিমিত্ত সেই প্রদেশীয় সমস্ত পুলিশ একেবারে অপারগ হইলেন; পুলিশের বড় বড় কর্ম্মচারীগণ দেখিলেন যে, যে কার্য্যে তাঁহারা এত দিবস পর্য্যন্ত নিযুক্ত আছেন তাহার কিছুই করিতে পারিলেন না এবং তাঁহাদিগের

দ্বারা যে আর কিছু হইতে পারিবে সে আশাও আর থাকিল না; তখন তাঁহারা আপনারাই আপনাদিগের কার্য্যপটুতার বিষয় বিবৃত করিয়া গভর্ণমেণ্টকে জানাইলেন। এই সকল রিপোর্ট প্রাপ্তে গভর্ণমেণ্টও চকিত হইলেন। তখন পুলিশের প্রতি আর নির্ভর না করিয়া, তান্তিয়াকে ধরিবার ভার মধ্য ভারতবর্ষের গভর্ণর জেনারেলের এজেণ্ট সার লিপেল গ্রিফিন সাহেব স্বয়ং নিজ হস্তে গ্রহণ করিলেন, এবং হোলকার মহারাজের সাহায্যানুযায়ী রিসালদার মেজর ঈশ্বরিপ্রসাদ সি, আই; ই কে এই কার্য্যের ভারার্পণ করিলেন। ঈশ্বরি-প্রসাদ তান্তিয়াকে ধরিবার নিমিত্ত প্রাণপণে চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

গ্রিফিন সাহেব কেবল মাত্র ঈশ্বরিপ্রসাদকে এই কার্য্যে নিযুক্ত করিয়াই যে চুপ করিয়া রহিলেন, তাহা নহে; এক এক জেলার মধ্যে স্থানে স্থানে শিবির সন্নিবিষ্ট করিতে আদেশ দিলেন; তান্তিয়ার পশ্চাদ্ধাবিত হইবার নিমিত্ত ঐসকল শিবিরে দ্রুতগামী অশ্বারোহী সৈন্য সকল স্থাপিত হইল। তান্তিয়াকে ধরিবার নিমিত্ত এত দিবস পর্য্যন্ত কেবল পুলিশই চেষ্টা দেখিতে ছিলেন, কিন্তু তাহাতে আর কুলাইল না; সম্মুখ সংগ্রামে যাঁহারা প্রাণ দিতে প্রস্তুত, সেই যুদ্ধ বিশারদ সৈন্য সকল আজ তান্তিয়াকে ধরিবার নিমিত্ত যত্ন করিতে লাগিলেন।

গভর্ণমেণ্ট ও মহারাজের এই রূপ যত্ন ও বন্দোবস্ত দেখিয়া তান্তিয়া মনে মনে হাসিলেন এবং বৎসরের প্রথমেই উপর্য্যুপরি দুই স্থানে ডাকাইতি করিয়া তাঁহাদিগকে একেবারে আশ্চর্য্যান্বিত করিয়া তুলিলেন। ঈশ্বরি প্রসাদ মনে মনে অতিশয় লজ্জিত

হইয়া প্রচুর সৈন্য সামন্ত সমভিব্যাহারে বহির্গত হইলেন, এবং যে কয়েকটী জেলার ভিতর তান্তিয়া ডাকাইতি করিয়া থাকেন, সেই সকল স্থানে সূক্ষ্মানুসূক্ষ্মরূপে অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। তিনি চতুরঙ্গ সৈন্য সমভিব্যাহারে যে গ্রামে প্রবেশ করিতে লাগিলেন, সেই গ্রাম সশস্ত্র-বীরপদভরে টলিতে লাগিল; যে জঙ্গলে প্রবেশ করিলেন, সেই জঙ্গলের হিংস্র জন্তু সকল তাহাদিগের বাসস্থান পরিত্যাগ পূর্ব্বক ভয়ে উর্দ্ধশ্বাসে পলায়ন করিতে লাগিল; তরু, গুল্ম লতা প্রভৃতি সৈনিক পদভরে বিদলিত হইয়া ধরাশায়ী হইল; যে পর্ব্বতে উথিত হইতে লাগিলেন, সেই পর্ব্বতের চূড়া যেন সভয়ে দুলিতে লাগিল! কিন্তু পরিশেষে ঈশ্বরি প্রসাদের এত যত্ন এত অধ্যবসায় ও এত অনুসন্ধান, সমস্তই আকাশকুসুমে পর্য্যবসিত হইল; সমস্ত যত্ন ও কষ্ট নিষ্ফল হইল। কোন স্থানে তান্তিয়ার কিছু মাত্র অনুসন্ধান না পাইয়া সমস্ত বর্ষাকাল জঙ্গলে জঙ্গলে অতিবাহিত করিলেন এবং পরিশেষে ক্ষুণ্ণ মনে আপন স্থানে প্রতিগমন করিলেন।

ঈশ্বরি প্রসাদ আপন স্থানে প্রত্যাগমন করিতে না করিতে ২৭শে অক্টোবর তারিখে তান্তিয়া স্বদলবলে পুনরায় পোথার গিয়া উপস্থিত হইলেন।

পোথার গ্রাম খান্দোয়ার পশ্চিমে ১২ মাইল অন্তরে স্থাপিত। এই পোথার গ্রামে তান্তিয়া কিছু দিবস অবস্থান করিয়া শিবা পেটেলের কন্যা যশোদার সহিত প্রণয়সূত্রে আবদ্ধ হইয়াছিলেন, এবং এই পোথার গ্রাম হইতেই শিবা পেটেলের বিশ্বাসঘাতকতায় তিনি তাঁহার পৈত্রিক সম্পত্তি হারাইয়া

পরিশেষে বদমাইস অপবাধে জেল পর্য্যন্তও দর্শন করেন। এই পোথাব গ্রাম হইতেই ক্রমে তাঁহাব সর্ব্বনাশের অঙ্কুর উৎপন্ন হয়! পবিশেষে সেই অঙ্কুব বৃক্ষে পবিণত হইযা তাঁহাকে ভয়ানক ডাকাইতরূপে পরিগণিত কবে! ইহাব আভাস পাঠকগণ দ্বিতীয় পরিচ্ছেদেই পাইযাছেন। কিন্তু পোথার গ্রামের কোন্ ব্যক্তিব সহিত কাহাব কি প্রকাব সম্বন্ধ, তাহা বোধ হয় অনেকেই জানিতে ইচ্ছা কবিবেন; সুতবাং তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ এই স্থানে বিবৃত হইল। শিবা পেটেল এই পোথাব গ্রামেব অর্দ্ধাংশেব জমিদাব ছিলেন, এখন তিনি পরলোক গত হইয়াছেন, কিন্তু তাঁহাব পুত্র জালিম ও কন্যা যশোদা এখনও সেই গ্রামে অবস্থিতি কবিতেছেন। শুভন ভীলের ঘব হইতে যে সকল দ্রব্য চুবি গিযাছিল, তাহা এই জালিমেব ঘরেই পাওবা যায। শিবা পেটেল ও রাজপুত-গণের পবামর্শে এই জালিমই তান্তিয়াকে বিপদজালে জড়ীভূত করিয়া তাহাকে বনবাসী করেন। ঐ গ্রামেব অপর অর্দ্ধাং-শের অধিকাবী সরদাব পেটেল। সবদাবেব একমাত্র পুত্র মোহন; এই মোহনের কপটাচাবে ও সবদাবেব বিশ্বাসঘাত-কতায় তান্তিযা ১৮৭৮ খৃঃ অব্দে ধৃত হইয়াছিলেন। এখন তাঁহারা উভয়েই পবলোক গত হইয়াছেন। সরদাবের বিধবা স্ত্রী "গাজিয়া" মোহনেব বিধবা স্ত্রী সাবসি ও তাঁহার দুইটী নাবালক পৌত্র সেই স্থানে বাস করিতেছে।

সরদার ও মোহন তান্তিয়াকে ধরাইয়া দেওয়ায় যশোদা মনে মনে অতিশয় দুঃখিত হইয়াছিলেন, কিন্তু পিতা ও ভ্রাতাকে কিছুই বলিতে সমর্থ হইলেন না। গভর্ণমেণ্ট তাঁহাদিগের উপর

অতিশয় সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন, কিন্তু তাহারা উপযুক্ত পারিতোষিক পাইবার পূর্ব্বেই, তান্তিয়া জেল হইতে পলায়ন করেন, ও এই পোখার গ্রাম একেবারে ভস্মরাশিতে পরিণত করিয়া দেন। কিন্তু গবর্ণমেণ্ট মোহনের উপর বিশেষ সদয় হইয়া তাঁহাকে এক জোড়া বহুমূল্য স্বর্ণ বলয় পুরস্কার প্রদান করেন। এই ঘটনার কিছু দিবস পরেই সরদার ও মোহন কালগ্রাসে পতিত হন। তাহাদিগের নিমিত্ত গভর্ণমেণ্ট অতিশয় দুঃখ প্রকাশ করেন এবং তাহাদিগের কৃত কার্য্যের পুরস্কার স্বরূপ তাহাদিগের পরিবারবর্গের উপর বিশেষ সহানুভূতি দেখান। সরদারের স্ত্রী 'গাজিয়া' একে জমিদারের পত্নী, তাহাতে গভর্ণমেণ্ট তাহার উপর বিশেষ সদয়, কাজেই তাঁহার মনে একটু শ্লাঘা আসিয়া উপনীত হইল। পরিশেষে গবর্ণমেণ্ট হইতে তাহার পুত্র স্বর্ণ বলয় উপহার পাইয়াছিল বলিয়া অহঙ্কারে একেবারে উন্মত্ত হইয়া উঠিল। সে মধ্যে মধ্যে যশোদার উপর কটুক্তি প্রয়োগ করিয়া তাহাকে তুচ্ছ তাচ্ছল্য করিতে আরম্ভ করিল, ও তান্তিয়া সম্বন্ধীয় নানা কথা লইয়া লোক সমাজে যশোদাকে একেবারে লজ্জাবনত করিয়া তুলিল। গাজিয়ার নিকট যশোদার কিছু "জোয়ারির" পাওনা ছিল; এক দিবস সে সেই "জোয়ারির" প্রার্থনা করায় গাজিয় তাহা প্রদান করিল না, অধিকন্তু তাঁহাকে যৎপরোনাস্তি অপমান করিয়া সেই স্থান হইতে বিদায় করিয়া দিল। যশোদা এইরূপেই যে কেবলমাত্র অবমানিত হইল, তাহা নহে, গ্রামস্থ সমস্ত লোক একত্রিত হইয়া তাহাকে ডাকাইল, ও তান্তিয়ার সহিত অবৈধ প্রণয়াশক্ত ছিল বলিয়া তাহার উপর

সামাজিক দণ্ড প্রদত্ত হইল; সমাজ তাহাকে একশত টাকা জরিমানা করিলেন। বলা বাহুল্য যে এই অর্থও গাজিয়ার ঘরে পৌঁছিল।

২৭শে অক্টোবর তারিখে তান্তিয়া স্বদলবলে সেই গাজিয়ার বাটীতে গিয়া উপনীত হইলেন, এবং গাজিয়াকে ডাকাইয়া গভর্ণমেণ্ট প্রদত্ত সেই সুবর্ণ বলয় ও যশোদার নিকট হইতে গৃহীত সেই একশত টাকা, এবং আরও নগদ পাঁচশত টাকা তখনই প্রদান করিতে কহিলেন। গাজিয়া তান্তিয়ার এইরূপ অবস্থা দেখিয়া ভয়ে একেবারে অধীর হইয়া পড়িল, এবং তান্তিয়ার নিকট করযোড়ে বলিতে লাগিল—"আমি গবর্ণমেণ্ট হইতে যে সুবর্ণ বলয় পাইয়াছিলাম, তাহা আমার নিকট নাই; উহার পরিবর্ত্তে আমি গরু ও মহিষ সকল খরিদ করিয়াছি। তবে যদি অনুগ্রহ করিয়া আমাকে ৪ দিবস মাত্র সময় দেন, তাহা হইলে ঐ সুবর্ণবলয় আনাইয়া লই এবং ছয় শত টাকার সহিত আপনাকে প্রদান করিতে পারি।" এই কথায় তান্তিয়ার বিশ্বাস হইল না। দেখিতে দেখিতে অনুচরবর্গ সকলেই গাজিয়ার ঘরের ভিতর প্রবেশ করত তাহার যথাসর্ব্বস্ব লুটিয়া লইল, এবং গমন করিবার সময় গাজিয়া, তাহার পুত্রবধূ ও পৌত্রদ্বয়কে ধরিয়া লইয়া নির্দ্দয়রূপে প্রহার করিতে করিতে প্রস্থান করিল। তাহাদিগের আর্ত্তনাদ গগণ ভেদ করিয়া উঠিল। এই বিপদ হইতে উদ্ধার পাইবার নিমিত্ত তাহারা সকলের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিল। পৌর্ণমাসীর পরিষ্কার রাত্রে গ্রামস্থ সমস্ত লোক সেই স্থানে তাহাদিগের একটী দেবীর পূজায় নিরত ছিল। গাজিয়া প্রভৃতি সকলকে ধরিয়া তান্তিয়া সেই

স্থান দিয়া চলিয়া গেলেন; সকলেই উহা দেখিল, সকলেই তান্তিয়াকে চিনিল ও সকলেই স্ত্রীলোকের আর্ত্তনাদ শুনিল, কিন্তু কেহই তান্তিয়ার বিরুদ্ধাচরণ করিতে সাহসী হইল না—কেহই স্ত্রীলোকের সাহায্যে অগ্রসর হইল না! গাজিয়া সেই সময়ে সেই গ্রামের পাটোয়ারীকে সেই স্থানে দেখিতে পাইলেন, সাহায্য করিবার নিমিত্ত তাহাকেও বারবার কহিলেন; কিন্তু পাটোয়ারী তাহার সাহায্যের চেষ্টা করা দূরে থাকুক, দ্রুতপদে আপন বাড়ীর ভিতর প্রবেশ পূর্ব্বক দরজা বন্ধ করিয়া দিলেন।

পাটোয়ারির অবস্থা দেখিয়া তান্তিয়া "হি হি" করিয়া হাসিয়া উঠিলেন এবং তাহাদিগকে লইয়া জঙ্গলের ভিতর গমন করিলেন। তাহারা এই দুইটী স্ত্রীলোক ও দুইটী বালককে সেই জঙ্গলের ভিতর প্রস্তরাকীর্ণ পাহাড়ের মধ্যে দিয়া জোর করিয়া টানিয়া লইয়া যাইতে লাগিলেন। কণ্টকাকীর্ণ জঙ্গল ও প্রস্তরের আঘাতে তাহাদিগের পরিধেয় বসন ছিন্ন ভিন্ন ও শরীর ক্ষতবিক্ষত হইয়া গেল। এইরূপে তাহাদিগকে এক মাইল রাস্তা লইয়া গিয়া গাজিয়ার জোয়ারী ক্ষেত্রে গিয়া উপনীত হইলেন। তখন রাত্রি প্রভাত হইয়া গিয়াছে, কৃষকগণ আপন আপন কর্ম্মে বাহগত হইতেছে। এই স্থানে তান্তিয়া গাজিয়াকে আরও প্রহার করিলেন ও কহিলেন—"যশোদার সহিত অসং-ব্যবহার করিয়া তাহাকে জোয়ারী না দেওয়ার যে ফল হয় তাহাই এক বার এখন দেখ।" এইরূপ বলিতে বলিতে ও প্রহার করিতে করিতে তাহাদিগকে আরও অর্দ্ধ মাইল লইয়া গেলেন। পরিশেষে তাহার তীক্ষ্ণ তরবারির দ্বারা গাজিয়ার নাসিকা সমূলে কর্ত্তন করিয়া দিয়া কহিলেন—"গভর্ণমেণ্ট হইতে তোমার পুত্র

পুরস্কার পাইয়াছিল, এই অহঙ্কারে তোমার পা আর মৃত্তিকায় পতিত হইত না; সেই অস্থায়ী পুরস্কারের নিমিত্ত তুমি সকলকেই সামান্য জ্ঞান করিতে; কিন্তু সে পুরস্কার চিরস্থায়ী নহে। আমরা যে কেহ মনে করিলে,যখন সেই পুরস্কার হইতে তোমাকে বঞ্চিত করিতে পারি, তখন সেই অস্থায়ী পুরস্কারের নিমিত্ত এত অহঙ্কার কেন? আমি তোমাকে এই স্থায়ী পুরস্কার প্রদান করিলাম; এ পুরস্কার হইতে কেহই তোমাকে বঞ্চিত করিতে পারিবে না। আর যাহার গর্ভে এই রূপ অনংপুত্র ধারণ করে, তাহার এইরূপ পুরস্কারই বাঞ্চনীয়।" এই বলিয়া তান্তিয়া নিরস্ত হইলেন, গাজিয়া নাসিকা প্রবাহিত রক্তে তাহার সমস্ত বস্ত্র ভিজাইয়া সেই স্থানের মৃত্তিকা পর্য্যন্ত লাল রঙে রঞ্জিত হইল।

ইহার নিকটবর্ত্তী ক্ষেত্রে একজন কৃষক কর্ম্ম করিতেছিল, তান্তিয়া তাহাকে দেখিতে পাইয়া ডাকিলেন, সে নিতান্ত ভয়বিহ্বল অন্তঃকরণে কাঁপিতে কাঁপিতে সেই স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইল। তখন তান্তিয়া সেই দুইটী স্ত্রীলোক ও বালকদ্বয়কে তাহাকে প্রদান করিয়া কহিলেন—"তুমি ইহাদিগকে লইয়া গিয়া ইহাদিগের বাড়ীতে পৌছিয়া দেও কিন্তু গাজিয়াকে প্রথমে যশোদার নিকট লইয়া যাইবে, সে আমা কর্তৃক যে পুরস্কার প্রাপ্ত হইয়াছে,তাহা তাহাকে দেখাইবে এবং বলিবে—"যশোদার প্রতি অসদ্ব্যবহার করার নিমিত্তই ইহার এই দশা ঘটিয়াছে।"

কৃষক এই কথা শ্রবণ পূর্ব্বক দ্বিরুক্তি মাত্র না করিয়া উহাদিগকে লইয়া সেই স্থান হইতে প্রস্থান করিল। তান্তিয়াও স্বদলবলে হাসিতে হাসিতে সেই স্থান হইতে চলিয়া গেলেন।

তান্তিয়া যত দিবস পর্য্যন্ত ডাকাইতি করিতেছেন, কখন কোন স্ত্রীলোক বা বালকের উপর অত্যাচার করেন নাই। এমন কি, তাঁহার অজ্ঞাত সারেও যদি তাহার কোন অনুচর কোন স্ত্রীলোক বা বালকের উপর কোন প্রকার অত্যাচার করিয়াছে, তখনই তিনি তাহাকে উপযুক্তরূপ দণ্ড দিয়া তাহার প্রতিবিধান করিয়াছেন। কিন্তু প্রণয়ের কি বিচিত্র গতি! যিনি প্রকৃত প্রণয়ে কখন পতিত হইয়াছেন, তিনিই প্রণয় ও প্রণয়িনীর অনুরোধে আপন কর্ত্তব্য কর্ম্ম ভুলিয়াছেন। যিনি নিতান্ত জ্ঞানী বিচক্ষণ বিবেচক, তিনিও যখন সময়ে সময়ে প্রণয় শৃঙ্খলে আবদ্ধ হইয়া আপনার হিতাহিত জ্ঞান হারাইয়াছেন, তখন তান্তিয়া যশোদার নিমিত্ত যে এইরূপ ঘৃণিত প্রতিহিংসায় প্রবৃত্ত হইবেন, তাহাতে আর বিচিত্র কি? যশোদার প্রণয়পাশে আবদ্ধ হইয়া তান্তিয়া হিতাহিত জ্ঞান হারাইলেন, যে কার্য্যকে তিনি সতত ঘৃণার চক্ষে দেখিয়া থাকেন, সেই ঘৃণিত কার্য্যের বশবর্ত্তী হইয়া তিনি গজিয়ার নাক ত কাটিলেনই, তা ছাড়া আর একটী স্ত্রীলোকেরও সেই দশা করিলেন; পাঠকগণ ক্রমে তাহা জানিতে পারিবেন।

সপ্তবিংশ পরিচ্ছেদ।

পোখাবে পুনরায ডাকাতি।

২৮শে অক্টোবর তারিখের অতি প্রত্যুষেই তান্তিয়ার এই অদ্ভুত ডাকাইতির সংবাদ সেই স্থানের ডিষ্ট্রীক্ট সুপারিন্‌টেন্‌ডেণ্ট সাহেবের কর্ণ গোচর হইল। তিনি একজন অতিশয় উৎযোগী ও পরিশ্রমশালী কর্ম্মচারী। এই সংবাদ প্রাপ্তি মাত্র দিবা এক প্রহর হইতে না হইতেই সেই স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন, ও বিশেষ উৎসাহের সহিত কার্য্য ক্ষেত্রে উপনীত হইয়া বাছিয়া বাছিয়া কতকগুলি লোককে তান্তিয়ার অনুসন্ধানের নিমিত্ত নিয়োজিত করিলেন; তান্তিয়া যে দিকে গমন করিয়াছেন সেই দিকে ঐ সকল লোক প্রেরণ করিলেন ও নিজে সেই স্থানে উপস্থিত থাকিয়া আপনার সাধ্যমত সমস্ত বিষয়ের পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। ২৮ তারিখ এই রূপে গত হইয়া গেল। যাহার তান্তিয়ার অনুসন্ধানে বহির্গত হইয়াছিলেন, তাহারা কিছুমাত্র সন্ধান না পাইয়া ২৯ তারিখে একে একে প্রত্যাগমন করিল। সাহেব এই সংবাদ পাইয়া অন্য কি উপায় অবলম্বন করিবেন তাহা চিন্তা করিতেছেন, এমন সময় বেলুড গ্রাম হইতে সংবাদ আসিল যে, গত রাত্রে সেই গ্রামে তান্তিয়া ডাকাইতি করিয়াছেন। এই সংবাদ পাইবা মাত্র সাহেব লোকজন সমভি-ব্যাহারে সেই গ্রামে গিয়া উপনীত হইলেন, ডাকাইতির সমস্ত অবস্থা দর্শন ও শ্রবণ করিলেন, সাধ্যমতে তান্তিয়ার অনুসন্ধান করিতে প্রবৃত্ত হইলেন, কিন্তু কোন ফলই ফলিল না; তান্তিয়ার কোন সন্ধানই প্রাপ্ত হইলেন না।

ঈশ্বরি প্রসাদ ও এই সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া মালয়'-ভীল করপস্ ভূপাল বেটেলিয়ান এবং আপনার সমস্ত সৈন্য সমভিব্যাহারে তান্তিয়ার অনুসন্ধানে বহির্গত হইলেন; যে যে স্থানে তাঁহার কিছু কিছু সন্ধান পাইলেন, বিশেষ সতর্কতার সহিত সেই সকল প্রদেশ অনুসন্ধান করিলেন; কিন্তু কোন ফলই ফলিল না; তান্তিয়া ধৃত হইলেন না!

তান্তিয়া এই দুইটী ডাকাইতি করিয়া পুনরায় ইন্দোর মহারাজের এলাকার ভিতর প্রবেশ করত গুপ্ত ভাবে অবস্থান করিতে লাগিলেন। সেই স্থানে কিছু দিবস অবস্থান পূর্ব্বক নবেম্বর মাসের একদিবসে সেই স্থান হইতে বহির্গত হইয়া একেবারে ভিনপান গ্রামে উপস্থিত হইলেন। এই ভিনপান গ্রামেই প্রথমে তিনি ডাকাইতি করিয়া তাঁহার প্রতিহিংসা প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিবার নিমিত্ত হিমত পেটেলের সর্ব্বনাশ সাধন করেন; এই হিমত পেটেলকে হত্যাকরা অপরাধে তাঁহার প্রধান সর্দ্দার বিজনিয়ার প্রাণ দণ্ডের আদেশ হয় ও এই গ্রামেই সর্ব্ব সমক্ষে তাহাকে ফাঁসি দিয়া সকলের চৈতন্য উদয় করিয়া দেওয়া হয়। আজ পুনরায় তান্তিয়া আসিয়া সেই বাড়ীতে উপস্থিত হইলেন। হিমতের পুত্র গোবিন্দ পেটেল তখন সেই স্থানের মালগুজারের পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন; বহুদিবস পরে তান্তিয়ার মনে আবার হিমত পেটেলের সেই প্রতিহিংসা আসিয়া উদয় হইল। ভিক্ষুক অবস্থা হইতে তাহাদিগের অবস্থার কিছু পরিবর্ত্তন হইয়াছে, ইহা দেখিয়া তান্তিয়া আর সহ্য করিতে পারিলেন না। পুনরায় তাহার বাটীতে ডাকাইতি করিয়া তাহাদিগের যাহা কিছু হইয়াছিল, তাহা লইয়া প্রস্থান করিলেন।

পুলিশ এই সংবাদ পাইবামাত্র সেই স্থানে আসিয়া সেই ডাকাইতির অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলেন। অমনি নবেম্বর মাসে তান্তিয়া বাকবি গ্রামে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সেই স্থানের একটী স্ত্রীলোক যশোদার উপর পূর্ব্বে কিছু অসদ্ব্যবহার করিয়াছিল, তাহারই প্রতিফল দিবার নিমিত্ত এবার তান্তিয়া স্বদলবলে আগমন করিলেন। তাহার বাটীর ভিতর প্রবেশ করিয়া ডাকাইতি করিলেন সত্য,কিন্তু তাহার কিছুই অপহরণ করিলেন না। কেবল মাত্র সেই স্ত্রীলোকটীকে ধরিয়া তাঁহার তীক্ষ্ণ তরবারি দ্বারা তাহার নাসিকাটী সমূলে নির্ম্মূল করিয়া দিলেন। যশোদার উপর কুব্যবহার করার নিমিত্ত দুই দুইটী স্ত্রীলোক সূর্পণখার রূপ ধারণ করিল। আর তিনি উহাদিগের অবস্থা দেখিয়া লক্ষণের মত দূরে দাঁড়াইয়া হাসিতে লাগিলেন।

কর্ম্মচারিগণ যখন দেখিলেন যে,কোন প্রকারেই তান্তিয়াকে ধরিতে পারিলেন না, তখন তাঁহাদিগের মধ্যে একজন বলিয়া বসিলেন যে,তান্তিয়া বলিয়া কোন মনুষ্যই নাই। তান্তিয়া নামক যদি কোন ব্যক্তি থাকিত, তাহা হইলে সে এত দিবস অনায়াসেই ধৃত হইত। কিন্তু কর্ম্মচারির সেই মত প্রতিষ্ঠিত হইতে না হইতেই যে কয়েকটী ডাকাইতি হইল,যে দুইটী স্ত্রীলোকের নাক কাটা গেল, তাহাদের মধ্যে অনেকেই তাহাদিগের পূর্ব্বে পরিচিত তান্তিয়াকে দেখিয়াই চিনিতে পারিল। তখন কাজেই সেই কর্ম্মচারির অকাট্য যুক্তি মিথ্যা রূপে পরিণত হইল; তিনি একটু লজ্জিতও হইলেন।

১৮৮৭ সালও গত হইয়া গেল,তান্তিয়াকেধরিবার নিমিত্ত পুলিশ ও পল্টন উভয়েই হার মানিয়া এই বৎসর অতিবাহিত করিলেন।

১৮৮৮—খৃষ্টাব্দ।*

অষ্টবিংশ পরিচ্ছেদ।

তান্তিয়া কর্ত্তৃক দুইটী কনেষ্টবলের নাশিকাছেদন।

এই বৎসরের প্রারম্ভেই পুলিশ ও পণ্টন একত্র মিলিত হইয়া যেমন কার্য্যক্ষেত্রে উপস্থিত হইলেন, তান্তিয়াও সেই রূপ উপর্য্যুপরি ডাকাইতি করিয়া সকলকে স্তম্ভিত করিতে লাগিলেন। ২৭ জানুয়ারী তারিখে তান্তিয়া ধানকোটিয়া গ্রামে উপনীত হইয়া গৌলি দিগের যথা সর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করিয়া লইলেন। পুলিশ এই সংবাদ পাইয়া যেমন সেই স্থানে গিয়া তদারক করিতে লাগিলেন, অমনি তাহার কিছু দিবস পরেই ১৭ মার্চ্চ তারিখে নিমার জেলায় মধ্যস্থিত ভো গ্রামে গিয়া উপস্থিত হইলেন। সেই স্থানের মালগুজার ও পাটোয়ারির গৃহে অগ্নি প্রদান পূর্ব্বক প্রায় পাঁচ শত মুদ্রা মূল্যের দ্রব্যাদি অপহরণ করিয়া লইয়া গেলেন।

---

*যে বিষয় অবলম্বন করিয়া তান্তিয়ার এই জীবন চরিত লিখিত হইল, তাহার প্রায় সমস্ত বিষয়ই পুলিশ রিপোর্ট হইতে সংবাদ পত্রে প্রকাশিত হইয়াছে। নিম্নে একখানি প্রধান সংবাদ পত্র হইতে তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ উদ্ধৃত করিয়া দিলাম, পাঠকগণ দেখিলেই জানিতে পারিবেন।

*We quote the following from the Report on the Police Administration of the Central Provinces for 1888 :—

Of the 5 dacoities reported in Nimar, 4 are said to have been commited by Tantia and his gang. With regard to 2 of these cases, it is, I think, extremely doubtful whether Tantia or any of his follow-

যখন তিনি এই সকল ডাকাইতি সমাপন করিতেন, সেই সময় তিনি পুনাসা নামক সরকারী জঙ্গলের মধ্যে অবস্থান করিতেন এবং সেই জঙ্গলের সরকারী কর্ম্মচারী তাঁহাকে আহারাদির বন্দোবস্ত করিয়া দিয়া বিশেষরূপে সাহায্য করিত। যখন তাঁহারা সেই জঙ্গল পরিত্যাগ পূর্ব্বক অন্যস্থানে গমন করিলেন, সেই সময় তিনি সেই ক বিকে পারিতোষিক প্রদান পূর্ব্বক বিশেষরূপ সন্তুষ্ট করিয়া যান। ইহার পরই তাঁহারা মহারাজের এলাকায় গংলি গ্রামে ডাকাইতি করেন। তাহার পর

---

ers had anything to do with them, but although it is not positively known that he himself was present on every occasion, it is certain that 2 of the Nimar dacoities, 1 of those which occurred in Hoshungabad, and the single case reported from Betul, were committed by his gang In an appendix to his report, the District Superintendent of Nimar gives a narrative of the movements of this gang during the year, and from this and the details given in the Hoshungabad and Betul reports, I would give the following brief account of their doings The gang were first heard of on the 27th January 1888 when they appeared at the village of Dhankotra close to the Punassa reserved forest in the Nimar district : here they *looted* the Gowlees who inhabited this village of some Rs 120 worth of property. They next appeared on the 17th of March at the village of Bhogaon in Nimar, an important *place where they burnt down* the houses of the malguzar and patwari, and carried away property to the value of Rs 4,672 It was at first supposed that after this dacoity they had returned into Holkar's territory, but it was subsequently ascertained that during a part at least of the time that elapsed between these two dacoities

৮ই মে তারিখে কতকগুলি ভীলের সাহায্যে বিসতার গ্রামে একটা লোমহর্ষণ ডাকাইতি কার্য্য সম্পন্ন করেন। এই ডাকাইতির অনুসন্ধানের নিমিত্ত মহারাজা বিশেষ উৎসুক হন। তাঁহার কর্ম্মচারিগণের ভয়ানক যত্নে ও পরিশ্রমে পরিশেষে অনেক ব্যক্তি এই ডাকাইতি অপরাধে ধৃত হয়, তাহাদিগের ঘর হইতে এই ডাকাইতির অনেক দ্রব্য বহির্গত হয় ও পরিশেষে রাজ-বিচারে অনেক ভীলই কারাগারে প্রেরিত হয়। সেই সকল প্রদেশে পুনরায় আর ডাকাইতি না হইতে

---

they were in the Punassa Reserve, where they were sheltered and fed by some Gowlees and a forest watcher, and also that after the Bhogaon dacoity they once more returned to the same place in the reserved forest where they again obtained supplies and rewarded the men who had assisted them. Their next appearance is said to have been at Gungli in the Nimar district, a village close to the borders of Holkar's territory, but from the description given of the dacoity which occurred here, it appears quite plain to me that it must have been the work of some local bad characters. On the 8th May, however, a very serious dacoity was committed at the village of Bishtar in Holkar's country, which was ascertained to have been committed by Tantia's gang assisted by a number of Bhils in the neighbourhood. This led to very energetic action on the part of Holkar's officials; on information given by one of their number, a great many of these Bhils were arrested, and a large quantity of stolen property was recovered, while at the same time a large party of sepoys were moved into this part of the country. These operations had the effect of making Tantia change his quarters, for the gang was next seen in Nimar at

পারে, এই নিমিত্ত অধিক সংখ্যক সিপাহি এই কার্য্যে নিযুক্ত করিয়া সেই প্রদেশে রক্ষিত হয়। এই ঘটনার কিছু দিবস পরেই তান্তিয়া কোদারি গ্রামে পুনবায় ডাকাইতি করেন। পুলিশ এই বিষয়ের অনুসন্ধানে যখন সেই স্থানে গমন করেন, অমনি ১৫ই জুন তারিখে রোসনি গ্রামে পুনবায় ডাকাইতি করেন।

এবার তান্তিয়া ডাকাইতি করিয়া পলায়ন করেন নাই। এই সময় তাঁহার সহিত কেবল বিংশতিজন মাত্র অনুচর ছিল।

---

the village of Kodu, which is close to the Berar border. On the 15th June it was again seen near Roshni in the Hoshungabad district, and on the 28th June it was encountered by the police at the village of Gangradhana also in Hoshungabud. The dacoits, abaut 20 in number were encamped in the jungles close to this village and sent several of their number to the village to obtain supplies The villagers at once sent information to the police, but the only party within reach was an acting head constable and four men. The head constable, having sent off to all the neighbouring posts for reinforcements, at once proceeded to Gangradhana, and, accompained by a party of villagers kept a watch over the dacoits encampment during the whole night. Morning broke, but no reinforcements had arrived, and as the dacoits began to move about the head-costable, fearing they would discover the presence of his party, opened fire upon them The distance was too great for the fire to be effective, but the dacoits at once fled, leaving behind them nearly all their arms and ammunition, and all their cooking utensils. All these the police secured ; but though other parties shortly arrived and the dacoits were

তিনি গংগ্রাধানা গ্রামে শিবির সন্নিবেশিত করিয়া সেই স্থানে অবস্থান করিতে লাগিলেন। ২৮শে জুন তারিখে পুলিশ এই সংবাদ প্রাপ্তে সেই স্থানে উপস্থিত হইয়া দূর হইতে তান্তিয়ার শিবির ও লোকজনদিগকে দেখিতে পাইল। পুলিশ উহাদিগকে ধরিবার নিমিত্ত অন্যান্য লোকের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিল কিন্তু কেহই সাহায্য করিতে স্বীকৃত হইল না; তখন তাহারা অনন্যোপায় হইয়া তান্তিয়ার শিবিরের উপর দূর হইতে গুলি বর্ষণ করিতে আরম্ভ করিল। তান্তিয়ার পক্ষ হইতেও

---

now vigorously pursued no trace could be obtained of them until they committed a dacoity at Bhuriasot, a small village close to the Rajaborari Forest Reserve. The object of this dacoity appears to have been chiefly to obtain supplies of clothes, cooking utensils, and food, but they also removed some jewellery from the persons of the women of the village, and carried away in all some Rs. 300 worth of property. The police were soon on the spot, but the dacoits had got off into the jungles, and were not heard of again until the 5th July, when they appeared at the village of Padar in the Betul district. The people of this village at once sent information to the police and the dacoits, having found this out, *looted* and burnt the village, and, having captured a wretched constable who had just then come to the village, cut his nose off, and once more disappeared. Mr. Morris was at once on the spot with a large body of the Betul police, and in conjunction with the Hoshunga-bad police, made a vigorous search through all the neighbouring jungles. All was in vain, however, and the next appearance of the dacoits was on the 27th October in a village in Holkar's country. Since then' reports have been received from time to time

দুই একটী গুলি চলিল, কিন্তু পরিশেষে, কি জানি কি ভাবিয়া, তান্তিয়া কতকগুলি বারুদ ও তৈজসপত্র সেই স্থানে পরিত্যাগ পূর্ব্বক প্রস্থান করিলেন। তখন পুলিশ আসিয়া সেই স্থানে উপস্থিত হইল ও তান্তিয়ার পরিত্যক্ত দ্রব্যগুলি বিশেষ যত্নের সহিত লইয়া সতর্কতার সহিত রাখিয়া দিল। তান্তিয়াকে না পাইয়া, তাঁহার পরিত্যক্ত দ্রব্যাদি লইয়াই পুলিশ, আপন কর্ত্তব্য কর্ম্মে পারদর্শী বলিয়া বাহাদুরী লইবেন, ভাবিয়া মহা সন্তুষ্ট হইল।

তান্তিয়া এই স্থান হইতে প্রস্থান করিয়া ভূরিসাত গ্রামে

---

of their appearance at different villages in Holkar's country, and a very unimportant dacoity which occurred in Nimar at a village about 2 miles from the border, has been put down to them, but nothing very definite is known as to their movements.

In the past year then Tantia has only committed one serious dacoity in the Nimar district; and though the failure of the police to effect his capture when he made his appearance in Hoshungabad and Betul is much to be deplored, there can be no doubt that the attack made on the gang by the police at Gangradhana, not only prevented them committing some serious dacoities in the Hoshungabad district but must also have disheartened them much The most encouraging sign, however, is the readiness with which the people in these parts gave information of his appearance to the police In 1883 I found that it was in these very jungles about Gangradhana that Tantia had found shelter before and after he committed the dacoities of Uskali and Kapasi which are mentioned in my report for that year, and I had then good reason to believe that some of those who have now been foremost in assisting the police, not

একটী ডাকাইতি করিলেন ও সেই স্থান হইতে তাহাদিগের আবশ্যকোপযোগী কতকগুলি তৈজসপত্র লইয়া প্রস্থান করিলেন। এই সংবাদ পাইবামাত্র পুলিশ দ্রুতপদে সেই স্থানে গিয়া উপনীত হইলেন, কিন্তু তাস্তিয়াব কোন সন্ধান পাইলেন না। ইহার পব ৫ই জুলাই তারিখে তাস্তিয়া স্বদলবলে পাদার গ্রামে গিয়া উপনীত হইলেন। অধিবাসীবর্গ এই সংবাদ পাইবামাত্র তৎক্ষণাৎ নিকটস্থিত পুলিশে গিয়া সংবাদ দিল। তাস্তিয়া ইহা জানিতে পারিয়া সেই গ্রামস্থ সমস্ত লোকেব উপব অসন্তুষ্ট

only harboured him, but also joined him in these dacoities. Now however that they have come forward to help the police, they will have to continue to do so in self defence, for if Tantia ever appears in those parts again, one of his first acts will certainly be to revenge himself on those who give information of his whereabouts. Another most important matter is the earnestness with which the operations against Tantia are being pushed by the authorities in Holkar's territories All through the year our police have recieved the most ready assistance from Holkar's officials , it has now been thoroughly recognized and proved that Tantia hitherto has obtained not only refuge but assistance in Holkar's territories, and the convictions of some men of influence who have harboured him, and the prosecution of others of still higher position which is now going on, can not but tend to make his position very insecure as compared to what it used to be. Our police also have not been idle ; since the beginning of the year a large gang of Mahamedan Bhils belonging to the Nimar district and to Khandesh, who had committed two dacoities in the Nimar district, have been arrested by the police of that district, and, on conviction

হইয়া গ্রামের চতুষ্পার্শে অগ্নি লাগাইয়া দিলেন; দেখিতে দেখিতে সমস্ত গ্রাম ভস্মরাশিতে পরিণত হইল। তান্তিয়া সেই গ্রামে ইচ্ছানুযায়ী লুণ্ঠন করিয়া প্রত্যাগমন কালীন সম্মুখে হঠাৎ একজন কনেষ্টবলকে দেখিতে পাইলেন। দেখিবামাত্র তান্তিয়া তাহাকে ধরিয়া স্বীয় তীক্ষ্ণ তরবারি দ্বারা বেচারীর নাকটী কাটিয়া দিয়া স্বদলবলে সেই স্থান হইতে প্রস্থান করিলেন। মিঃ মরিস্ সাহেব বিশেষ আগ্রহের সহিত সেই স্থানে উপস্থিত হইয়া ইহার অনুসন্ধান করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। যে যে উপায় অবলম্বন করা আবশ্যক, তাহার কিছুই বাকি রহিল না, তথাপি তান্তিয়ার কোন সন্ধান পাইলেন না, কিন্তু পরিশেষে জানিতে পারিলেন যে, ২৭শে অক্টোবর তারিখে তান্তিয়া মহারাজের এলাকার ভিতর এক স্থানে ডাকাইতি করিয়াছেন। ইহার পর তান্তিয়া আরও অনেকগুলি ডাকাইতি করিলেন, প্রত্যেক ডাকাইতিই উপযুক্তরূপে অনুসন্ধান হইতে লাগিল, কিন্তু তান্তিয়া ধৃত হইলেন না।

have been sentenced, some to transporation for life and others to long terms of imprisonment. These men are well known to have been in league with Tantia. I have no doubt that they have joined him in his raids, and *I believe that they were employed* by him to make diversions in his favor and draw away the police from the spots at which he intended to strike, or from positions by which his retreat was barred. Their capture then is a matter of much importance, and altogether I consider that the prospects of a solution of the Tantia difficulty are more hopeful than they have been for many a day. *The Statesman and friend of India* 14*th August* 1889.

এইরূপে মহারাজ তান্তিয়াকে ধরিবার নিমিত্ত যেমন বিশেষ উদ্যোগ করিলেন, সেইরূপ তাঁহার কর্ম্মচারিদিগের মধ্যে কতক-গুলি প্রধান প্রধান কর্ম্মচারী তান্তিয়ার সাহায্য করিতে লাগিলেন। কেহ বা তান্তিয়াকে আহারাদির যোগাড় করিয়া দিতে লাগিলেন, কেহ বা তান্তিয়ার থাকিবার স্থানের বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন। প্রসিদ্ধ ডাকাইতের উপর মহাবাজের প্রধান প্রধান কর্ম্মচারিগণ কেন এত সন্তুষ্ট হইলেন, তাহা জানি না; কিন্তু অনেকে অনেক কথা বলিল, অনেকে অনেক বিষয়ে সন্দেহ করিল। এই কথা ক্রমে মহারাজ পর্য্যন্ত জানিতে পারিলেন; তখন তিনি তান্তিয়াব সাহায্যকারী কর্ম্মচারিমাত্র-কেই প্রসিদ্ধ ডাকাইতেব সাহায্য করা অপরাধে ফৌজদারিতে সোপরদ্দ করিলেন। বলা বাহুল্য যে বিচারে সকলেরই থাকিবার স্থান শ্রীমন্দিরের ভিতর নির্দ্দিষ্ট হইল।

বিটল জেলার ভিতর একটী জঙ্গলের মধ্যে তান্তিয়া কিছু দিবস অবস্থান করিয়াছিলেন; সেই সময় এক জন কনেষ্টবল অনুসন্ধান করিতে কবিতে তাঁহাব নিকট গিযা উপস্থিত হয়। তিনি তাহাকে দেখিয়াই ধৃত করেন এবং তাহার বন্দুক, পোশাক ও কোমরবন্ধ প্রভৃতি সমস্ত সরকাবি দ্রব্য কাড়িযা লইয়া তাহার নাক কাটিয়া সেই স্থান হইতে বিদায করিয়া দেন। তান্তিয়ার এই একটী কেমন স্বভাব ছিল যে, তিনি যাহার উপর অসন্তুষ্ট হইতেন, যাহাকে কোন রূপে শাস্তি দিতে ইচ্ছা করি-তেন—তাহারই নাকটী কাটিয়া লইতেন—তাহারই একটী প্রধান অঙ্গ জন্মের মত নষ্ট করিয়া দিতেন।

এই সকল অসৎকার্য্য সত্ত্বেও তান্তিয়া তাঁহার অর্থের সদ্ব্যয়

করিতেন; দরিদ্র পালন, কৃষককে বীজ ও গো দান প্রভৃতি তাঁহার নিত্য আবশ্যকীয় খরচ সম্পন্ন করিয়াও তিনি সর্ব্বদা নর্ম্মদা নদীর উপকূলে গমন করিতেন ও সেই স্থানে সাধু ও ব্রাহ্মণ মণ্ডলীকে সমবেত করিয়া অকাতরে অর্থ বিতরণ করিতেন। এই বৎসরও তিনি নর্ম্মদা স্নানে যাইয়া ব্রাহ্মণ ও সাধুদিগকে ছয় সহস্র মুদ্রা বিতরণ করেন।* অনেক সাধুব্যক্তি এইরূপ কার্য্য করিয়াছেন শুনিয়াছি, কিন্তু দস্যুর যে এইরূপ ধর্ম্মজ্ঞান আছে তাহা কেবল তান্তিয়া হইতেই অবগত হইলাম।

১৮৮৯—খৃষ্টাব্দ।

ঊনত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

গণপতের বিশ্বাসঘাতকতায় তান্তিয়া ধৃত হওয়া।

গত ৫ বৎসর পর্য্যন্ত তান্তিয়া যত গুলি ডাকাইতি করিয়াছেন তাহা বিশেষ রূপে বিবৃত করিতে হইলে এক খানি ১৮ পর্ব্ব মহাভারত লিখিতে হয়। তিনি যথা ক্রমে ৪০০ শত ডাকাইতি করিয়াছেন; এই ৪০০ শত ডাকাইতি আনুপূর্ব্বিক বিবরণ দেওয়া নিতান্ত

*তাঁতিয়া এইরূপে নানা স্থানে ডাকাইতি করিয়া বহুধন উপার্জ্জন করিতে লাগিলেন। কিন্তু কখনও স্বার্থপরের ন্যায় অর্থ সঞ্চয় করিয়া রাখিতেন না। ধনী লোক ভিন্ন অন্য কাহারও অর্থ হরণ করিতেন না, অপহৃত অর্থ গরীবদিগকে দিয়া তাহাদিগকে বিপদ হইতে উদ্ধার করিতেন। কত কৃষককে যে তাঁতিয়া হালের গরু ও শস্যের বীজ কিনিয়া দিয়াছেন তাহার সংখ্যা করা যায় না। বিগত বর্ষেও নর্ম্মদা স্নানে গিয়া ব্রাহ্মণ ও ভিক্ষুকদিগকে ৬ হাজার টাকা দিয়াছিলেন।
সঞ্জীবনী, ১৩ আশ্বিন, ১২৯৬ সাল।

সামান্য ব্যাপার নহে। আর আমাদিগের দেশীয় উপন্যাস প্রিয় পাঠকগণও যে উহা আদ্যোপান্ত পাঠ করিবেন, সে বিশ্বাস আমার নাই। এইনিমিত্ত তান্তিয়াকৃত কয়েকটী প্রধান প্রধান কার্য্যের উল্লেখ করিলাম মাত্র। এই বৎসরে তিনি যে সকল ডাকাইতি করিয়াছেন তাহা একেবারেই পরিত্যাগ করিয়া গণপতের বিশ্বাস ঘাতকতায় তিনি যে রূপে ধৃত হন, তাহাই সংক্ষেপে এই স্থানে বিবৃত করা হইল।

এখন তান্তিয়া ৪৫ বৎসর বয়ক্রমে উপনীত হইয়াছেন। গত ১১ বৎসর পর্য্যন্ত অবিশ্রান্ত ডাকাইতি করিয়া, আহার নিদ্রা পরিত্যাগ পূর্ব্বক রাত্রি দিন জঙ্গলে জঙ্গলে পরিভ্রমণ করিয়াছেন; ক্রমে তাহার শারীরিক শক্তি হ্রাস হইয়া আসিয়াছে। পূর্ব্বে তাঁহার এতদূর সাহস ও পরাক্রম ছিল যে, যখন তাঁহার আহারীয় দ্রব্যের কোনরূপ অভাব হইত—যখন তিনি কোন দরিদ্র ব্যক্তির অন্নকষ্ট নিবারণের ইচ্ছা করিতেন—অথচ সহজে কোন স্থান হইতে তিনি সেই সকল দ্রব্যের সংস্থান করিতে পারিতেন না, তখন দ্রুতগামী রেলগাড়ী যাতায়াতের সময় অবলীলাক্রমে তাহাতে উঠিয়া পড়িতেন। জোর করিয়া মাল গাড়ীর দরজা খুলিয়া ফেলিতেন ও তাহার মধ্যস্থিত আহারীয় দ্রব্য সকল নীচে ফেলিয়া দিতেন। এই রূপে তিনি মধ্যে মধ্যে জি, আই, পি রেলগাড়ীতে উঠিয়া চাউল গম প্রভৃতির বস্তা সকল বাহির করিয়া রাস্তায় নিক্ষেপ করিতেন, ও পরিশেষে সেই দ্রুত ধাবমান রেলগাড়ী হইতে লম্ফ দিয়া অনায়াসে নামিতেন এবং সেই সকল বস্তা প্রভৃতি উঠাইয়া লইয়া আপনার অনুষ্ঠিত কার্য্য

এখন তান্তিয়ার ক্রমেই বলক্ষয় হইয়া আসিতেছে ও সেই সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার সাহস ও কমিয়া আসিতেছে। পূর্ব্বে তান্তিয়া তিলার্দ্ধ বিশ্রাম না করিয়া ক্রমাগত ৩০ ক্রোশ পথ দ্রুতবেগে চলিতে পারিতেন, কিন্তু এখন কেবল মাত্র ১০ ক্রোশ চলিলেই ক্লান্ত হইয়া পড়েন। তদ্ব্যতীত তাহার দর্শন শক্তিও ক্রমে হ্রাস হইয়া আসিতেছিল।

তান্তিয়া ক্রমাগত ১১ বৎসর পর্য্যন্ত পুলিশ, পল্টন, মালগুজার প্রভৃতির সহিত সংগ্রাম করিয়া সহস্র সহস্র গৃহ দাহ করিয়া পরিশেষে অতিশয় ক্লান্ত হইয়া পড়িলেন। এখন তিনি গভর্ণমেণ্টের নিকট ক্ষমা পাইবার উপায় উদ্ভাবন করিতে লাগিলেন। এই নিমিত্ত পরিশেষে তিনি অনেকের সহিত বন্ধুত্ব স্থাপন করিলেন। তাহার পক্ষ হইয়া গভর্ণমেণ্টকে দুইটী কথা বলিবার নিমিত্ত অনেককে অর্থ প্রদান করিলেন; কিন্তু কাহারও দ্বারা কোন ফলই হইল না, কেহই তাহার পক্ষ অবলম্বন করিয়া গভর্ণমেণ্টকে কিছুই বলিল না। গভর্ণমেণ্টকে ১১ বৎসর পর্য্যন্ত এই রূপে জ্বালাতন করিয়াছেন বলিয়া ভয় প্রযুক্ত তিনি একাকী গমন করিতেও সাহসী হইতেন না। প্রায় ৬ মাস অতীত হইল, এই রূপে বনৈর গ্রামের গণপৎ রাজপুতের সহিত তাঁহার বন্ধুত্ব হয়। তাঁহার পক্ষ অবলম্বন করিয়া গভর্ণমেণ্টের নিকট দুইটী কথা বলিবার নিমিত্ত তিনি গণপৎকে অনেক খোসামোদ করেন—অনেক অর্থ প্রদান করেন। গণপৎ তান্তিয়ার কথায় সম্মত হন ও সরকার হইতে ক্ষমাপত্র আনিয়া দিতে স্বীকার করেন। এই রূপে কিয়ৎ দিবস অতীত হইয়া গেল, গণপৎ কোন প্রকার ক্ষমা পত্র আনিলেন না। তান্তিয়া

তাঁহাকে পুনরায় অনুরোধ করিলেন। তখন এক দিবস গণপৎ বলিলেন—"রসালদার মেজর ঈশ্বরি প্রসাদ সি, আই, ই, র সহিত তাহার কথা বার্ত্তা হইয়াছে, তিনি তান্তিয়াকে ক্ষমা করিতে সম্মতও হইয়াছেন এবং এক মাস পরে তিনি ক্ষমা পত্র প্রদান করিবেন। তান্তিয়া এই কথায় বিশ্বাস করিলেন, ঈশ্বরি প্রসাদের সহিত দেখা করিবার দিন স্থির হইল। তান্তিয়া নির্দ্দিষ্ট দিনে এক দুরারোগম্য তুঙ্গ পর্ব্বত শৃঙ্গে দণ্ডায়মান হইয়া ঈশ্বরি প্রসাদের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। দেখিতে দেখিতে তিন শত সুশিক্ষিত ও অস্ত্রধারী সৈন্যের সহিত ঈশ্বরি প্রসাদ আসিয়া সেই স্থানে উপনীত হইলেন। ঈশ্বরি প্রসাদ মনে করিয়াছিলেন, যদি সুযোগ পান, তাহা হইলে ঐ সকল সৈন্যের সাহায্যে তান্তিয়াকে ধৃত করিয়া তাঁহার এত দিবসের কঠিন পরিশ্রমের ফল উপার্জ্জন করিবেন। কিন্তু কার্য্যে তাহা ঘটিল না; তান্তিয়া যে স্থানে দণ্ডায়মান ছিলেন, সেই স্থানে হইতে যে তাঁহাকে ধরিয়া আনিতে পারিবেন ঈশ্বরি প্রসাদ সে আশা হৃদয় হইতে বিসর্জ্জন দিলেন। আজ ঈশ্বরি প্রসাদ তান্তিয়াকে উত্তম রূপে দেখিলেন এবং ব্যবধান হইতে উভয়ের অনেক কথা বার্ত্তা হইল। পরিশেষে ইহাই সাব্যস্থ হইল যে সরকার বাহাদুর তান্তিয়াকে ক্ষমা করিবেন ও এক মাস পরে তিনি (ঈশ্বরী প্রসাদ) স্বয়ং ক্ষমা পত্র আনিয়া তান্তিয়াকে অর্পণ করিবেন, আর তান্তিয়া তাঁহার নিকট আত্ম সমর্পণ করিবেন।

এক মাস পূর্ণ না হইতে হইতেই গণপৎ তান্তিয়াকে নিমন্ত্রণ করিয়া পাঠাইলেন, এবং তাঁহার পূর্ব্ব প্রস্তাবিত কার্য্য সমাধা হইয়া গিয়াছে ইহাও তাঁহাকে জ্ঞাপন করিলেন। সে দিন

রাখিবন্ধনের দিন; এই দিনে বন্ধুতে বন্ধুতে রাখি বন্ধন হয়।

এই দিন রাজপুত রমণীগণ রাখি পাঠাইয়া দিয়া মোগল সম্রাটদিগকে বন্ধুত্বে বরণ করিতেন; কিন্তু কখন দর্শন দিতেন না। এই দিন গণপৎ বন্ধুতার নামে বিশ্বাসঘাতকতার আয়োজন করিলেন।* ১১ই আগষ্ট তারিখে রাখিবন্ধনের দিনে তাণ্টিয়া গণপৎ কর্ত্তৃক নিমন্ত্রিত হই। বন্ধুর নিমন্ত্রণ রক্ষা করিবার নিমিত্ত কেবল ছয় জনমাত্র অনুচর সমভিব্যাহারে আসিয়া বন্ধু গণপতের বাড়ীতে উপনীত হইলেন। গণপৎ তাণ্টিয়াকে দেখিয়া অতিশয় আনন্দ প্রকাশ করিলেন, তাঁহাকে উত্তমরূপে আহারাদি করাইয়া আপনার স্থানে রাখিয়া দিলেন ও কোন প্রকার কৌশল অবলম্বন

---

* তাণ্টিয়ার আত্ম কথা।

"About six months ago I made the acquaintance of one Gunput, Rajput of Binair, in Holkar's territory. He used to give me supplies regularly. I spoke to him about my pardon, and he told me he would speak to Misri Pershad (meaning Rissaldar-Major Isri Pershad) he was at Khargaon. The next time I went to Gunput's house he told me that he had seen Isri Pershad, and that Isri Pershad wanted to see me. I arranged a meeting a month before my capture, and named a spot where Isri Pershad met me I was standing on the top of a very high hill. Isri Pershad was in the valley below with about 300 followers and exchanged words Isri Pershad said he would see the Sirkar about my pardon and promised a reply within one month. Before the expiry of a month, on the Raki day, Gunput sent for me. I went to his house with six followers.

Pioneer, September 1889.

করিয়া তাঁহার অনুচরগণকে কার্য্যান্তরে পাঠাইয়া দিলেন। সরল প্রকৃতি তান্তিয়া বন্ধুর কথায় ভুলিয়া সেই স্থানে অবস্থান করিতে লাগিলেন। তখন গণপৎ আসিয়া তাঁহার সহিত বাক্যালাপে নিযুক্ত হইলেন ও ক্রমে কৌশল পূর্ব্বক তান্তিয়ার একমাত্র অস্ত্র বন্দুক, যাহা তিনি সঙ্গে করিয়া আনিয়াছিলেন, তাহা আপনার হস্তে উঠাইয়া লইলেন, ও এক প্রকার অব্যক্ত শব্দ করিবামাত্র হটাৎ গণপতের অন্দর মহল হইতে বহুসংখ্যক পুলিশ আসিয়া তান্তিয়াকে একেবারে ধৃত করিল! তান্তিয়া তখন নিরস্ত্র; কাজেই অনায়াসে ধৃত হইলেন। সেই সংবাদ শুনিয়া তান্তিয়ার অনুচরগণ তাহাদিগের দলপতিকে উদ্ধার করিবার নিমিত্ত কৃতসংকল্প হইল, ও পুলিশ মণ্ডলীকে ভয়ানক আক্রমণ করিল; কিন্তু বহুসংখ্যক পুলিশ সৈন্যের বন্দুকের গুলিতে তাহারা স্থির থাকিতে না পারিয়া পরিশেষে পলায়ন করিল। তান্তিয়ার হস্ত পদ ভয়ানক লৌহ শৃঙ্খলে আবদ্ধ হইল। তান্তিয়া পাছে তাঁহার হস্তের লৌহ শৃঙ্খল ছিন্ন করিয়া পলায়ন করেন, এই ভয়ে দুইজন বলবান দেশীয় পুলিশ সৈন্য তাঁহার দুই পাশে দণ্ডায়মান হইল। তাহাদের প্রত্যেকের হস্তের সঙ্গে তান্তিয়ার দুই হস্তই সুদৃঢ় শৃঙ্খলে আবদ্ধ হইল তান্তিয়ার পদদ্বয় গুরু ও কঠিন শৃঙ্খলের ভারে ক্রমে অবশ হইয়া পড়িতে লাগিল; গণপৎ প্রকৃতই বন্ধুর কার্য্য করিলেন!! তাহার বিশ্বাসঘাতকতায় তান্তিয়া বন্দী হইয়া খরগামের ঈশ্বরিপ্রসাদের সন্মুখে আনীত হইলেন। তাঁন্তিয়াকে দেখিয়া ঈশ্বরিপ্রসাদের আর আনন্দের পরিসীমা রহিল না। তিনি মনে মনে আপনার প্রখর বুদ্ধির প্রশংসা করিতে লাগিলেন। যে সময় তান্তিয়া

ধৃত হইলেন, সেই সময়ে নাককাটা কনেষ্টবল সেই বাপুরঙ্গের কোমর বন্ধ তাঁহার কোমরেই ছিল।

তান্তিয়া ধৃত হইয়াছেন, এই সংবাদ পাইয়া ইংরাজ গভর্ণমেণ্টের আর আনন্দের পরিসীমা রহিল না। পুলিশ কর্ম্মচারী মাত্রেই, তাহাদিগের কষ্টের লাঘব হইল ভাবিয়া, আনন্দে নৃত্য করিতে লাগিলেন। ঈশ্বরি প্রসাদ তান্তিয়াকে ইংরাজের নিকট

---

* তান্তিয়ার ধৃত হওয়া সম্বন্ধে অনেকে অনেক কথা বলিয়া থাকেন। সেই সম্বন্ধে নিমারের ডেপুটী কমিশনর সাহেব ও অন্যে যাহা বলিয়াছে তাহা এই :—

Mr. J W Macdougall, Deputy Commissioner of Nimar, in the Central Provinces has addressed the following letter to the *Times of India* concerning the capture of Tantia Bhil —

"Sir,—Your leader note in your issue of the 25th instant is like so much more which has from time to time appeared in Indian newspapers concerning the capture of the dacoit Tantia Bhil, and is so likely to lead to misapprehension, that I consider it necessary to correct the statement made in the note referred to that Tantia's capture was due to the careful planning of the District Superintendent of the Khandeish Police through the medium of a *fakeer* and a couple of special detectives of that district police force The whole credit of Tantia's capture belongs to pensioned Rissaldar Major Ishri Pershad, of the Central India Horse, and to him alone. He used Ganpat Singh, a resident of Khargone, in Holkar's territory who had a small hut at Banerh, and was known to be on terms of intimacy with Tantia, as his instrument of inducing Tantia to visit Banerh, where some eighteen or twenty troopers of the Central India Horse were concealed. It was Ganpat

বিচারার্থ পাঠাইয়া দিলেন; কিন্তু অনেকেই সন্দেহ করিতে লাগিলেন যে, ইনি প্রকৃত তান্তিয়া কি না। সেই সন্দেহ মিটাই-বার নিমিত্ত তাঁহাকে খান্দোয়া জেলে লইয়া যাওয়া হইল; সেই স্থানে সন্দেহ মিটিল না, বরং সন্দেহ আরও গাঢ়তর হইল;

Singh who, *remaining faithful to his agreement with* the Ressesaldar-Major suggested to Tantia the commission of a dacoity, to arrange the details of which Tantia visited him at night, and was suddenly overpowered and taken prisoner. Tantia has declared that he visited Ganpat Singh in order to obtain from him the Ressaldar-Major's assurance that if he surrendered himself he would be pardoned and was thus deceived. This statement goes for what it is worth all who know the old soldier and gentleman, Ishri Pershad.

Another mis statement in your note is that the Central Provinces' authorities after the capture of Tantia detained one of the Khandeish detectives for two or three days in the village where Tantia was captured, notwithstanding the fact that the man produced his belt and an official document showing who he was. No such detention ever occurerd for the good reason that Banerh, where Tantia was captured, is in Holkar's territory, and the nearest Central Provinces policeman on the occasion of the capture was at an outpost more than forty miles distant from that village.

Tantia has declared since his arrest that his *life* was becoming burdensome to him owing to the continued hunt after him, which has been maintained by the police of the Nimar District and of *Holkar's* Durbar for the past ten months. This confession tends to the conclusion that if the Khandeish police according to your information, carefully laid the plan which led to his arrest, Tantia was ignorant of

কারণ, ১১ বৎসর পূর্ব্বে তান্তিয়া যখন সেই জেল হইতে পলায়ন করেন, সেই সময় তিনি যে পরিমাণ উচ্চ ছিলেন, এখন তাহা অপেক্ষা ৩ ইঞ্চি অধিক উচ্চ হইলেন। কিন্তু সে সন্দেহ অতি শীঘ্রই মিটিয়া গেল, পোখার প্রভৃতি যে সকল গ্রামে তান্তিয়া

---

the fact. He is far too shrewd a man to be mistaken on such a point, and has conducted his operations on such a lines that it is impossible to believe he did not know who were chiefly engaged in hunting him down who were not." *The Statesman and Friend of India Dated 2nd Oct.* 1889.

THE CAPTURE OF TANTIA BHIL.

"A. B. C." writes to the *Times of India*:— With reference to Mr. Macdougal's letter, it was Holkar's Police officials that detained the Khandeish detectives for two or three days after Tantia's capture, and *not* the Central Provinces' authorities. No doubt, you were under the impression the arrest occurred in the Central Provinces. Whatever Ressaldar-Major Ishri Pershad had do with the arrest, I do not know ; but this I know, he was not present at the capture. No doubt, Tantia was ignorant of what the Police authorities in Khandeish had been doing. The persons engaged in the scheme took very good care Tantia should not know, and it is to their credit he did not know of this. The fact, however, is undisputed, that the Khandeish Police were admittedly present in the village

বসবাস করিতেন, সেই স্থানের অনেকেই তান্তিয়াকে চিনিতে পারিল।

গত ১১ বৎসর পর্য্যন্ত তান্তিয়া যে সকল কার্য্য করিয়াছেন সে সকলের বিচারের নিমিত্ত তাঁহাকে জব্বলপুরে আনা হইল ও সেই স্থানেই তাঁহার বিচার কার্য্য আরম্ভ হইল।

ত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

বিপদ সঙ্কুল বিষয়ে তান্তিয়ার আমোদ।

তান্তিয়া দস্যু হইয়াও আমোদ প্রমোদের উপর অতিশয় অনুরক্ত ছিলেন। তাঁহার কয়েকটী বিষয় পাঠকগণ পূর্ব্বেই অবগত হইয়াছেন। তান্তিয়ার হৃদয় একেবারে ভয় শূন্য ছিল। সামান্য আমোদের নিমিত্ত তিনি যে সকল অদ্ভুত অদ্ভুত কর্ম্ম

---

when Tantia was arrested, and their written reports to Mr. Holland, from time to time, up to the arrest of Tantia, are in existence. The *continued hunt of the Nimar Police referred to by Mr. Macdougal*, has been for the last eight years, and not for ten months only. For years past, officers have been on special duty in Nimar after Tantia, and there have been Police posts all over those Districts, whose especial duty it was to look after him.

The Indian Mirror, 6*th Oct*, 1889.

করিয়াছেন শুনিতে পাওয়া যায়, সেই প্রকার কর্ম্ম করিতে কেহই সাহসী হইতে পারেন না। তাহার দুই একটী কথা নিম্নে বিবৃত হইল। যে সকল বিষয় অবলম্বন করিয়া তান্তিয়ার জীবনচরিত লিখিত হইয়াছে, তাহার প্রায় সমস্তই গভর্ণমেণ্টের অনুমোদিত ও বিচক্ষণ বিচক্ষণ পুলিশ কর্ম্মচারীগণের অনুসন্ধান-লব্ধ বিষয়; সুতরাং সে বিষয়ে কেহই কোন প্রকার সন্দেহ করিতে পারেন না। তবে নিম্নে যে কয়েকটী বিষয় বর্ণিত হইতেছে, তাহা জনশ্রুতির উপর নির্ভর করিয়া লিখিত হইল। কথিত আছে—

১। এক দিবস তান্তিয়া তাহার বেশ পরিবর্ত্তন করিয়া সামান্য কৃষকের বেশে দৌড়িতে দৌড়িতে আসিয়া, তাঁহাকে ধরিবার নিমিত্ত যে সকল পুলিশ নিযুক্ত আছেন, তাহাদিগের মধ্যে একজন প্রধান কর্ম্মচারীর বাসায় গিয়া উপস্থিত হইলেন। কর্ম্মচারীর একজন চাকর দরজায় বসিয়াছিল; তান্তিয়া তাহার মনিবকে সংবাদ দিতে কহিলেন ও বলিলেন—"তুমি গিয়া তোমার মনিবকে বল যে, একজন কৃষক নিকটবর্ত্তী একটী জঙ্গলের ভিতর তান্তিয়াকে দেখিয়া সংবাদ দিতে আসিয়াছে। ভৃত্য দৌড়া দৌড়ি করিয়া তাহার মনিবের নিকট গমন করত এই কথা বলিবামাত্র কর্ম্মচারী দ্রুতপদে সেই স্থানে আগমন করিলেন, সেই ছদ্মবেশী তান্তিয়ার নিকট সমস্ত কথা শুনিয়া আর কাল বিলম্ব করিলেন না। তখনই একটী বন্দুক হস্তে লইয়া সুসজ্জিত ঘোড়ার পৃষ্ঠে আরোহণ করিলেন ও কৃষক-বেশধারী তান্তিয়ার পশ্চাৎ পশ্চাৎ বিশেষ উৎসাহের সহিত গমন করিতে লাগিলেন। তান্তিয়া তাঁহাকে একটী নিবিড়

জঙ্গলের ভিতর লইয়া গেলেন ও পরিশেষে এমন এক স্থানে উপস্থিত হইলেন যে, সেই স্থান দিয়া অশ্বারোহণে গমন করা অসম্ভব। তান্তিয়ার পরামর্শ মত কর্ম্মচারী তাঁহার ঘোড়াটী সেই স্থানের একটী বৃক্ষের সহিত বন্ধন করিয়া রাখিয়া দিলেন, এবং তাঁহার সহিত পদব্রজে চলিতে লাগিলেন। তখন তান্তিয়া এমন এক স্থানে উপস্থিত হইলেন যে, সেই স্থানে উত্থিত হইতে হইলে দুই হস্ত দ্বারা সেই স্থানের বৃক্ষাদি ধরিয়া উঠিতে হয়। কর্ম্মচারী বন্দুক হস্তে সেই স্থান দিয়া উঠিতে চেষ্টা করিলেন, কিন্তু কৃতকার্য্য না হইয়া বন্দুকটী তান্তিয়ার হস্তে দিয়া সেই স্থানে উঠিলেন! উঠিয়া দেখেন, তাঁহার সঙ্গের সেই লোক সেই স্থানে নাই। পরক্ষণেই দেখিলেন—তাঁহার সঙ্গী তাঁহার সেই ঘোড়ায় চড়িয়া তাঁহার সেই বন্দুক হস্তে লইয়া কোথা দিয়া সেই স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন! তখন কর্ম্মচারীকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন—"তান্তিয়াকে ধরা তোমার কার্য্য নহে, আর যদি ধরিতে পার, তবে ধর; আমিই সেই তান্তিয়া। তুমি এখন নিরস্ত্র, আর আমি তোমারই বন্দুক লইয়া তোমারই ঘোড়ার উপর আরূঢ়, মনে করিলে এখনই আমি তোমাকে এই স্থানে হত্যা করিতে পারি, কিন্তু আমি তাহা ইচ্ছা করি না। তবে তোমাকে কিছু শিক্ষা দেওয়া নিতান্ত আবশ্যক; যদি তুমি তোমার পরিহিত সমস্ত দ্রব্যাদি এই স্থানে রাখিয়া আস্তে আস্তে এই স্থান হইতে বহির্গত হইয়া যাও, তবেই তোমার মঙ্গল; নতুবা এখনই তোমাকে এই স্থানে হত্যা করিব।" কর্ম্মচারী তান্তিয়ার এই কথা শুনিয়া অতিশয় ভীত হইলেন; তিনি একে অসহায়, তাহাতে নিরস্ত্র; কাজেই আপন পরিহিত

পরিচ্ছদাদি সেই স্থানে পরিত্যাগ পূর্ব্বক আস্তে আস্তে চলিয়া আসিলেন। অশ্বারোহী তান্তিয়াও হাসিতে হাসিতে সেই স্থান হইতে প্রস্থান করিলেন।

২। এক দিবস তান্তিয়া শুনিলেন যে, তাঁহাকে ধরিবার নিমিত্ত গভর্ণমেণ্ট অতিশয় ব্যস্ত হইয়াছেন, আর সেই নিমিত্ত কয়েকজন প্রধান প্রধান কর্ম্মচারীও আগমন করিতেছেন। তিনি ইহাও জানিতে পারিলেন যে, তাহারা কোন্ সময় আগমন করিয়া কোন রেলওয়ে ষ্টেসনে অবতরণ করিবেন। এই সংবাদ পাইয়া তান্তিয়া সামান্য কুলির বেশে সেই ষ্টেসনে গিয়া উপনীত হইলেন। কর্ম্মচারিগণ আগমন করিলে তিনি তাঁহাদিগের দ্রব্যাদি গাড়ী হইতে নামাইয়া লইতে লাগিলেন, ও পরিশেষে অন্যান্য কুলিদিগের সহিত তিনিও দ্রব্যাদি বহন করিয়া কর্ম্মচারীগণের থাকিবার স্থানে লইয়া যাইতে লাগিলেন। গমন করিতে করিতে কর্ম্মচারীগণের একজন চাকরের সহিত তান্তিয়া গল্প আরম্ভ করিলেন ও তাহারও নিকট হইতে জানিতে পারিলেন যে, তাঁহারা তান্তিয়া ডাকাইতকে ধরিবার নিমিত্ত আগমন করিয়াছেন। এই কথা শুনিয়া তান্তিয়া তাহাকে কহিলেন,—তিনি তান্তিয়ার সন্ধান কিছু বলিতে পারেন। এই কথা শুনিবামাত্র চাকর তখনই সেই কথা তাহার মনিবের নিকট বলিল। মনিব সেই কুলিবেশী তান্তিয়াকে ডাকিলেন ও তাঁহার নিকট হইতে তান্তিয়ার সমস্ত কথা শুনিলেন। এখন তিনি কোথায় আছেন, তাহাও জানিলেন; জানিয়া আর কাল বিলম্ব না করিয়া তখনই সকলে সেই কুলিকে সঙ্গে করিয়া তান্তিয়ার অনুসন্ধানে গমন করিতে লাগিলেন। তান্তিয়া তাঁহা-

দিগকে সঙ্গে লইয়া গমন করিতে লাগিলেন। যখন দেখিলেন, কর্ম্মচারিগণ ক্ষুধা ও তৃষ্ণায় নিতান্ত কাতর হইয়াছেন, তখন একটী নিবিড় জঙ্গলের ভিতর প্রবেশ করিলেন। সেই স্থানে সর্ব্ব সমক্ষে তান্তিয়া আপনার পরিচয় প্রদান পূর্ব্বক তাঁহাকে ধরিবার নিমিত্ত সকলকে আহ্বান করিলেন। কর্ম্মচারীগণ যেমন তান্তিয়াকে ধরিবার নিমিত্ত দ্রুতবেগে অগ্রসর হইলেন, অমনি তিনি একটী জঙ্গলের ভিতর প্রবেশ করিলেন। কর্ম্মচারীগণ সেই স্থানে তাঁহার বিশেষ অনুসন্ধান করিলেন, কিন্তু কোন সন্ধান না পাইয়া ও ক্ষুধা তৃষ্ণায় নিতান্ত কাতর হইয়া সেই জঙ্গলের ভিতর এক স্থানে উপবেশন করিলেন। তাঁহারা সেই স্থানে বসিয়া শ্রান্তি দূর করিতেছেন, ও কি করিবেন তাহাই ভাবিতেছেন, এমন সময় তাহারা শুনিতে পাইলেন যে, তাঁহাদের পশ্চাতে কে যেন "হো হো" করিয়া হাসিতেছে। পশ্চাৎ ফিরিয়া দেখিলেন সেই কৃষাণ বেশধারী তান্তিয়া সেই স্থানে দাঁড়াইয়া খিল খিল করিয়া হাসিতেছেন! তান্তিয়ার এই অবস্থা দেখিয়া তাঁহারা অতিশয় আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন, পুনরায় তাহাকে ধরিতে ছুটিলেন, পুনরায় তান্তিয়া সেই নিবিড় জঙ্গলের ভিতর প্রবেশ করিলেন। তখন তাঁহারা প্রাণপণে অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন, কিন্তু আর কোন প্রকার সন্ধান না পাইয়া ক্ষুন্ন মনে আপন আপন স্থানে প্রত্যাগমন করিলেন; কিন্তু লজ্জায় এ কথা আর কাহারও নিকট প্রকাশ করিতে পারিলেন না।

৩। এক দিবস তান্তিয়া গুপ্তবেশে একটী থানার নিকট দিয়া গমন করিতেছেন এমন সময় শুনিতে পাইলেন,—সেই স্থানের ইন্‌স্পেক্টর কামাইবার নিমিত্ত একজন নাপিতের অনু-

সন্ধান করিতেছেন। তান্তিয়া অমনি কোথা হইতে 'ভাঁইড' সংগ্রহ করিয়া নাপিতের বেশে সেই থানার সম্মুখ দিয়া পুনরায় গমন করিতে লাগিলেন। তাঁহাকে দেখিবামাত্র এক জন কনষ্টবল দৌড়িয়া তাহার নিকট আসিয়া ও ইন্‌স্‌পেক্টর সাহেবকে কামাইতে হইবে বলিয়া থানার ভিতর তাহাকে ডাকিয়া লইয়া গেল। তান্তিয়া বিনা আপত্তিতে সেই স্থানে গমন করিয়া ইন্‌স্‌পেক্টারকে কামাইতে প্রবৃত্ত হইলেন। কামাইতে কামাইতে কথা প্রসঙ্গে নাপিত বেশধারী তান্তিয়া, তান্তিয়ার কথা পাড়িলেন, ও ইন্‌স্‌পেক্টার তাঁহাকে ধরিবার নিমিত্ত নিয়োজিত হইয়া সেই স্থানে অবস্থান করিতেছেন, তাহাও জানিতে পারিলেন। তান্তিয়াকে ধরিবার নিমিত্ত ইন্‌স্‌পেক্টার যে রূপ কষ্ট পাইতেছেন, তাহা জানিয়া তান্তিয়া অতিশয় দুঃখ প্রকাশ করিলেন ও পরিশেষে কহিলেন—তিনি তান্তিয়া সম্বন্ধীয় অনেক কথা অবগত আছেন। এই কথা শুনিয়া ইন্‌স্‌পেক্টার তান্তিয়া সম্বন্ধীয় কথা তাঁহাকে বিশেষ করিয়া জিজ্ঞাসা করায় তান্তিয়া উত্তর করিলেন—"এই মাত্র আমি তান্তিয়াকে কামাইয়া আসিতেছি; তিনি নিকটেই একটী জঙ্গলের ভিতর গুপ্তভাবে অবস্থান করিতেছেন।"

এই কথা শুনিবামাত্র ইন্‌স্‌পেক্টারের মন আনন্দে পরিপূর্ণ হইল, তান্তিয়া সম্বন্ধীয় যে রূপ সংবাদ তিনি প্রাপ্ত হইলেন, তাহাতে যে তিনি এখনই ধৃত হইবেন, তাহার আর কোন ভুল নাই; এই ভাবিয়া ইন্‌স্‌পেক্টার নাপিতকে অনেক পুরস্কারের লোভ দেখাইয়া কহিলেন—"তুমি শীঘ্র শীঘ্র আমাকে কামাইয়া লইয়া আমার সহিত গমন পূর্ব্বক সেই তান্তিয়াকে দেখাইয়া দেও, আমি তাহাকে এখনই ধরিয়া আনিব ও তোমাকে এখনই যথেষ্ট পারিতোষিক প্রদান করিব।"

ইন্‌স্‌পেক্টারের এই কথা শ্রবণ করিয়া তাঁহার প্রস্তাবে তান্তিয়া প্রথমে অসম্মতির ভাব দেখাইয়া পরিশেষে সম্মত হইলেন ও শীঘ্র শীঘ্র ইন্‌স্‌পেক্টার সাহেবকে কামাইয়া দিতে লাগিলেন। যখন অতি অল্প মাত্র বাকী আছে, তখন সেই নাপিত বেশী তান্তিয়া কহিলেন "মহাশয়, তান্তিয়াকে কি নিতান্তই দেখাইয়া দিতে হইবে? আর যদি দেখাইয়া দেই তাহা হইলে আপনি কি আর তাহাকে ধরিতে পারিবেন? তান্তিয়াকে ধরিবার উপযোগী বল কি আপনার শরীরে আছে? যদি নিতান্তই ধরিতে চাহ, তবে ধর, আমিই সেই তান্তিয়া" এই বলিতে বলিতে তাঁহার দক্ষিণ হস্তস্থিত প্রখর ক্ষুর দ্বারা সেই ইন্‌স পেক্টরের নাসিকাটী সমূলে কর্ত্তন করিয়া লইয়া দ্রুত পদে থানার ভিতর হইতে বহির্গত হইয়া গেলেন, তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ থানার সমস্ত প্রহরীগণই ছুটিল, চারিদিগে ভয়ানক গোলযোগ উত্থিত হইল; কিন্তু তান্তিয়া সেই গোলযোগের ভিতর দিয়া যে কোথায় গেলেন তাহা কেহ বুঝিতে পারিলেন না। ইন্‌স্‌পেক্টার তান্তিয়াকে ধরিবার আশা পরিত্যাগ পূর্ব্বক রক্তাক্ত কলেবরে আপনার নাসিকার চিকিৎসায় প্রবৃত্ত হইলেন। †

৪। এক দিবস তান্তিয়া ডাকাইতি করিয়া স্বদলবলে প্রত্যাগমণ করিতেছেন, এমন সময় কতক গুলি লোক বাদ্যকর প্রভৃতির সহিত বিশেষ সমারোহে গমন করিতেছে, দেখিতে পাইলেন,

† স্ত্রীলোকদিগকে তান্তিয়া সর্ব্বদাই সম্মান করিতেন। একদা একটী নব পরিণীতা বালিকা পাল্কীতে চড়িয়া যাইতেছিল, তান্তিয়া পাল্কী খুলিয়া সে বালিকার মুখ দেখিলেন এবং তাহাকে মা বলিয়া ডাকিয়া মুখদর্শনী স্বরূপ ধনীর গৃহ হইতে অপহৃত বহুমূল্যের স্বর্ণালঙ্কার উপঢৌকন দিলেন।
সঞ্জীবনী ১৩ আশ্বিন ১২৯৬ সাল।

তাহাদিগের নিকটে গিয়া দেখিলেন ইহা একটী বিবাহের দল। বিবাহের নববিবাহিত দম্পতি একত্রে শিবিকা রোহণে গমণ করিতেছেন, তাহার চতুষ্পার্শ্বে বরযাত্রী কন্যাযাত্রী বাদ্যকর প্রভৃতির দ্বারা সুশোভিত রহিয়াছে। তান্তিয়া স্বদল-বলে সেই স্থানে উপনীত হইবামাত্র সকলে অতিশয় ভীত হইয়া পলায়নপর হইল; তান্তিয়া সকলকে অভয় প্রদান করিয়া নিরস্ত করিলেন ও নববিবাহিতা বর কন্যাকে দেখিতে চাহি-লেন। সকলে ভয়বিহ্বল চিত্তে সম্মত হইয়া তান্তিয়াকে সেই শিবিকার নিকট লইয়া গেল ও শিবিকার দ্বার খুলিয়া দিয়া সেই স্থানে দাঁড়াইয়া রহিল। তান্তিয়া বর কন্যাকে দেখিয়া একটু অসন্তুষ্ট হইলেন, ও কহিলেন—"এমন সুশ্রী কন্যার শরীরে অলঙ্কার নাই কেন? আর যদি তোমাদিগের অলঙ্কার দিবার সঙ্গতিই নাই, তবে পূর্ব্বে আমাকে বল নাই কেন?" এই বলিয়া, ধনীর গৃহ হইতে আনীত বহু মূল্যের স্বর্ণালঙ্কার সকল বাহির করিয়া উহাদ্বারা নিজ হস্তে সেই বরকন্যাকে সুসজ্জিত করিলেন ও অপর সকলকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন— "দেখ দেখি এখন কেমন দেখাইতেছে।" তান্তিয়ার এইরূপ আচরণ দেখিয়া সকলেই বিস্মিত হইলেন! তখন তান্তিয়া সেই কন্যাকে মাতৃ সম্বোধন করিয়া স্বদলবলে সেই স্থান হইতে প্রস্থান করিলেন।

একত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

তান্তিয়ার বিচার।*

২৬শে সেপ্টেম্বর তারিখে জব্বলপুরের ডেপুটী কমিশনর ইস্‌মে সাহেবের এজলাসে তান্তিয়া প্রথম দিবস বিচারার্থ আনীত হইলেন। পুলিশের বড় সাহেব স্বয়ং বাছা বাছা পুলিশ সৈন্যে তান্তিয়াকে বেষ্টন করত সুদৃঢ় ও গুরু লৌহ শৃঙ্খলে আবদ্ধ করিয়া তাঁহাকে বিচারালয়ের ভিতর উপস্থিত করিলেন। তান্তিয়াকে দেখিবার জন্য—তান্তিয়ার বিচার শুনিবার জন্য,

---

THE TRIAL OF THE DACOIT, TANTIA.

(Morning Post.)

Jubbulpore, Saturday.

TANTIA'S case was inquired into to-day by the Deputy Commissioner, Mr. Ismay, the accused being charged with dacoity and mutilation. Tantia was brought under a strong guard of Policemen in charge of an Assistant Superintendent of police, Mr. Gayer, and as the accommodation in the Deputy Commissioner's Court is not very large, the Sessions Court house was utilised, and, as was anticipated, the Court inside was packed, and the compound outside crowded.

Mr Hamilton, District Superintendent of police, was appointed by the Government to prosecute Tantia, and was assisted by Mr. Stanyon, Barrister-at-law. The evidence in the case was worked up by Mr. Skipton, Superintendent of police, Khandwa, on whom fell real hard work. Tantia's exploits having taken place some years back, it must really have been difficult to collect the evidence, scattered as it must have been by the lapse of time

ADVOCATE OF INDIA.

JUBBULPORE, 28TH SEPTEMBER.

The accused was undefended and himself answered all questions put to him by the Court. Nine

চতুর্দ্দিক হইতে অনেক লোক আসিয়া সেই স্থানে উপস্থিত হইল। বিচারালয় একেবারে পূর্ণ হইয়া গেল, বাহিরের ময়দান পর্য্যন্তও সেই সকল দর্শকমণ্ডলীকে স্থান প্রদান করিতে একেবারে অশক্ত হইয়া পড়িল।

জব্বলপুরের ডিসট্রিক্ট সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট হেমিল্টন সাহেব তান্তিয়ার মকদ্দমা চালাইবার নিমিত্ত নিযুক্ত হইলেন এবং

---

witnesses were brought up, but only eight were examined, as the ninth was too young, being only about seven years of age They all identified the prisoner as the notorious Tantia. The evidence was to effect that Tantia first came to the village of *Pokar, from his birth place, Baroda*, in 1873, and after a month or so, he was employed by one Shaiba Patel. In time it was rumoured about that Tantia and Shaiba Patel's daughter, Jasodha, were on intimate terms. A gang was got up to catch them, and one Mohun Chowdri, Rajput by caste, and son of Moshutum Gazeah (the principal witness), headed the gang and eventually succeeded in catching Tantia and Jasodha in Shaiba Patel's house ; in consequence of which both Shaiba Patel and his daughter Jasodha were turned out of their caste ;and they had to pay a penalty of Rs. 100 to obtain readmission, *and Tantia was imprisoned for two months* On his release from Jail he again returned to Pokar, and began his wild career by harassing the poor villagers, and killing their cattte ; but when he became too severe, and would not have any mercy, another gang was set afoot to capture Tantia, and Mohun Chowdri again headed the gang, with one Ushunt Beg,a police Constable of the village. Mohun again managed to capture Tantia, for which he was rewarded with Rs. 500 by the police officials for his

খান্দোয়ার ডিষ্ট্রীক্ট সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট স্কিপ্টন্ সাহেব তান্তিয়ার বিপক্ষে সাক্ষীর যোগাড় করিতে লাগিলেন।

সে দিবস বিচারের অধিক কিছুই হইল না; কিন্তু তাহার পর ২৮শে সেপ্টেম্বর তারিখে এক একটী করিয়া ৮ জন সাক্ষী দ্বারা পোখার গ্রামের সেই ডাকাইতি ও গাজিয়ার নাক কাটা মকদ্দমা প্রমাণ হইল। তান্তিয়ার পক্ষ সমর্থন করে, এমন

---

pluck; and Tantia was sent up for his trial to Khundwa It was at this time (1878) that Tantia made good his escape from the police *hawalat* and from then till only recently, he evaded all attempts made by the police to capture him during which time he has earned his livelihood by dacoities and robberies. Tantia never forgot that Mohun Chowdri was his ruin, and so had a bitter grudge against him, and he again on the 27th October, 18 7, returned to Pokar, this time with a gang of five others, all of whom were armed with big sticks, and Tantia with a gun and a sword On arrival at the village they at once went to Mohun Chowdri's hut It was about 7 o'clock in the evening, and while Moshutum Gazeah and her daughter in law were preparing the evening meal, they boldly entered the house, and asked f r Mohun Chowdri. To this Moshutum Gazeah (Mohun's mother) replied that he died a few months back. He then demanded from his mother the Rs 500 which "Mohun" had received as a reward for his (Tantia's) capture, together with the Rs 100 that Shaiba Patel was fined by his fellow-caste men To this the old woman said she had no money, and begged Tantia not to harass her any more. To this Tantia responded, by taking the but-end of his gun, and beating both her and her daughter-in-law; and he and his gang then searched the house, and found Rs. 14 in all. He then ordered

কেহই নাই, কাজেই তান্তিয়া একাকী। যতদূর পারিলেন, সওয়াল জবাব করিতে লাগিলেন। কিন্তু বিচারক যখন তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তখন তিনি অবলীলাক্রমে নাককাটা অপরাধ স্বীকার করিলেন ও যে কারণে তিনি গাজিয়ার নাক কাটিয়াছিলেন তাহাও সকলকে বলিলেন। ডেপুটী কমিসনর

them all out of the house locked the house, and set it on fire. Then he told the old woman to lead the way to her fields in which they had sown poppy seed, and as they were starting, one Dhowlia Bhil came up to the house of Moshuntum Gazeah, from whom Tantia demanded his whereabouts and name and as Dhowlia replied sharply, one of Tantia's men took the sword from Tantia and went for Dhowlia, but luckily he escaped and ran away, and they did not follow him. They then started for the fields and on reaching the same it being a bright moonlight night and hearing some talking on, Ushgur Ally who was watching some fields in the neighbourhood, shouted out to them, to which Tantia responded, "Oh, all right, I am coming," and leaving four men in charge of the captives he and another men went up to him, and commanded him (Ushgar Ally) to follow them, he first refused but subsequently he did follow them, and he was brought to the spot where the others were seated and ordered to sit down. They then all six set to work to remove from their persons—Gazeah, Sarsi, and her children—the few ornaments of jewellery, but they found difficulty in trying to remove one of Sarsi's anklets, and Tantia ordered her leg to be cut off, but somehow he did not do so, and allowed the anklet to remain, he then took off one of the son's head cloths and bound the old woman (Moshuntum Gazeah) down tightly, and dragged her away from where the five men held her

সাহেব তাঁহাকে দণ্ডবিধির ৩৯৫ ও ৩৯৭ ধারামত অপরাধী সাব্যস্ত করিলেন, ও তাঁহার বিচারের নিমিত্ত সেই দিবসই তাঁহাকে দায়রায় পাঠাইয়া দিলেন।

৫ই অক্টোবর তারিখে সেসন কোর্টে তান্তিয়ার বিচার আরম্ভ হইল। কিন্তু সেই দিবস দুর্গাপূজার গোলযোগ বশতঃ মকদ্দমার

---

down, and Tantia then cut off her nose. Then he ordered Ushgar Ally to take her before Shaiba Patel and tell him that Tantia had cut off her nose, and was now satisfied. Tantia and his gang absconded, and from that day never entered Pokar again. The total plunder ammounted to Rs. 1,508.

After the first witness had been examined, Tantia was asked if he wished to say any thing, to which he replied ; 'I admit that I ordered her nose to be cut off and one of my gang did it because I went and asked her as I was in need of money to give me the Rs. 500 which was paid to her son for my capture, and also to return, through me, the Rs. 100 which Shaiba Patel had to pay to his caste fellows as a fine, and she abused me very much, so I got annoyed at this, and gave my man the order to cut off her nose. But it is false that I beat them and stole their property.

After all the evidence for the prosecution in this case had been taken, Tantia was committed to the Sessions on the above charge, under Sections 395 are 397 of the Indian Penal Code.

Crowds of Native spectators came to witness the case;also a large number of European gentlemen and a few ladies.

The next case will be heard either on Tuesday or Wednesday next. *Indian Mirror* 6*th Oct* 1889.

বিচার হইল না; ৭ই অক্টোবর তারিখ সেই মকদ্দমার দিন স্থির হইল।

এদিকে ঐ ৫ই অক্টোবর তারিখে ডেপুটী কমিসনর সাহেবের নিকট তান্তিয়ার বিরুদ্ধে আর একটী খুন সংযুক্ত ডাকাইতি মকদ্দমা উপস্থিত হইল। যে ডাকাইতিতে হিমত পেটেল ইহজীবন পরিত্যাগ করেন এটী সেই মকদ্দমা। *

৭ই অক্টোবর তারিখে সকাল সকাল সেসন বসিল, জজ সাহেব ও দুই জন এসেসারের বিচারে তান্তিয়া দোষী সাব্যস্ত হইলেন। ডাকাইতি ও নাককাটা অপরাধে আজ তান্তিয়ার যাবজ্জীবনের নিমিত্ত নির্ব্বাসিত হইবার হুকুম হইল।

(*Statesman*)

Jubblpore, 5th October.

It can not be said that the *Sessions* Court of Jubbulpore is dilatory in its proceeding. It was only last Saturday that Tantia was committed for trial on the charge of dacoity and grievous hurt; and the trial was fixed for the following Friday (yesterday), but as it happened to be the last day of the *Durga Puja,* and the assessors summoned were Hindus, and some amongst them Bengali pleaders, the Sessions Judge postponed the trial of Tantia till the 7th instant, when the case will be proceeded with.

* To day, however, the charge is being enquired into, and it is more serious than that on which Tantia was committed the other day, being that of murder accompanied with dacoity. The peculiarity about this case is that one person, Bijuia, has already been hanged as being concerned in it, whilst 14 others have served out different terms of imprisonment to which they were sentenced. The facts may be sum-

যে সময় তান্তিয়ার দণ্ডের আদেশ হইল, সেই সময়ে আদালতে, এ দেশীয়, সে দেশীয়, ও বিদেশীয়, এত লোকের জনতা হইয়াছিল যে, তাহা বর্ণনা করা অসাধ্য। তান্তিয়ার দণ্ডের কথা

---

marised thus— antia, before he become an outlaw had once been convicted of theft, and that through the instrumentality of Hunmat patel who lived in the neighbouring village of Bhuiphal, about 12 miles from Khandwa Hunmat besides joined others in presenting a petition to the Deputy Commissioenr of Nimar, praying that officer to call upon Tantia to furnish security for his good behaviour A warrant was issued against him, and as stated in my last letter, it was on this occasion that Mohun Patel betrayed him, and had subsequenty to pay the penalty by having his house *looted* and his mother,s nose cut Tantia, as said before, escaped from jail befare he could be tried, but he never forgave those he considered the cause of his being declared an outlaw. He very soon had his revenge on Hunmat. On the 24th June, 1879, he with 17 followers made a raid on the village of Bhuiphal where Hunmat resided. One of the party was armed with a gun, four others, it is alleged, including Tantia, carried swords. It was about 9 o'clock at night, and the villagers had not then retired. The gang went to Hunmat's house, and asked for a drink of water, which was given to them by Hunmat's wife and other relatives These tried the first opportunity they could get to rush into the house and so protect themselves, but, it is said, were under the orders of Tantia, prevented from doing so. He then ordered the house to be looted, and whether under his orders or not, one of his gang, Bijna fired at Hunmat Patel and shot him dead. For this Bijna was tried and convicted and paid the extreme penalty of the law. After Hunmat's house had been looted the gang

শুনিয়া তাহাদিগের মধ্যে অনেকে দুঃখিত হইল, অনেকে আনন্দ প্রকাশ করিতে করিতে সেই স্থান হইতে প্রস্থান করিল। তান্তিয়ার শত্রুমণ্ডলী, তান্তিয়ার প্রাণদণ্ড হইল না বলিয়া দুঃখিত

---

then proceeded to Limji Patel's house close by, and looted his house also and finished off by setting fire to the two houses

That it was a daring exploit is evident from the fact that the scene of action was but 3 miles from the Police station of Chegaon, and in fact but 12 miles from the sudder station of Khandwa. The raid was made before the villagers had retired to rest, and was so far successfully carried out that no resistance whatever was offered, though a murder was committed and two houses looted and burnt. The party then proceeded to the village of Bowreah, the mal. guzar of which Nana patel, strangely enough, had, whether willingly or unwillingly accompanied Tantia to Bhuiphal and also supplied him with food. Nana patel, was for this tried and convicted, and sentenced to transporation, but attempting to escape from the jail at Jubblpore he was shot down.

Tantia, under a strong guard, was brought down again to the Sessions Court. As on the previous day the Court, both inside and outside, was crowded. Mr, Stanyon, Barrister at-Law, again appeared to prosecute, and with him Mr. Hamilton District Superintendent of police, Jubbulpore, who had worked up this case, it having happened whilst he was District Superintendent of Police at Khandwa Tantia is still undefended. The witnesses produced today established the identity of Tantia, the motive for which the offence was committed, and the mode in which it was carried out. Of these four had already served their time out for being concerned in this very offence. Thay are poor villagers, and their statement was to the effect that Tantia had enticed

হইল; আর মিত্র মণ্ডলী, তান্তিয়া যাবজ্জীবন* নির্ব্বাসিত হইলেন বলিয়া, দুঃখিত হইল। তাঁহার শত্রুপক্ষীয় অনেকে তাঁহার দণ্ডে আনন্দ প্রকাশ করিল, আর মিত্র পক্ষীয় ব্যক্তিগণ তাঁহার প্রাণ দণ্ড হইল না বলিয়া আনন্দ প্রকাশ করিতে করিতে আপন আপন স্থানে প্রস্থান করিল।

---

them and in a way pressed them into his service, telling them, he was going out on a *shikaring* expedition, that they were innocent tools in his hands, and that when they joined him it was with no criminal intention. Apart from these four witnesses, who as shown by the prosecution, were accomplices with Tantia, there was no evidence given by any independent witnesses as to the crime which is the subject of inquiry. One witness, and a very important witness Govinda Patel, the son of Hunmat Patel, was called, but all he could say was that he was in such a confused and frightened condition that he was unable to notice accurately what actually transpired. The case, of course, will be sent up for trial to the Sessions Court. It remains, however, to be seen how far that Court will accept the evidence of accomplices unless materially corroborated.

One of the witnesses called to day was Jasoda, the Rajput widow with whom Tantia is accused of having carried on an intrigue. She readily indentified Tantia, admitted that she had been on friendly terms with him but absolutely denied and any criminal intimacy. She gave her age as 36, and seemed to be a common place woman altogether.

Tantia refused to cross examine any witnesses, but summarily disposed of them all by staing that they were all telling a pack of lies. The case stands adjourned till Wednesday next, when it will be resumed.

তান্তিয়া দৃঢ় শৃঙ্খলে আরও উত্তম রূপে বন্দী হইয়া ডেপুটী কমিসনার সাহেবের নিকট আনীত হইলেন

দ্বাত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

তান্তিয়ার পুনরায় বিচার।*

৭ই অক্টোবর তারিখে ডাকাইতি ও নাককাটা অপরাধে তান্তিয়ার যাবজ্জীবন নির্ব্বাসিত হওয়ার আদেশ হইবার পর তান্তিয়া দৃঢ় শৃঙ্খলে বন্দী হইয়া পুনরায় ডেপুটী কমিসনর সাহেবের নিকট আনীত হইলেন। ৫ই অক্টোবর তারিখে খুন সংযুক্ত যে ডাকাইতি মকদ্দমা তান্তিয়ার বিরুদ্ধে উপস্থিত হইয়াছিল, পুনরায় তাহারই বিচার আরম্ভ হইল। বিচারালয়

At the sessions at Jubbulpore, Tantia was sentenced to be transported for life for dacoity and mutilation on the 7th October, 188. For the prisoner's defence it was urged that all the crimes, committed in the Central Provinces, had been attributed for years past to Tantia, It was even reported that Tantia had committed crimes in England. *The Indian Mirror 9th oct,* 1889

* TANTIA'S TRIAL CHARGE OF MURDER,
morning post,
Jubbulpore, Saturday, 5th Oct, 1889.
Tantia was again brought up to-day before Mr

পুনরায় লোকে লোকারণ্য হইল, দর্শকমণ্ডলীর অন্তঃকরণ পুনরায় নব বিচারের নব ফল শুনিবার নিমিত্ত উৎসুক হইল। কয়েকজন মাত্র সাক্ষীর জবানবন্দী হইয়াই সে দিবসের নিমিত্ত আদালত বন্ধ হইয়া গেল। পর দিবস পুনরায় বিচার আরম্ভ হইল, এবং কয়েকজন মাত্র সাক্ষীর এজাহার গৃহীত হইল, পরিশেষে ডেপুটী কমিসনর সাহেব, হিমত পোটলকে খুন করা অপরাধে তান্তিয়াকে দোষী সাব্যস্ত করিয়া ৯ই অক্টোবর তারিখে তাঁহাকে দায়রায় পাঠাইয়া দিলেন।

তান্তিয়ার প্রধান অনুচর বিজনীয়া যখন ধৃত হন, তখনও তাঁহার উপর এক এক করিয়া ক্রমে ক্রমে চারিটী ডাকাইতি মকদ্দমার প্রমাণ হয়, এবং এক এক করিয়া চারিবার তাঁহার উপর আজীবন নির্ব্বাসিত থাকিবার দণ্ড প্রদত্ত হয়। পুলিশ কর্ম্মচারীগণ ইহাতেও সন্তুষ্ট না হইয়া পরিশেষে হিমত পেটে-লকে খুন করা অপরাধে তাহার উপর অন্য আর একটী মক-দ্দমা উপস্থিত করেন ও পরিশেষে সেই মকদ্দমায় বিজনীয়ার অস্তিত্ব লোপ হয়।

তান্তিয়ারও এক বার আজীবন নির্ব্বাসিত হইবার আদেশ হইলেও পুনরায় তিনি সেই হিমত পেটেলকে হত্যা করা অপ-রাধে ১৯ শে অক্টোবর তারিখে বিচারক ও দুই জন এসেসারের সম্মুখে আনীত হইলেন। পুলিশের ২।৩ জন বড় বড় সাহেব ও

Ismay, the Deputy Commissioner, and on this occasion on a more serious charge, that of murder, The interest of the public does not seem to have abated a whit, for crowds flocked to have a look at the noto-

একজন প্রধান কৌশলি তান্তিয়ার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান! কিন্তু তান্তিয়া একাকী, তাঁহার পক্ষ হইয়া বিচারককে দুইটী কথা বুঝাইয়া বলে, এমত কেহই নাই। দেখিতে দেখিতে বিচার

rious outlaw, whilst a much larger number of Europeans were present in Court. The person with whose murder Tantia is charged was one Himmat Patel who lived in the village of Bhuiphal, close by to the village of Pokar. Himmat gave evidence and had Tantia convicted of theft, for which he was sentenced to one year's imprisonment. Then, again, he joined others in a petition to the Deputy Commissioner of Khandwa asking for Tantia to be bound over under a heavy penalty to be of good behaviour. A warrant was issued against Tantia, and it was on this occasion he escaped from Police custody before he could be brought up for trial. Tantia, however, never forgot what Himmat Patel had done for him. In 1879 the dacoit chief, punced upon the village one evening about nine o'clock accompanied by sixteen followers, one of whom carried a gun and a few others swords.

The story of the prosecution is that under the orders of Tantia, one Bijnia, who carried a gun, shot down Himmat Patel and after looting his house, some of the men set fire to it. The gang then proceeded to the house of Lunji Patel, looted it, and set fire to it also. They then walked off to a neighbouring village, Bowreah, whose lambardar, Nana Patel, whether under compulsion or voluntarily has not yet been quite cleared up, formed one of Tantia's party. The attack on the village occurred in the evening, when most of the villagers were presumably awake, and yet Tantia and his gang were allowed to do what they pleased and leave unmoles-

আরম্ভ হইল, সাক্ষীগণের এজেহার লওয়া হইল ও ক্রমে ক্রমে তাঁন্তিয়ার উপর নরহত্যাও প্রমাণ হইয়া পড়িল। তখন তাঁন্তিয়া আর যান কোথা! তাঁহারও উপর আইনের চরম দণ্ড

---

tod by any one. The Police were not far off, for Bhuiphal is a village three miles from the Police station of Chegaon, and but twelve miles from the head-quarters at Khandwa

Tantia, as a matter of course, escaped but his followers were one by one arrested, and 14 of them have been convicted for the dacoity in Bhuiphal. Bijnia, who carried the gun and is alleged to have shot down Himmat Patel, was convicted of murder and hanged. The lambardar of the adjoining village Naua Patel was sentenced to transportation, but trying to escape from the Jail of Jubbulpore was shot down in 1881. The others were sentenced to various teims of imprisonment, and have all served their time out in Jail Four of these came to day to give evidence on behalf of the prosecution, but it is dondtful how far their evidence being that of accomplices, unless it is strongly corroborated will go towards obtaining a conviction against Tantia for murder. The story told by these men was that they were induced by Tantia under false pretences to join him, he having assured them he was going only on a shikaring expedition. The story told by these men is probably true, but as yet no independent evidence of the crime alleged to have been committed by Tantia has been given

Evidence in the case was heard till late in the evening when the Court adjourned till Wednesday the 9th October.

On the 9th he has been committed to the Sessions under sections 395 and 396 of the Indian Pena Code.

প্রদত্ত হইবার অনুমতি হইল; তান্তিয়ার ফাঁসির হুকুম হইল। সেই লোকাকীর্ণ আদালত তখন ক্রমে শূন্য হইয়া গেল, দর্শকমণ্ডলী সকলেই সেই স্থান হইতে বহির্গত হইয়া কেহ বা কাঁদিতে কাঁদিতে, কেহ বা হাসিতে হাসিতে, সেই স্থান হইতে প্রস্থান করিলেন। তান্তিয়া আবও দৃঢ় রূপে আবদ্ধ হইয়া জব্বলপুরের জেলের ভিতর নীত হইলেন।

ত্রয়োত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

উপসংহার।

শেষ অবস্থায় তান্তিয়া অতিশয় বিপন্ন হইয়া পড়িয়াছিলেন। সময় সময় একাদিক্রমে তাঁহাকে দুই তিন দিবস পর্য্যন্ত অনশনে ক্লেশ পাইতে হইয়াছে। অনাবৃত প্রান্তরে পড়িয়া, অনাচ্ছাদিত বৃক্ষ মূলে উপবেশন করিয়া, কখন কখন তাঁহাকে প্রচণ্ড রৌদ্র, প্রলয়কারী ঝড় ও মুসলধারে বৃষ্টি সহ্য করিতে হইয়াছে। শুষ্ক রুটি, অপবিপক্ক ফল মূল ভিন্ন তাঁহার আর কোন প্রকার আহার যুটিত না। এই রূপে মানবজীবন কত দিবস স্থায়ী হইতে পারে? শরীর কত দিবস টিকিয়া থাকিতে পারে? যে তান্তিয়ার বীরপ্রতাপে বীরাগ্রগণ্য ইংরাজ শক্তি এত দিবস পর্য্যন্ত নিতান্ত ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিল—যাঁহার বুদ্ধি কৌশলে, হোলকারের বীর্য্যবান্ সামন্তগণ বীরদর্প ভুলিয়া গিয়াছিল, সেই তান্তিয়া এই ৪৫ বৎসর বয়সে কেমন জীর্ণ শীর্ণ ও বিবর্ণ হইয়া গিয়াছেন! ইহাঁর এই নিদারুণ বিচার ফল শুনিয়া কে না দুঃখিত হইবে? কাহার চক্ষু দিয়া এক বিন্দু অশ্রুজলও না ঝরিবে? কাহার হৃদয়ে তাঁহার সেই দরিদ্রবন্ধক চিত্র অঙ্কিত না হইবে? তান্তিয়া দরিদ্রের বন্ধু ছিলেন, তাই আজ মধ্য ভারতের গরীবগণ অশ্রুজলে নয়ন প্লাবিত করিতেছে, বক্ষস্থল ভিজাইয়া ধরণীকে শক্ত করিতেছে।

তান্তিয়া মধ্য ভারতবর্ষীয় ভীলদিগের মধ্যে একজন প্রধান দস্যু বলিয়া পরিচিত। তিনি অনেকবার অনেক স্থানে ডাকাইতি করিয়াছেন, অনেকবার অনেক গ্রাম জ্বালাইয়া দিয়াছেন,

অনেক লোকের নাক কাটিয়া দূরে দাঁড়াইয়া হাসিয়াছেন, অনেক লোককে হত্যা করিবার সহায়তা করিয়াছেন, অনেক গ্রামকে লুণ্ঠন করিয়া অনেককে পথের ভিকারী করিয়াছেন; তথাপি তাঁহার জন্য অশ্রুজল সম্বরণ করিতে পারিতেছি না, হৃদয়ের বেগ নিবৃত্তি হইতেছে না! একজন সামান্য লোকের বিশ্বাস ঘাতকতায় যে, বনের পাখি সুদৃঢ় শৃঙ্খলা-বদ্ধ হইল, ও পরিশেষে যাঁহার পরিণাম এই হইল, একথা শুনিয়া তাঁহার জন্য কাহার না হৃদয়ভেদী মর্ম্মবেদনা উপস্থিত হয়? কাহার চক্ষু দিয়া খর বেগে বারিধারা বহির্গত না হয়?

তান্তিয়ার উদ্যোগ, উদ্যম, সাহস, চতুরতা প্রভৃতির বিষয় যখন শুনিয়াছি, তখনই অবাক হইয়াছি; যখন দেখিয়াছি, তখনই অজ্ঞান হইয়াছি; যখনই ভাবিয়াছি, তখনই হতজ্ঞান হইয়া পড়িয়াছি।

ইংরাজ গভর্ণমেণ্ট স্বীয় অসংখ্য অজেয় শক্তি নিয়োগ করিয়া, হোলকার মহারাজ চতুরঙ্গ সৈন্যের বল প্রয়োগ করিয়া, এই ১১ বৎসর কাল তাঁহাকে ধরিবার নিমিত্ত কত কষ্ট, কত পরিশ্রম ও কত যত্ন করিয়াছেন, কিন্তু কিছুতেই কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। কত সৈন্য সামন্ত তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবিত হইয়াছে, কত বড় বড় নামজাদা পুলিশ কর্ম্মচারিগণ, কতস্থানে কত জঙ্গলে, কত পর্ব্বতে তাঁহার অনুসন্ধান করিয়াছে, কিন্তু কিছুতেই তিনি ধৃত হন নাই। তাঁহার নিমিত্ত কত লোক অবমানিত হইয়াছে, কত লোক জেলে গিয়াছে, কত গ্রাম একেবারে জনশূন্য হইয়া পড়িয়াছে কিন্তু তাহাতেও তিনি ধরা পড়েন নাই।

তাণ্ডিয় কৃষকের বেশে পুলিশের সহিত আলাপ করিয়া জঙ্গলের ভিতর লইয়া গিয়া তাহাকে নিতান্ত অবমানিত করিয়াছেন, কুলির বেশে বড় বড় সাহেবগণকে ধোকা দিয়াছেন, পুলিশের নাক কাটিয়া দিয়া কতবার আমোদ করিয়াছেন। গুপ্তচরের সহিত দেখা করিয়া তাহাদিগকে নানা প্রকারে প্রতারিত করিয়াছেন।

তিনি ধনবানের ধন অপহরণ করিয়া নির্ধনকে অর্পণ করিয়াছেন, কৃপণের অর্থ দরিদ্রদিগের মধ্যে বণ্টন করিয়া দিয়াছেন, অত্যাচারীগণের যথেষ্টরূপে সাজা দিয়া তাহাদিগের হস্ত হইতে নিরীহ লোকদিগকে রক্ষা করিয়াছেন। তিনি অনেক পুরুষের সর্ব্বনাশ করিয়াছেন, কিন্তু তাহাদিগের মাতা, স্ত্রী ও ভগ্নী প্রভৃতিকে মাতৃ সদৃশ দেখিয়াছেন, স্ত্রীলোক, বৃদ্ধ, বালক ও ব্রাহ্মণের উপর অত্যাচার করিবার নিমিত্ত তিনি তাঁহার কত অনুচরকে বিশেষরূপে দণ্ডিত করিয়াছেন।

এই সকল গুণেই তাণ্ডিয়া ভয়ানক দস্যু হইয়াও সকলের ভালবাসার পাত্র হইয়াছেন, এই নিমিত্তই তাণ্ডিয়ার নিমিত্ত আজ সকলের চক্ষে অবিরল জলধারা প্রবাহিত হইতেছে, সকলের প্রাণ তাঁহার নিমিত্ত কাঁদিতেছে, এখনও তাণ্ডিয়া জব্বলপুরের জেলের ভিতর শৃঙ্খলাবদ্ধ হইয়া বন্দী ভাবে রহিয়াছেন।। তাঁহার বিরুদ্ধে নরহত্যা, চুরি, ডাকাইতি, গৃহদাহ, নাককাটা প্রভৃতি নানা প্রকার অপরাধ প্রমাণীত হইয়া তাহার প্রতি এই ভয়ানক দণ্ডের আদেশ হইয়াছে কিন্তু তাঁহার এই ভয়ানক দণ্ডে কেহই সন্তুষ্ট হন নাই। অনেকেই অনেক কথা বলিয়াছেন, অনেকেই অনেক কথা লিখিয়াছেন, নিম্নের দুইটী উদ্ধৃত অংশ,

পাঠ করিলেই পাঠকগণ তাহার আভাস পাইবেন, আমার আর অধিক কিছু বলিবার আবশ্যক হইবে না।

THE VERNACULAR PRESS ON TANTIA BHIL.

(*Civil and Military Gazette.*)

THE Vernacular Press have expressed sympathy with Tantia Bhil. The *Rajputana Gazette*, the *Delhi Akbar* and others are all unanimous in their opinion that Tantia should neither be hanged nor imprisoned. They look upon the outlaw with a certain amount of pride, and, even admitting that Tantia is in fault, they wish that Government would, for the sake of his bravery and courage in having evaded apprehension for such a length of time, give him life and freedom. They discuss the matter thus :—"Tantia has now already come into the claws of death ; then what good would it do by putting an end to him or keeping him confined in a Jail ? It

would be much better if he could be brought to some use, so that our Government may benefit by his experience." For this purpose Tantia has been recommended to be sent to Burmah under a pardon, with the view of detecting and apprehending dacoits there. It is suggested that Tantia should be placed at the head of a number of Bhils of his own stamp and transported to Burmah, where he would fight and kill the Burmese dacoits, or be killed himself. In either case, it is argued that the Government would be benefited by the plan. For if Tantia succeeds, which no doubt he will, in quelling dacoity in Burmah, the Government will have achieved a great and a long-looked-for success, and if, on the other hand, Tantia and his gang are killed then it would simply amount to a good clearance of bad rubbish, and nothing more would be said about the matter.